উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ আশ্বিন ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 9 October 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 143

আজই সিরিজ জিততে চান সূর্যরা

এগারোর পাতায়

জুলানায় জিতে হাসি ভিনেশের

সাতের পাতায়

নারী-লাঞ্ছনার প্রতিবাদে পুজো বন্ধ তনুশ্রীর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : স্রোতের বিপরীতে হেঁটেছেন বরাবর। পাড়াপড়শির একাংশের কটাক্ষ উপেক্ষা করেই পৌরোহিত্যকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বাবুপাড়ার তনুশ্রী চক্রবর্তী। সরস্বতী থেকে দুর্গা, দেবদেবীর আরাধনায় তাঁকে পুরোহিতের আসনে দেখা গিয়েছে বারবার। এবার অবশ্য প্রতিবাদস্বরূপ পুজো থেকে বিরত থাকছেন তিনি। উমার আবাহনেও তাই একরাশ বিষণ্ণতা গ্রাস করেছে তনুশ্রীকে। আরজি করের ঘটনা তাঁর মনে যে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে, তা যে সহজে সেরে উঠবে না তা বেশ উপলব্ধি করেছেন তিনি। আর সেই কারণেই পুজো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত।

তনুশ্রীর কথায়, 'সকলেই নিজেদের মতো করে প্রতিবাদে নেমেছেন, প্রতিবাদ করেছেন। আমার প্রতিবাদের ভাষা এটাই। পরিস্থিতি ঠিক হলে আবার পুজোয় ফিরব। তবে এ বছর আর পুজো করছি না।'

দুর্গা বাঙালির কাছে নারীশক্তির প্রতীক। অথচ এই বাংলাতেই বারবার ঘটছে নারী নির্যাতনের ঘটনা। আরজি কর তার সাম্প্রতিক বড় উদাহরণ। বছর একত্রিশের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তি চেয়ে প্রতিবাদ চলছেই। আর সেই প্রতিবাদের ভাষাস্বরূপ কেউ রাজ্য সরকারের অনুদান ফেরাচ্ছে, কেউ আবার মণ্ডপে তুলে ধরছে নারী-যন্ত্রণার কাহিনী। সেই দিক থেকে তনুশ্রীর প্রতিবাদের ভাষাটা একেবারেই অন্যরকম। তনুশ্রী মনে করেন, নারীশক্তির আরাধনা করা হয় সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য।

এরপর আটের পাতায়

আজ মহাষষ্ঠী

মাগো তুমি জাগো... বৃষ্টি মাথায় উমা-দর্শন। শিলিগুড়ির সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

কাকভেজা পঞ্চমী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : প্রতিমা নিয়ে রাস্তার ধারে বসেছিলেন রমেশ পাল। আকাশের পরিস্থিতিটা ভালো বুঝতে না পেরেই পলিথিন দিয়ে প্রতিমা ঢাকতে শুরু করলেন ওই প্রবীণ। তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে বাকি মৃৎশিল্পীরাও পলিথিনে হাত লাগালেন। বিধান রোড ধরে চলা অনেকের চোখ তখন আকাশে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানি এবং মুহূর্তে ঝমঝমাঝম। রমেশ বললেন, 'একটার বেশি প্রতিমা বিক্রি করতে পারলাম না। দিনটা মাটি হয়ে গেল।'

রমেশের মতো মন খারাপ শোনা গিয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। পঞ্চমীর আনন্দটা পণ্ড হওয়ায় বৃষ্টির মতোই আফসোস ঝরে পড়েছে সর্বত্র। ষষ্ঠীতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে শিলিগুড়ির আকাশ থেকে এখনই দুর্যোগের মেঘ কাটছে না।

পুজোয় বৃষ্টি হবে, উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় না নেওয়ায়

অনেকদিন থেকেই এই আশঙ্কা দানা বাঁধছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনের আবহাওয়ায় সিংহভাগ মানুষ নিশ্চিত ছিলেন, এই যাত্রায় রক্ষা পাওয়া যাবে। নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তরবঙ্গে বর্তমানে না থাকায়, পুজোয় অনুকূল আবহাওয়ার আশাও বাড়ছিল। কিন্তু আবহাওয়ার মতিগতি যে বোঝা দুষ্কর, তা মহাপঞ্চমীর রাতে নতুন করে স্পষ্ট হল।

মানুষের ঢল যখন মণ্ডপের পথে তখনই আকাশে বজ্রবিদ্যুতের খেলা শুরু হল। তারপর যথারীতি বৃষ্টি। কখনও রিমঝিম, কখনও আবার ঝমাঝম। কেউ বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় মণ্ডপে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন, অনেককে আবার মাঝরাস্তায় ভিজতে হল। হাকিমপাড়ার অরুণোদয় সংঘের পুজোমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়ে একদল তরুণ-তরুণী হেঁটে যাচ্ছিলেন, মাথা গোঁজার জায়গা না পেয়ে প্রত্যেকেই কাকভেজা। তাঁদের মধ্যে এক তরুণীকে বলতে শোনা গেল, 'এই বৃষ্টি থামলেও আমি আর নেই। থাকলে নিউমোনিয়া নির্ঘাত।' বুঝতে অসুবিধা হয়নি, দল বেঁধে প্রত্যেকেই বাড়ির পথ ধরেছেন।

এরপর আটের পাতায়

গণ ইস্তফায় সিনিয়াররা

জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশনে নীরব সরকার

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের নতুন মোড়। আরজি কর মেডিকেল কলেজের ৫০ জন সিনিয়ার চিকিৎসক গণ ইস্তফা দিলেন। যদিও তাঁরা সরকারের বাধা না পেলে ডিউটিতে থাকবেন বলে জানিয়েছেন। এমন ইস্তফার হুমকি শোনা যাচ্ছে আরও কয়েকটি মেডিকেল কলেজে। যেমন কলকাতা মেডিকেলের সিনিয়ার ডাক্তাররা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরকার সমস্যার সমাধান না করলে গণ ইস্তফা দেবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য অনশনের চতুর্থ দিনেও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আন্দোলনকারীদের তরফে আরিফ আহমেদ বলেন, 'অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। আমরা চাই, সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা নিক। অনশনকারীদের সঙ্গে সরকারি তরফে কেউ এসে কথা বলুক। আমাদের দাবিকে মান্যতা দিক। তাহলেই এই জটিল পরিস্থিতি থেকে সকলে মুক্তি পাবে।'

কিন্তু সরকার এখনও নীরব। বরং তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বয়ানে চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'গণ ইস্তফা আইনি নয়। ডিউটি না করলে চাকরি ছাড়ুন। সরকার সব ইস্তফা গ্রহণ করুন। নতুন নিয়োগে সরকার বিজ্ঞাপন দিক। বহু যোগ্য ডাক্তার অপেক্ষা করছেন। কাজ বন্ধের দিনগুলোর বেতন কাটা হোক। হস্টেল খালি করা হোক।'

৫০ জন সিনিয়ার ডাক্তার ইস্তফা দেওয়ার পর। মঙ্গলবার আরজি করে।

আন্দোলনের পথেই

- আরজি করের পর কলকাতা মেডিকেলে গণ ইস্তফার হুমকি
- জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতীকী অনশনে শামিল নাগরিকরা
- কলকাতা মেডিকেল থেকে অনশন মঞ্চ পর্যন্ত মিছিল
- বুধবার কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তারদের 'অভয়া' পরিক্রমার কর্মসূচি

তাঁর অভিযোগ, সরকার 'সংবেদনশীল, সংযত' বলে 'তার সুযোগ নিয়ে গোলমালের নাটক চলছে। আর এই থ্রেট কালচার, ব্ল্যাকমেলিং বরদাস্ত করা হবে না।' জুনিয়ার ডাক্তাররা অবশ্য তাঁদের লক্ষ্যে অবিচল। রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজেই মঙ্গলবার জুনিয়ার ডাক্তাররা ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন করেছেন। কোথাও কোথাও তাঁদের সঙ্গে সিনিয়াররা, এমনকি সাধারণ মানুষ শামিল হয়েছেন।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার চিকিৎসক আন্দোলনকে সমর্থন করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের প্রতিবাদকে কুকুরের ডাকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি মনে করেন, তিনি যা করবেন, মানুষ সেটা মেনে নেবে। এতটাই ঔদ্ধত্য। কিন্তু যাঁদের মেরুদণ্ড আছে, তাঁরা তো ছেড়ে দেবেন না।

এরপর আটের পাতায়

পদ্মে আস্থা হরিয়ানার, ভূস্বর্গে ধাক্কা ৩৭০-এর

নিউজ ব্যুরো

৮ অক্টোবর : পরিবর্তন নয়, প্রত্যাবর্তনের পক্ষে হরিয়ানার রায় নিঃসন্দেহে বিজেপির অক্সিজেন। যদিও জম্মু ও কাশ্মীরের জনাদেশ সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপে গেরুয়া শিবিরের অ্যাজেন্ডায় কড়া আঘাত। দুই রাজ্যেই বুথফেরত সমীক্ষা ধাক্কা খেয়েছে। হরিয়ানায় এককভাবে বিপুল জয়ের পূর্বাভাস ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে 'হাং' বিধানসভার ইঙ্গিত দিয়েছিল প্রায় সব সমীক্ষা।

সেই অনুমানকে ধূলিসাৎ করে গতবারের থেকেও বেশি আসন নিয়ে হরিয়ানায় ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক হল বিজেপির। জাঠভূমে এই প্রথম কোনও দলের জেতার হ্যাটট্রিক। ম্যাজিক ফিগার ৪৬ পার করে পদ্মের দখলে এসেছে ৪৯টি আসন। কংগ্রেস থমকে গিয়েছে ৩৬টিতে। তীব্র গোষ্ঠীকোন্দল, জাতপাতের সমীকরণে জাঠ বিরোধী ভোটের সংহতি, আঞ্চলিক দল ও নির্দলদের ভোট কাটাকুটির সাপ-লুডোয় হরিয়ানায় এই বিপর্যয় হল কংগ্রেসের।

জম্মু ও কাশ্মীরে অবশ্য ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করার পর প্রথম বিধানসভা ভোটে ক্ষমতায় এল ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেস। জোটের প্রাপ্ত ৪৮টির মধ্যে ফারুক-ওমর আবদুল্লাদের দলই দখল করেছে ৪২টি। বাকি ৬টি কংগ্রেসের। জোট শরিক সিপিএমের মহম্মদ ইউসুফ তারিগামি আবার নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বিজেপিকে থমকে যেতে হয়েছে ম্যাজিক ফিগার ৪৬-এর অনেক আগে ২৯-এ। এই ফলাফলকে ৩৯০ অনুচ্ছেদ বিলোপের বিরুদ্ধে জনাদেশ বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

দুর্গা পূজার
আন্তরিক শুভকামনা

যুবদের অত্যন্ত
পছন্দের

EXTRA POWER

Madhu®

PAN MASALA

NO NICOTINE NO TOBACCO

NO TOBACCO NICOTINE

CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

পথ দেখাল পাহাড়ের চা বাগান

সুর বাঁধল আন্দোলনের

অনিমেষ দত্ত

মুসু মুসু হাসি দেউ মলাই লাই... দ্য হিমালয়ানস ব্যান্ডের জনপ্রিয় এই গানের কিছু অংশ ব্যবহার হয়েছিল বলিউডে। ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া পেয়ায় মে কাভি কাভি ছবিতে শানের কণ্ঠে। মুসু মুসু হাসি দেউ মলাই লাই... অর্থাৎ 'আমায় দেখে মুচকি হাসো'- এমনটাই আবদার।

এই গান তখন মনে ধরেছিল জলপাইগুড়ির বাগ্রাকোট চা বাগানের বাসিন্দা অমির সুনদাসের। তবে, নেতিবাচকভাবে। তিনি পালটা গান লিখলেন- কলমকাটি। গানের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ খানিকটা এমন- কলম কেটে হাতে কড়া পড়েছে/ বুকে ব্যথা/ ও বোন, তোমার ঠোঁটে হাসি কই?... সুর দিয়েছিলেন প্রয়াত কুমার সুনদাস। ২০০১ সালে তাঁদের সেই গান ২০২৪ সালেও পাহাড়ে শ্রমিকদের কাছে স্লোগান হয়ে ফিরেছে। শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে তাঁরা ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে যতবার বিক্ষোভ দেখাতে এসেছেন, প্রত্যেকবার ওই গান গণহিল্লোল তৈরি করেছে।

তরাই-ডুয়ার্সের চা বানানগুলিতে ১৬ শতাংশে বোনাস রফা হয়েছে। বহু চা বাগানে শ্রমিক অসন্তোষ থাকলেও বোনাস কমে যাওয়াকে একপ্রকার মেনেই নিয়েছেন তাঁরা। তবে পাহাড়ের মতো সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ দেখা যায়নি তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বাগানে আদিবাসী সমাজ ধামসা-মাদল নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। মূলত স্লোগানই ছিল তাঁদের আন্দোলনের হাতিয়ার।

কয়েকবছর আগেও তরাই-ডুয়ার্সের বোনাস বিক্ষোভে কয়েকটি বাগানে আদিবাসী এবং নেপালি গান শোনা গিয়েছে। তবে তা অত্যন্ত সীমিত পরিসরে। চা বাগানের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মণিকুমার দার্নালের অভিজ্ঞতা, 'গেট মিটিং, সভা, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচিতে শুধুমাত্র একটাই গাইতে দেখেছি শ্রমিকদের- হাম হোঙ্গে কামিয়াব...। আলাদাভাবে চা বাগিচা আন্দোলনে গান লিখে প্রতিবাদ হয়েছে, এমনটা মনে পড়ছে না।' তবে তিনি জানিয়েছেন, সিটুর কর্মীরা মাঝেমধ্যে গান গেয়ে প্রতিবাদ করতেন।

খানিকটা ভিন্ন সুর প্রবীণ বাম নেতা জিয়াউল আলমের কথায়। তিনি বলছেন, 'ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বদান্যতায় এক সময় চা বাগিচার আন্দোলনে গণসংগীত কিছুটা জনপ্রিয়তা পায়।' যদিও তার আগে থেকেই চা শ্রমিকরা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মেলে ধরিয়েছিলেন। সোমনাথের হোড়ের লেখায় তার কিছুটা আভাস মেলে।

চলে আসা যাক পাহাড়ে। চা শ্রমিকরা মূলত নেপালি ভাষাভাষি। গান বরাবরই পাহাড়ের সংস্কৃতির কোল আলো করে সযত্নে লালিত হয়। লেপচা, ভুটিয়া, তামাং, থাপা, লামা নানা জনগোষ্ঠীর মধ্যে

শ্রমিক ভবনে বোনাস মিটিংয়ের সময় শ্রমিকদের বিক্ষোভ। -ফাইল চিত্র

সূক্ষ্মতায় অনেক ফারাক। কিন্তু গিটার, উকুলেলে, সারেঙ্গি নিয়ে গানের বেলায় সকলেই মুষ্টিবদ্ধ হাত। তবে, অবাক হওয়ার কথা, পাহাড়ের গণ আন্দোলনে এই গান কখনোই তেমন করে জায়গা করে নেয়নি। তা সে জিএনএলএফ-জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলন হোক বা চা বাগান।

তাহলে হাল আমলে আন্দোলনে সংস্কৃতি জড়িয়ে যাচ্ছে কীভাবে? পাহাড় কি তাহলে জাগছে? তাদের সংস্কৃতিকে নিয়ে আসছে আন্দোলনের মঞ্চে? প্রশ্নটা মনে আসা স্বাভাবিক। আসলে একটা চোরাস্রোত বোধহয় ছিল। এ প্রসঙ্গেই উঠে আসে পদম লামার নাম। হিল প্ল্যানটেশনস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা তথা লালিগুরাস নামক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য সুমেন্দ্র তামাং জানিয়েছেন, সত্তর-আশির দশকে পাহাড়ের চা বাগানে শ্রমিক আন্দোলনে পদমের গান হয়ে উঠেছিল 'প্রতিবাদ অ্যানথেম'। মিছিল, ধর্না, কর্মবিরতি, ঘেরাও সবেতেই তাঁর গান 'হিম্মত' জোটাত শ্রমিকদের। বাংলায় আইপিটিএ'র স্বর্ণযুগে সলীল চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সুধীন দাশগুপ্তদের সঙ্গে পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে এক আসনে বসানো যায় লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক পদমকে। পদম পরবর্তী যুগে শ্রমিকরা আন্দোলিত হতেন গোকুলসিং থাপার গানে। তিনিও লোকসংস্কৃতির ধারকবাহক।

পাহাড়ের চা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এই ইতিহাস চোরবাটোয় বাঁকে মাটিচাপা পড়ে আছে। সম্প্রতি গিটার হাতে সেই মাটি খোঁড়ার কাজে হাত লাগিয়েছেন বহু শিক্ষিত তরুণ-তরুণী। দীক্ষিত তামাং, সিমরন গুরুং, এগিয়ে এসেছে লালিগুরাস, সিক্কোনা আর্টিস্ট অর্গানাইজেশান মানসংয়ের মতো বেশকিছু সংগঠন।

১৯৫৫-র সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের পর ডুয়ার্সের চা বাগানে বামেরা পায়ের তলায় শক্তপোক্ত জমি পায়। লেখক শিল্পী সংঘের প্রভাব কিছুটা দেখা যায় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সাম্রাজ্যে। জিয়াউলের কথায়, 'কালচিনি চা বাগানের কাজিমান গোলে, বাগ্রাকোট বাগানের তিলক ছেত্রী, আপার চ্যাংমারির দিলকুমার ওরাওঁ, সনৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আজও নিজেদের মতো করে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু কোনওদিন সেভাবে প্রচারে আসেনি।' তিনি আরও জানিয়েছেন, সিটুর নেতৃত্বে চা বাগানে যেখানে যেখানে মূলত জমির আন্দোলন হয়েছে, সেখানে সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ লক্ষ করা গিয়েছে। যদিও আক্ষেপের বিষয়, বেশিভাগটাই এখন মৌখিক ইতিহাস। লিপিবদ্ধ করার প্রয়াসের অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে চা বাগানের সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার।

পাহাড়ের সংস্কৃতিতে 'দেউসুরে' গানটির লোকপ্রিয়তা অসামান্য। বাংলায় গাজির গানের মতোই খানিকটা। অনেক সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে গানের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জুড়েছে নতুন কথা। ঝিলঝিল দেউসুরে... সুরে তাঁরা গেয়েছেন 'বলো বলো ভাই বিশ পারসন্ট, বলো বলো দিদি বিশ পারসন্ট।' অর্থাৎ ২০ শতাংশ বোনাসের আহ্বান।

> গেট মিটিং, সভা, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচিতে শুধুমাত্র একটাই গাইতে দেখেছি শ্রমিকদের- হাম হোঙ্গে কামিয়াব...। আলাদাভাবে চা বাগিচা আন্দোলনে গান লিখে প্রতিবাদ হয়েছে, এমনটা মনে পড়ছে না।
>
> **মণিকুমার দার্নাল**
> *প্রবীণ কংগ্রেস নেতা*

তরাই-ডুয়ার্স মনের মধ্যে ক্ষোভ রেখে এবারের মতো মেনে নিলেও পাহাড়ের শ্রমিকরা যে আন্দোলন থেকে সরে আসছেন না, তার প্রমাণ মিলছে বিভিন্ন চা বাগানে ছোট ছোট সাংস্কৃতিক জমায়েত থেকে। মিরিকে নাট্য ব্যক্তিত্ব কৈলাস রাই নাটকের মাধ্যমে প্রতিবাদ করছেন। কুমাই চা বাগানে বৃষ্টি ভিজে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন শ্রমিকরা। সবমিলিয়ে চা বাগানে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধনের একটা নতুন অধ্যায় যে শুরু হতে পারে, তার আভাস একটু-আধটু মিলছে। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে শুধু।

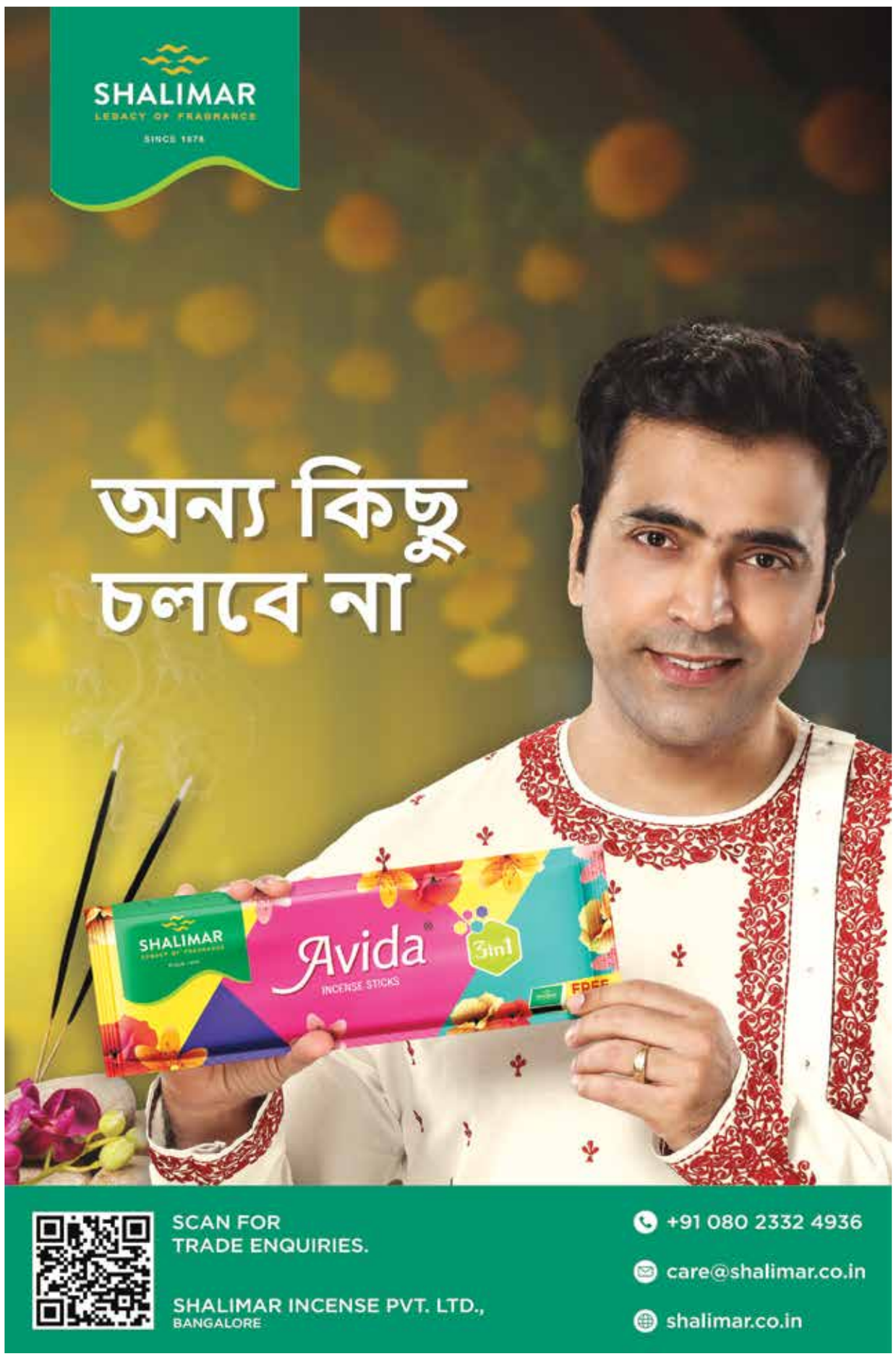

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন নাগপুর-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাগপুর - এর একজন বাসিন্দা সোনিয়া বাবুলাল যাদব - কে 28.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65K 15380 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে আমাকে একটি নতুন জীবন উপহার দিয়েছে। আমি জীবনে কোনোদিন কল্পনা করিনি আমি একজন কোটিপতি হবো। এই সুখের খবরটি আমার কাছে একটি আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে চির কৃতজ্ঞ। এই সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।"

ঠেকে হানা

বাগডোগরা, ৮ অক্টোবর : বালাসন কলোনিতে মাদক কারবারের রমরমা। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার একদল মহিলা বালাসন নদীর পাড়ে মদের ঠেকে হানা দেন। প্রচুর পরিমাণ মদ নষ্ট করেছেন তাঁরা।

ওই মহিলা দলের একজন চৈতি বর্মন বলেন, 'বালাসন কলোনির একাধিক বাড়ি, দোকান এমনকি নদীর পাড়ে মদ, গাঁজা, ব্রাউন সুগারের কারবার চলছে। এতে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বাড়িতে অশান্তি। আমরা কারবারিদের নানাভাবে বুঝিয়েও সৎপথে ফেরাতে পারিনি।' মহিলারা জানান, কয়েকদিন আগে মাদক কারবার বন্ধ করতে মাটিগাড়া থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ এসে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ঠেক থেকে প্রচুর মদ উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর, এলাকার প্রায় ২০টি ঠেকে এই কারবার চলছে।

মালিকপক্ষকে একহাত নিলেন সাংসদ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : চা বাগানের জমিতে মালিকপক্ষ হোটেল, রেস্তোরাঁ তৈরি করছে। সেখান থেকে আয় হচ্ছে। আবার চা বিক্রি করেও কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছেন তাঁরা। অথচ পুজো বোনাস দেওয়ার বেলায় তাঁরা পিছিয়ে যাচ্ছেন। পাহাড়ের চা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

চা বোনাসের পাশাপাশি পাহাড়ের ধসে বিধ্বস্ত এলাকার রাস্তাঘাট চলাচলের উপযুক্ত করতে জেলা প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না বলেও অভিযোগ করেন। এদিন তিনি বিজনবাড়ি, রিমবিক, লোধামার ধসে বিধ্বস্ত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখে বলেন, 'যাওয়ার পথে ছোট-বড় অনেক ধস দেখেছি। জেলা প্রশাসন রাস্তা পরিষ্কার করতে কোনও পদক্ষেপ যে করেনি, তা স্পষ্ট।'

এবার পাহাড়ের চা শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজু কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'বাগান মালিকরা চুপচাপ বাকি চার শতাংশ শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিন। নতুবা ৬ নভেম্বর কলকাতায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে পাহাড় থেকে গাড়িভাড়া করে শ্রমিকদের পাঠানোর ব্যবস্থা করব।'

পাহাড়ে ২০ শতাংশ বোনাস না দেওয়ায় নাম না করে রাজ্য সরকারকে একহাত নিয়েছেন সাংসদ। তাঁর কথায়, 'পাহাড়ের চা শিল্প নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।' চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ধসের জেরে পাহাড়ের বহু বাড়ি, খেত ক্ষতিগ্রস্ত। লোধামার কাছে শান্তি রোডে ফাটল ধরেছে। এ প্রসঙ্গে এদিন রাজু বলেন, 'বারবার কেন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে, এই ব্যাপারে গবেষণার জন্য জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলব।'

ধসে বিধ্বস্ত এলাকার মানুষকে আর্থিক আহায্য করুক রাজ্য সরকার, এমনই দাবি তুলেছেন রাজু। সাংসদ বলেন, 'রাজ্য সরকার কিছু এলাকায় ত্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সিংহভাগ এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানোয় সাধারণ মানুষের সমস্যা চরমে। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা আমাদের দেওয়া হোক। আমরা তাঁদের সহযোগিতা করব।'

পদহীন শুভেচ্ছাবার্তা, জল্পনার কেন্দ্রে রঞ্জন

ফ্লেক্স-এ নেই ডেপুটি মেয়রের নাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে শহরজুড়ে ফ্লেক্স দিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। কিন্তু সেই ফ্লেক্স-এ নাম নেই রঞ্জনের, উল্লেখ নেই পদেরও। স্বভাবতই এই ফ্লেক্স ঘিরে শহরের তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে হইচই পড়েছে।

কিছুদিন ধরে ডেপুটি মেয়রকে নিয়ে শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই চর্চা রয়েছে। তাঁর ডানা ছাঁটতে পারে রাজ্য নেতৃত্ব, এমন ফিশফাশও শোনা যাচ্ছে। নিজের গাড়ি থেকে ডেপুটি মেয়রের বোর্ড সরিয়ে সেই বিতর্কে আরও ঘি ঢেলেছিলেন খোদ রঞ্জন। তারপরই পুজোর শুভেচ্ছা বার্তায় নিজের নাম, পদমর্যাদার উল্লেখ না করায় নতুন জল্পনা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি তিনিও ডানা ছাঁটার আভাস পেয়েছেন? পুজোর পেরোলোই তাঁর চেয়ারে অন্য কেউ দখল নিতে পারে, সেই অভিমানেই কি নিজের নাম সরিয়েছেন রঞ্জন? প্রশ্নের জবাবে অত্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে ডেপুটি মেয়রের গলা। তিনি বললেন, 'আমার নাম দেওয়াটা জরুরি নয়। মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবাই চেনেন। আমি তাঁদের হয়েই এই ফ্লেক্স লাগিয়েছি। তাই নাম দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করিনি।'

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের মন্তব্য, 'এটা যার যার ব্যক্তিগত বিষয়।'

গৌতম দেবের ডেপুটি হওয়ার পর থেকেই নিজের গাড়ির সামনে 'ডেপুটি মেয়র' লেখা বোর্ড লাগিয়েছিলেন রঞ্জন। তবে সেই বোর্ডেও ডেপুটি শব্দটি ছোট করে মেয়র শব্দটি বড় আকারে লেখা ছিল, যা নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। তবে, বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়ে মাস কয়েক আগেই নিজের গাড়ির সামনে থেকে ডেপুটি মেয়র লেখা বোর্ড সরিয়ে ফেলেছেন তিনি। এরপর পুরনিগমের পরিষদীয় বৈঠকেও তাঁর সঙ্গে অপর এক কাউন্সিলারের তীব্র বাদানুবাদ হয়। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে রঞ্জন পদত্যাগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। পরে জানা যায়, আরবান পোভার্টি ইরাডিকেশন বা ইউপিই সেল নিয়েই বিরোধের সূত্রপাত। এই ঘটনার পরই ডেপুটি মেয়র পদ থেকে রঞ্জনকে সরানো নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই পরবর্তী ডেপুটি মেয়রের দাবিদার দলের এক কাউন্সিলার কলকাতায় গিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন।

এরই মাঝে পুজো চলে আসায় শহরজুড়ে নেতা-নেত্রীদের শুভেচ্ছা ফ্লেক্স, হোর্ডিংয়ে ভরে গিয়েছে। অন্য বছরের মতো এবারও মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ প্রত্যেকেই শারদীয়া, দীপাবলি এবং ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে ফ্লেক্স, হোর্ডিং দিয়েছেন। সব পুজো প্যান্ডেলের কাছেপিঠে এবং শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের ছবি দেওয়া ফ্লেক্সও চোখে পড়েছে। উৎসবের শুভেচ্ছা জানানো ফ্লেক্সে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দু'দিকে রেখে মাঝে হাতজোড় করে ডেপুটি মেয়রের ছবিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনও নাম নেই। অতীতে সমস্ত উৎসবে ডেপুটি মেয়রের শুভেচ্ছা বার্তায় নাম, পদমর্যাদার উল্লেখ থাকলেও এবারে কেন ব্যতিক্রম, তা নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

এই ফ্লেক্স ঘিরেই বিতর্ক।

কারণ যত

- রঞ্জন সরকারকে ডেপুটি মেয়র পদ থেকে সরানো হতে পারে বলে আগেই গুঞ্জন ছড়িয়েছে
- সম্প্রতি এক মহিলা কাউন্সিলারের সঙ্গে বিবাদের জেরে জল্পনায় ঘি পড়েছে
- এর আগে রঞ্জন নিজেই গাড়ি থেকে ডেপুটি মেয়র লেখা বোর্ড খুলে ফেলেছিলেন
- এবার পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে ফ্লেক্স লাগালেও সেখানে নাম, পদ নেই
- প্রতিবার নাম, পদ লেখা থাকলেও এবারে কেন ব্যতিক্রম সেই চর্চা চলছে

সীমান্তে উদ্ধার চারটি গোরু

ফাঁসিদেওয়া, ৮ অক্টোবর : ফাঁসিদেওয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোমবার গভীর রাতে চারটি গোরু উদ্ধার করে বিএসএফ। ফকিরপাড়া বিওপি'র জওয়ানরা কাঁটাতার লাগোয়া মানগছ এলাকায় গোরুগুলি দেখতে পান। গোরুর মালিককে পাওয়া যায়নি। পরে উদ্ধার হওয়া গোরু ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিএসএফের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের অনুমান, আশপাশের কোনও গ্রাম থেকে গোরুগুলি সীমান্ত দিয়ে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

কর্মখালি

Vacancy for : Experienced Lab Technician, Lab Receptionist, Report Typist, Helper Boy. Siliguri, Ph : 9933090555. (C/112948)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rakhi Rava, Vill- North Khairbari Forest, P.O. Madarihat, Dist- Alipurduar, আমার ভোটার কার্ডে ভুল থাকায়, 4.10.24 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Rakhi Rabha এবং Rakhi Rava একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

I, Bandana Thapa, wife of Alok Barua, resident of Tarabari Main Road, Kalidham, Batalaguri, PO- New Rangia, PS- Matigara, Dist.- Darjeeling, Pin No.- 734013. Henceforth be known as Bandana Thapa Barua declared before the Executive Magistrate at Siliguri Court, on 01/10/2024 Dist- Darjeeling, West Bengal vide affidavit No- 98AB 581316 Bandana Thapa and Bandana Thapa Barua both are same and identical person. (C/112947)

দুর্ঘটনায় জখম পাঁচ

চোপড়া, ৮ অক্টোবর : চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁওয়ের দামোদরখুড়ি এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুটি বাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় দুই চালক সহ মোট পাঁচজন জখম হয়েছেন। স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে তাঁরা সেখানেই চিকিৎসাধীন।

পরিবারের দাবি

৫ অক্টোবর চারের পাতায় 'উদ্ধার দুই নাবালিকা' শীর্ষক খবরে তারা প্রেমের টানে পালিয়ে গিয়েছিল বলে প্রকাশিত হয়েছে। নাবালিকাদের পরিবারের দাবি, পালিয়ে যাওয়ার সঙ্গে প্রেমের কোনও সম্পর্ক নেই। এধরনের কোনও অভিযোগ তারা জিআরপির কাছে করেনি।

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No:- 16(e)/EO/K-I PS/2024-2025, Dated : 07.10.2024 by the E.O, Kaliachak-I PS, Malda on behalf of P&RD Dept, Govt West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in/ www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 02.11.2024 upto 15:00 hours.

E.O.
Kaliachak-I PS, Malda

PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA DISTT.-JALPAIGURI (W.B.)

PM SHRI

ADMISSION NOTIFICATION FOR CLASS IX & XI LATERAL ENTRY SELECTION TEST-2025 AGAINST VACANT SEATS

Online applications are invited from eligible candidates for admission to class IX & XI in this Vidyalaya against the vacant seats through Lateral Entry Test for the session-2025-26 is scheduled on 08 February-2025 as per following details:-

ELIGIBILITY	
CLASS IX	CLASS XI
Only those candidates who are banafide reisents & Studying class VIII during the academic session 2024-25 in Govt./Govt. recognized schools of the district where JNV is functioning and to which they are seeking admission, are eligible. Date of birth of the candidate is to be between 01.05.2010 to 31.07.2012 (both dates inclusive). This is applicable to all categories of candidates including those who belong to SC/ST/OBC categories.	The candidate must have studied Class X during the academic session 2024-25 (April 2024 to March 2025 session)/2024 (January to December 2024 session) from a Govt./Govt. recognized school of the district where the Jawahar Navadaya Vidyalaya is functioning. Born between 01.06.2008 to 31.07.2010 (Both dates inclusive).
Online registration Link	
https://cbseitms.inc.in/2024/nvsix	https://cbseitms.nic.in/2024/nvsxi_11

Last Date to apply 30.10.2024 (Wednesday) Date of Selection Test 08.02.2025 (Saturday)
Help Line No. 9476932590/9832324013/8637589910/9123434839

Principal

ট্র্যাক সুরক্ষার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিএমডব্লিউ-০৮২০২৪-এমএলজি, তারিখ: ০৪-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : ডিএমডব্লিউ-০৮২০২৪-এমএলজি, কাজের নাম : গবাদি পশু পারাপার বন্ধ করার জন্য ট্র্যাক বরাবর মেটাল ডব্লিউ-বিম ক্র্যাশ বেরিয়ার নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদান এবং স্থাপন। আনুমানিক টেন্ডার মূল্য: ১১০,৩৭,৩২,৭১৭.৪৫/- টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫৬,৫৩,৭০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ২৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময় ২৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০৫ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

ডেপুটি সিই/ট্র্যাক, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার মণ্ডলে গুডস্ শেড সুবিধার উন্নীতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ জিএসইউ/১৭ অফ ২০২৪ তারিখ: ০৪-১০-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আদিনা: সীসীটিভি, আলোকসজ্জা ব্যবস্থা, চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন এবং নর্দমা ব্যবস্থা ধরণের গুডস্ যার্ড সুবিধার উন্নীতকরণের সঙ্গে অন্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ৬,৯৫,২৩,৯৮৪.৩০/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,৯৭,৬০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কুমেদপুর-একলাখী: কুমেদপুর-একলাখী খণ্ডের মধ্যে স্থিত এলসি-১৮ এ আরইউবির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩,৩৩,৮২,৫১০.৭২/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,১৬,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৯-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ২৯-১০-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডারের প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ২৯-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা (গতি শক্তি), কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। **বৃষ :** হঠাৎ নতুন কোনও ব্যবসার সুযোগ পেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় ভুল বুঝবেন। **মিথুন :** অসম্পূর্ণ কোনও কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। **কর্কট :** নতুন কাজ হাতে আসায় আনন্দ। পরিবারের সঙ্গে গিয়ে আনন্দ। **সিংহ :** বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকুন। **কন্যা :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। আগুন থেকে সাবধান। **তুলা :** হঠাৎ বিদেশে যেতে হতে পারে। মেয়ের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি হবেন। **বৃশ্চিক :** শরীর নিয়ে অযথা উৎকণ্ঠা। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। **ধনু :** অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। অচেনা কোনও লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। শরীর ভালো যাবে। **মকর :** বাড়িতে কোনও উৎসবে অতিথি সমাগম। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কমবে। **কুম্ভ :** কোনও ধার্মিক মানুষের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তৃপ্তি। পেটের ব্যথায় ভোগান্তি। **মীন :** কাউকে বিশ্বাস করে আজ ঠকতে পারেন। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা মিটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২২ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ১৭ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর ২০২৪, ২২ আহিন, সংবৎ ৬ আশ্বিন সুদি, ৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৫। বুধবার, ষষ্ঠী দিবা ৭।৩২। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৪২। শোভনযোগ রাত্রি ৩।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩২ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।২৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৪২ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।৩২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে দিবা ৭।৩২ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৫ গতে ১২।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।৩২ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১।৪২ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ৩।৩৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম (অতিরিক্ত ও গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কুমারীনাসিকাবেধ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন বাহনক্রয়বিক্রয়, দিবা ৭।৩২ গতে হলপ্রবাহ বীজবপণ শ্রাদ্ধকর্তার নবান্ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৭।৩২ মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গাষষ্ঠী। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৭।৫৯ মধ্যে ও ১০।১৩ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৬।৪৮ মধ্যে ও ৮।২১ গতে ৩।১১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩০ গতে ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উমা।। *বিদ্যাসাগর ক্লাবের প্রতিমা। মঙ্গলবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।*

নির্যাতিতাকে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ

চোপড়া, ৮ অক্টোবর : চোপড়া কাণ্ডে নির্যাতিতাকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন (এনএইচআরসি)-এর। গত জুন মাসের ৩০ তারিখ একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, চোপড়া থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায় সালিশি সভা বসিয়ে এক যুগলকে রাস্তায় ফেলে নির্যাতন করছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় ওঠে সব মহলে। ওইদিনই জেসিবিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারপর থেকে এখনও জেল হেপাজতে রয়েছে জেসিবি। ওই ভাইরাল ভিডিও প্রকাশ্যে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে নির্যাতিতার বাড়িতে যান এনএইচআরসির প্রতিনিধিদল। ৪ সদস্যের ওই প্রতিনিধিদল ঘটনার ব্যাপারে নির্যাতিতার পরিবার সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

বিষয়টি নিয়ে চোপড়ার বিডিও সমীর মণ্ডল বলেন, 'এনএইচআরসি থেকে নির্যাতিতাকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হয়েছে।' এদিকে, নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানান, সপ্তাহখানেক আগে বিডিও অফিসে গিয়ে কাগজপত্র জমা দিয়ে এসেছেন। তবে এখনও কোনওরকম আর্থিক সাহায্য তাঁরা পাননি।

প্রশাসন সূত্রে খবর, এনএইচআরসির প্রতিনিধিদল নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ফিরে যাবার পরই নির্যাতিতাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি আসে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের তরফে চোপড়ার বিডিওকে নির্যাতিতা ওই মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠাতে বলা হয়।

বৃষ্টিতে পণ্ড ঠাকুর দেখা

বাগডোগরা, ৮ অক্টোবর : পঞ্চমীর সন্ধ্যার হঠাৎ বৃষ্টিতে পণ্ড হয়ে গেল পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রতিমা দর্শন। প্রতিমা দর্শন করতে বেরিয়ে কাক ভেজা হয়ে বাগডোগরা উড়ালপুলের নীচে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন জয়পুরের পদ্মা রাজপুত। তাঁর কথায়, 'বাংলার দুর্গাপুজোর নাম বিশ্বজোরা। আজকে অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু বৃষ্টিতে সেই আশা পূরণ হল না।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আপার বাগডোগরা হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে আসেন সাহিত্যিক বিপুল দাস, শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ মলয় করঞ্জাই, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব সিনহা। ঠিক উদ্বোধনের সময়েই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়। ফলে বাকি সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করে দেওয়া হয়। বুধবার বাকি অনুষ্ঠান করা হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। এদিকে হঠাৎ বৃষ্টিতে দর্শনার্থীরা হতাশ হয়ে পড়েন। অনেকেই আক্ষেপ করতে থাকেন।

আজ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও গণ ইস্তফা

ওআরএস খেয়ে অনশনের সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অনশন চলছে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ওআরএস খেয়েই অনশন চালাবেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাহলে কি অনশন কর্মসূচি বদলে গেল অবস্থানে? উঠছে প্রশ্ন। অন্যদিকে রাতে সিনিয়ার চিকিৎসকদের একাংশ জানিয়েছেন, বুধবার তাঁরাও গণ ইস্তফা দেবেন।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফোরামের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ শাখা ওআরএস খেয়ে অনশন চালানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। তাদের যুক্তি, সিনিয়ার চিকিৎসকদের পরামর্শেই এই সিদ্ধান্ত। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পুজোর ছুটিতে অনেক জুনিয়ার ডাক্তার বাড়ি চলে গিয়েছেন বলে খবর। এমতাবস্থায় দুই চিকিৎসক প্রতিনিধির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন ফোরামের সদস্য কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলছেন, 'কোনও চিকিৎসক ছুটিতে যাননি। যা প্রচার করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়।'

কৌস্তভ আরও বলেন, 'আমাদের দুই প্রতিনিধির শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। তাই সিনিয়ার ডাক্তাররা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন ওআরএস খেতে। সিনিয়ারদের কথার সম্মান রেখে এবং সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

আরজি কর কাণ্ডের পর আন্দোলনের আঁচ এসে পড়ে উত্তরবঙ্গেও। কলকাতার পাশাপাশি একমাত্র উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ফোরামের তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য দুজন অনশনে বসেছেন। এদিন সকালে তাঁদের সঙ্গে প্রতীকী অনশনে বসেন মেডিকেলের প্রাক্তনী সুশ্রী সংগীতা জেনা, সন্দীপন ভাদুড়ি, দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেড ক্লার্ক উৎপল সরকার। তাঁদের মধ্যে দীপাঞ্জন ২৪ ঘণ্টার জন্যে প্রতীকী অনশনে থাকবেন। বাকিরা ছিলেন ১২ ঘণ্টার জন্যে। ডাঃ সজল বিশ্বাসের মতো সিনিয়ার চিকিৎসকরাও ছিলেন অনশন মঞ্চে।

এদিন দুজন অনশনরত চিকিৎসকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখা দিলে সিনিয়ার ডাক্তাররা ওআরএস খাওয়ার পরামর্শ দেন। সেইমতো অনশনকারী সহ বাকি আন্দোলনকারীরা আলোচনায় বসেন। এরপর সিদ্ধান্ত হয়, এদিন দুপুর থেকে ওআরএস খেয়েই অনশন চালাবেন দুজন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ওআরএস খেয়ে নিলে সেটা কি আর অনশন বলা যায়? যদিও চিকিৎসকদের যুক্তি, কোনও খাবার মুখে তুলবেন না ওই দুজন। কিন্তু তাঁরা যাতে খুব বেশি অসুস্থ না হন, তার জন্যেই ওআরএস দেওয়ার সিদ্ধান্ত।

এদিন অনশনকারীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দেন রামকৃষ্ণ মিশনের একদল প্রাক্তনী। এদিন অনেক সাধারণ মানুষও অনশন মঞ্চে এসে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। ওই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে চিকিৎসকদের বাহবা দিয়েছেন বহু রোগীর পরিজন।

কোচবিহার থেকে বাবার চিকিৎসার জন্যে এসেছিলেন সুদীপ রায় বসুনিয়া। তিনি মঞ্চের সামনে এসে বলেন, 'ডাক্তাররা নিজেদের দাবি থেকে সরে আসেননি, এটা প্রশংসনীয়। যেভাবে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এটা ভাবা যায় না। সশরীরে না পারলেও মানসিকভাবে তাঁদের পাশে রয়েছি।' চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে পুলিশ প্রশাসনও বারবার খোঁজ নিয়ে গিয়েছে।

জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে। মঙ্গলবার। -সূত্রধর

প্রশ্ন যেখানে

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অনশনে দুই জুনিয়ার চিকিৎসক
- তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি এড়াতে নয়া সিদ্ধান্ত
- ওআরএস খেয়েই অনশন চালাবেন তাঁরা
- প্রশ্ন উঠছে, ওআরএস খেলে সেটা কি আর অনশন বলা যায়
- চিকিৎসকদের যুক্তি, সিনিয়াররাই ওআরএস খেতে বলেছেন

মূর্তির রঙে মহানন্দায় দূষণ ছড়ানোর শঙ্কা

মৃত্তিকা ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : আগে মহানন্দায় নেমে দিব্যি স্নান করা যেত। গায়ে একটুকুও চুলকানি হত না তাতে। এখন সেই জল ছোঁয়াও নাকি বিপজ্জনক। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, মহানন্দার ১০০ মিলিলিটার জলে রয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ই কোলাই ও লক্ষেরও বেশি সুপারবাগ। অথচ ওই পরিমাণ জলে সামান্য ই কোলাই থাকলেই তা ক্ষতিকর বলে গ্রাহ্য হয়।

এই তো মাস চারেক আগের কথা। সপ্তাহখানেক শহরবাসীকে মহানন্দার জল খাইয়ে পুরনিগম ঘোষণা করেছিল, ওই জল পানেরই যোগ্য নয়। সে নিয়ে কী হইচই! সেই সময় ক্ষোভে উত্তাল হওয়া শহর এখন উৎসবে মেতেছে। আর ক'দিন পর চোখধাঁধানো কার্নিভাল হবে শহরে, একের পর এক প্রতিমা নিরঞ্জন হবে মহানন্দায়। আবার ভেসে উঠবে কাঠামো, মিশবে 'দূষিত' রং। ফলে আহত, ক্ষতবিক্ষত নদী আবার আঘাত পেয়ে তার রক্তপাতের জের আর সামলে উঠতে পারবে কি না সেই উদ্বেগের মেঘ ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে।

কুমোরটুলিতে এখন মূর্তিতে তুলির শেষ টান দিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। যে রঙে দেবী সেজে উঠছেন, সেই রং-ই কি ক্ষতি ডেকে আনছে প্রকৃতির? কারণ হচ্ছে আরও একটা ম্যানমেড ডিজাস্টারের? পুজোর আনন্দের মাঝে এই চিন্তার ফুরসত কই?

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারপার্সন কল্যাণ রুদ্র অবশ্য আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের কাজ রাজ্যের প্রতিটি জায়গায় স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর পাঠিয়ে দেওয়া। এছাড়াও বিধিনিষেধ তৈরি ও জলের গুণগত মানের ওপর প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখে আমাদের বোর্ড।'

মহানন্দার তীরেই কুমোরটুলি। প্রতিমা তৈরি থেকে নিরঞ্জন, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিধিনিষেধের লম্বা তালিকা। কিন্তু তা নিয়ে শিল্পীরা কতটা ওয়াকিবহাল, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। তবে তাঁদের অনেকেরই মত, ফেব্রিক রং নদীর ক্ষতি করতে পারবে না। মৃৎশিল্পীদের সংগঠনের সভাপতি অধীর পাল আবার দাবি করছেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিধি মেনে সিসামুক্ত রং ব্যবহারের চেষ্টা করছেন তাঁর সহ শিল্পীরা। অধীরের কথায়, 'আগে তেঁতুলবীজের আঠা মিশিয়ে রং তৈরি হত। এখন সেই যুগ পালটালেও আমাদের দিক থেকে যতটা সম্ভব পরিবেশবান্ধব সামগ্রী দিয়ে মূর্তি গড়ার কাজ চলছে। তবে প্রতিমা নিরঞ্জনের বিষয়টি পুরোটাই পুজো কমিটি ও কার্নিভালের প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করছে।'

এব্যাপারে অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করছেন পরিবেশবিদদের একাংশ। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড ফাউন্ডেশনের অনিমেষ বসু বলছেন, 'বাজারে পরিবেশবান্ধব রাসায়নিকমুক্ত রং কিনতে পাওয়া গেলেও তার মূল্য যথেষ্ট বেশি। তাই মৃৎশিল্পীরা বাজারজাত সিসা ও রাসায়নিকযুক্ত সস্তা রংকেই বেছে নিচ্ছেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বিধিমতো নিরঞ্জনের পরপরই দেবীপ্রতিমা নদী থেকে তুলে নেওয়া হয় ঠিকই। তবে ততক্ষণে নদীতে মিশে যায় বিষাক্ত রাসায়নিক।'

কয়েক বছর ধরে কলকাতার ধাঁচে কার্নিভাল হচ্ছে শিলিগুড়িতে। কিন্তু সেই কার্নিভালে অংশ নিচ্ছে হাতেগোনা কয়েকটি পুজো কমিটি। বাকিরা প্রতিমা নিরঞ্জন দিচ্ছে নিজেদের মতো করেই। কার্নিভালের সময় পুরনিগমের কর্মীরা দাঁড়িয়ে থেকে চটজলদি মহানন্দায় সাফাই শুরু করছেন ঠিকই, কিন্তু প্রতিমার বিষাক্ত রং মিশে যাচ্ছে মুহূর্তে।

একসময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কুমোরটুলির দুঃস্থ মৃৎশিল্পীদের বিনামূল্যে জৈবিক রং দেওয়া হত। কালক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে খরচ কমাতে সস্তার রাসায়নিক রংয়েই ঝুঁকছেন অধিকাংশ শিল্পী। আর যার ফল ভুগতে হচ্ছে নদীকে।

এ তো গেল শুধু মহানন্দার কথা। শহরের 'লাইফলাইন' হয়ে থাকা নদীরই যদি এমন হাল হয়, তখন বাকিগুলির অবস্থা কী তা সহজেই অনুমেয়। এই যেমন সাহুর কথাই ধরা যাক। শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল ঘেঁষে চলা নদীটি প্রতি উৎসবে দূষণের শিকার হয়। মাসের পর মাস প্রতিমার অবশিষ্ট, কাঠামো পড়ে থাকলেও কারও নজর পড়ে না সেখানে। পুরনিগম আর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফারাকটা স্পষ্ট হয় সেখানেই।

আর ক'দিন পরই উৎসব শেষে বিসর্জনে মাতবে শহর। শয়ে-শয়ে প্রতিমা আসবে মহানন্দা, সাহু, পঞ্চনইয়ের ঘাটে। কিন্তু দূষণ রুখতে নজর থাকবে ক'জনের? প্রশ্ন ভাসে বাতাসে।

টুকরো খবর

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

কানকি ও ফাঁসিদেওয়া, ৮ অক্টোবর : ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক তরুণের। সোমবার রাতে চাকুলিয়া থানার কানকি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম রাকেশ পাসোয়ান (৩৫)। তিনি বসতপুর এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, রাকেশ কানকি বাজার থেকে রেললাইন পার করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় শিলিগুড়িমুখী ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। পরে ডালখোলা রেল পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা ০হাসপাতালে পাঠায়।

অন্যদিকে, রাঙ্গাপানি এলাকায় রেললাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয় সোমবার গভীর রাতে। মৃতের নাম নিরুপন দাস। তিনি ফাঁসিদেওয়ার দাসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির মৃতদেহ রাঙ্গাপানি এলাকায় রেললাইনের ধারে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে আরপিএফ এবং পরে জিআরপি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আঁকা ও বিতর্ক সভা

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : এনএইচপিসি'র ইন্টেগ্রিটি ক্লাবের উদ্যোগে রম্ভি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও বাগ্রাকোট হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে আঁকা প্রতিযোগিতা এবং বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই কতটা প্রয়োজন, সেটা পড়ুয়াদের বোঝানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন তিস্তা লোয়ার ড্যাম ৩ ও ৪-এর প্রোজেক্ট হেড পিকে রায়, জেনারেল ম্যানেজার একে ঝা, প্রোজেক্ট ভিজিলেন্স অফিসার নুরুল হাসান মল্লিক প্রমুখ।

সেরার পুরস্কার

ইসলামপুর, ৮ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদ শারদ সম্মানের বিভিন্ন বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে ইসলামপুরের পুজো কমিটিগুলি। সেরা প্যান্ডেল এবং মণ্ডপসজ্জায় জেলার সেরা পুরস্কার পেয়েছে দেশবন্ধুপাড়া আদর্শ সংঘ দুর্গাপুজো কমিটি, নেতাজিপল্লি ও ব্লকপাড়া দুর্গাপুজো কমিটি। অন্যদিকে, সেরা প্রতিমার পুরস্কার পেয়েছে ইসলামপুর কমল মেমোরিয়াল ক্লাব। এছাড়াও সেরা আলোকসজ্জার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ইসলামপুর তরুণ সংঘকে। বিভিন্ন বিষয়ে জেলার সেরা পুরস্কার পাওয়াতে খুশি ইসলামপুরের ক্লাব উদ্যোক্তারা।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয় ছোটফাঁপড়ি এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল ছ'টা নাগাদ স্থানীয় একটি মাঠে দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

কাদোপানিতে ঝোরার পাশে পড়ে মৃতদেহ

বাগডোগরা, ৮ অক্টোবর : বাগডোগরা বিমানবন্দরের ঝোরার পাশ থেকে মঙ্গলবার সকালে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম চন্দন নায়েক (৩৫)। তাঁর বাড়ি বাগডোগরা চা বাগানের কাদোপানিতে। জানা গিয়েছে, মৃতদেহের পাশেই পড়ে ছিল সাইকেল এবং মাছ ধরার ছোট জাল। বাগডোগরা থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠায়।

বাগডোগরা চা বাগানের গাড়ি চালাতেন চন্দন। সোমবার রাতে বাড়ি থেকে মাছ ধরার জন্য বের হন তিনি। রাতে আর বাড়ি ফেরেননি। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খুঁজতে বেরোন। ঝোরার পাশে চন্দনের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

নাগরাকাটা, ৮ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণের। তাঁর নাম কুলদীপ লামা (৩১)। বাড়ি নাগরাকাটার সুখানিবস্তিতে। পাশাপাশি জখম হয়েছেন সদীপ লেপচা নামে এক তরুণ। মৃত ও আহত দুজন সম্পর্কে জামাই ও শ্যালক।

ওদেরও পুজো। ছবি : তপন দাস

চুরি-ছিনতাইয়ে আতঙ্ক

নকশালবাড়ি, ৮ অক্টোবর : পুজোর মুখে পরপর চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে নকশালবাড়িতে। স্টেশনপাড়ার এক মহিলা সোমবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বের হতেই তাঁর সোনার চেন ছিনতাই করে চম্পট দেয় দুজন দুষ্কৃতী। এভাবে প্রকাশ্যে জনবহুল এলাকা থেকে এক মহিলার গলা থেকে চেন ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। কিরণ গোয়েল বলেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে গলায় চেন পরে রয়েছি। বাড়ির সামনে এভাবে ছিনতাই হবে কোনওদিন ভাবিনি।' এলাকাবাসীর কথায়, এর আগেও এই রাস্তায় একাধিক মহিলার মোবাইল, কানের দুল এভাবে খোয়া গিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা কবিতা মণ্ডলের কথায়, 'এই রাস্তায় এমন ঘটনা মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকে। থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরতে পারে না। মহিলাদের কোনও নিরাপত্তাই নেই।'

এর আগেও প্রেম বস্তির এক স্কুল ছাত্রীকে টিউশন থেকে ফেরার পথে এই রেলগেটের সামনে দুজন দুষ্কৃতী চেপে ধরার চেষ্টা করেছিল। তখন এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বাসিন্দারা। ২৪ ঘণ্টা এই রাস্তায় পুলিশি নজরদারির দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দিয়েছিলেন খালবস্তি, প্রেমবস্তির বাসিন্দারা।

সপ্তাহখানেক আগে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়ির জিনিসপত্র চুরি যায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতা ভানু বর্মন বলেন, 'মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাইয়ের ঘটনা রীতিমতো আতঙ্কের। পুলিশকে সক্রিয় হতে হবে।' নকশালবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, যে সব ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে সেগুলির তদন্ত চলছে।

সেবক রোডের শোরুমে নতুন গাড়ির উদ্বোধন। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

উদ্বোধন হল এমজি উইন্ডসর ইভি'র

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : এবার ফ্লাইটের বিজনেস ক্লাসের আরাম মিলবে ইলেক্ট্রিক গাড়িতে। মঙ্গলবার সেবক রোডে শিলিগুড়ি অটো ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেডে উদ্বোধন হল এমজি উইন্ডসর ইভি'র। ৯.৯৯ লক্ষ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে দাম। গাড়িপ্রেমীদের সুবিধার্থে ব্যাটারির জন্য আলাদা করে ইএমআইয়ের সুবিধে রয়েছে। উইন্ডসরে রয়েছে প্যানোরমিক গ্লাস রুফ। জেনারেল ম্যানেজার হর্ষ আগরওয়াল বলেন, 'নতুন এই গাড়িতে সমস্ত 'এ ক্লাস' সুবিধে পাবেন চালকরা। সুরক্ষার দিকে নজর দিয়েই সমস্ত ফিচার রাখা হয়েছে। গাড়ির প্রথম ক্রেতারা ব্যাটারির ওপর আজীবন ওয়ারান্টি পাবেন।' ইতিমধ্যেই গাড়ির বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।

বস্ত্র বিতরণ

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ৮ অক্টোবর : দার্জিলিং জেলার নিগমানন্দ সেবা সংঘের উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার খড়িবাড়ি কল্যাণ আশ্রমে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন ১৪০ জনকে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যব্রতানন্দ মহারাজ।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা অ্যাসোসিয়েশনের চোপড়া ব্লক কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার চোপড়ার ব্লকের কাচনাডাঙ্গি সর্বজনীন পুজোমণ্ডপ প্রাঙ্গণে বস্ত্র বিলি করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক হামিদুল রহমান। এছাড়াও বিজেপির তরফে চোপড়ার কালাগছ এলাকায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে আবাসিকদের নতুন বস্ত্র দেওয়া হয়।

মোবাইল উদ্ধার

কানকি, ৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার ২৭টি মোবাইল উদ্ধার করে সঠিক মালিকদের হাতে তুলে দিল কানকি ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, গত তিন মাসে মোবাইল চুরি যাওয়ার ২৭টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সেগুলি উদ্ধার করা হয়। মঙ্গলবার ডালখোলা এসডিপিও রবিরাজ আওয়াস্তি ও কানকি ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে মোবাইলগুলি মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রেড পান্ডার সংরক্ষণে বিশ্ব স্বীকৃতি

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : রেড পান্ডা সংরক্ষণে বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেল দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্ক। ওয়াজা (ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু'স অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামস)-র কনজারভেশন অ্যাওয়ার্ডের তিন ফাইনালিস্টের তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। সোমবার ওয়াজা'র তরফে ওই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এতে খুশি রাজ্য বন দপ্তরের কর্তারা। রাজ্য জু অথরিটির সদস্য সচিব সৌরভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'রেড পান্ডা প্রজনন এবং সংরক্ষণের জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় এসওপি তৈরি করে কাজ করা হয়।'

৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ট্যারোঙ্গা চিড়িয়াখানায় অনুষ্ঠিত হবে ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ জু'স অ্যান্ড অ্যাকোয়ারিয়ামস-এর ৭৯তম বার্ষিক সম্মেলন। সেখানেই কনজারভেশন অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।

২০২২ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে জন্ম নেওয়া ৯টি রেড পান্ডাকে সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। জঙ্গলে ছাড়ার পর এখন পর্যন্ত ৫টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে বলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা সূত্রে জানা গিয়েছে। রেড পান্ডার মতো বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় পদক্ষেপ করা হয়েছে। গ্যামেট, ডিএনএ এবং টিস্যু সংরক্ষণের জন্য বায়ো ব্যাংকিং গবেষণাগারও তৈরি করা হয়েছে।

বন দপ্তর সূত্রের খবর, দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অধীন তোপকেদাড়ায় বর্তমানে ১৯টি রেড পান্ডা রয়েছে। রেড পান্ডার জন্য চিড়িয়াখানায় আছে অত্যাধুনিক পরিবেশ।

প্রাণী সংরক্ষণে সেন্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজি (সিসিএমবি), কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ও ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া যৌথভাবে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে। সিঙ্গালিলার পর এবার নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানেও রেড পান্ডা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে রাজ্য বন দপ্তর সূত্রে খবর।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রেড পান্ডার যত্ন। -ফাইল চিত্র

বুধবার, ২২ আশ্বিন ১৪৩১, ৯ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৩ সংখ্যা

দ্বন্দ্ব নয়, মেলবন্ধন

উৎসব আর প্রতিবাদ যেন দুই পক্ষ। একপক্ষ উৎসবে ডুবে যেতে চায়। ডুবিয়ে দিতে চায়। সেই উৎসব প্রতিবাদহীন। অন্যায় জেনে বা দেখে সেই উৎসব নিরুত্তাপ। আরেক পক্ষ শুধুই প্রতিবাদে আছে। প্রতিবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য তাদের। যে প্রতিবাদে উৎসবের ঠাঁই নেই। বরং ঘৃণা আছে। যিনি বা যাঁরা উৎসবমুখী, তাঁকে বা তাঁদের স্থান দেওয়া হচ্ছে শত্রু শিবিরে।

ধর্মীয় বিশ্বাসে অশুভ নিধনের সময় এখন। শুভকে প্রতিষ্ঠার আরাধনা। দেবীশক্তির বন্দনার আবহ চৌদিকে। অথচ চারদিকে কত অশুভ! দেবীশক্তির অমর্যাদার শেষ নেই। শুভকে প্রতিষ্ঠা, নারীর মর্যাদা যেন চ্যালেঞ্জ এই শরতে। পৃথিবী রোজ রক্তে স্নান করছে। গাজা, লেবানন, ইরান, ইয়েমেন, ইজরায়েল যেন বধ্যভূমি। মানুষের লাশের স্তূপ নিত্য উঁচু হচ্ছে। চোখের আড়ালে আরও কত নিধন। মায়ানমারে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বলপ্রয়োগ অসহনীয় পরিবেশ তৈরি করছে। প্রাণ সেখানে প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চিত।

বাংলাদেশে নাকি রক্তপাতহীন গণ অভ্যুত্থান ঘটেছে। অথচ সেই পালাবদলের আগে ও পরে হিংসার বিরাম নেই। বিরুদ্ধপক্ষ মানেই তাঁর বা তাঁদের জীবন নিয়ে নৃশংস খেলা চলছে। পদ্মা-যমুনার স্রোতে অনেক রক্ত বয়ে যাচ্ছে। তারপরেও উৎসব শিবির গাইছে। '...অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি, গঙ্গা, বইছো কেন...'! এই শিবিরের কাছে প্রতিবাদ বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুজো, মেলা, খেলার শত আয়োজন।

বাঙালির প্রিয় দুর্গোৎসবে মানুষের যোগদান স্বাভাবিক ঘটনা। ষষ্ঠীর আগেই পৃথিবীর যেখানে যত বাঙালি, সবাই উৎসব 'মোড'-এ চলে গিয়েছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই। জীবনের পথে পথে উৎসবের বাঁক থাকে। যেখানে মানুষ জিরিয়ে নেন। ক্লান্তি দূর করেন। নতুন করে অক্সিজেন নেন। তারপর নতুন উদ্যমে চলা শুরু করেন। সেই উৎসবকে ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা কোনও শক্তির নেই। তার মানে কিন্তু অন্যায়কে ভুলে যাওয়া নয়। অশুভকে নিধনের লক্ষ্যচ্যুতি নয়।

শুধুই উৎসবের সওয়ালকারীদের বিপরীত পক্ষের প্রচারে মনে হয়, উৎসব যেন মহাপাপ। তাতে অংশ নিলে প্রতিবাদ ফিকে হয়ে যাবে। পাপের ঘড়া পূর্ণ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। উৎসবের অবধারিত, অমোঘ আকর্ষণ আছে। যাকে উপেক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। প্রতিবাদ শিবিরের কেউ কেউ তাতে জড়িয়ে পড়ে। তখন গেল গেল রব ওঠে। উৎসবের সময় প্রতিবাদীদের নানা আয়োজন থাকে। তাতে আবার দ্বিচারিতার অভিযোগ ওঠে।

আমরা ভুলে যাই, উৎসব ও প্রতিবাদের মধ্যে বিরোধ নেই। বিশেষ করে শারদীয়া উৎসব তো প্রতিবাদেরই উদযাপন। অসুররূপী অশুভকে সমাজ থেকে বিতাড়নের শপথগ্রহণ। দেবীশক্তির আরাধনায় নারীশক্তিকে রক্ষার সচেতনতার বার্তা থাকে। সেই বার্তাকে ছড়িয়ে দিতে উৎসবই যে উপযুক্ত সময়। দেবীর বন্দনা আর মানুষরূপী দেবীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রয়াসের মধ্যে কোনও বৈপরীত্য নেই। নারীর সম্মান ভূলুণ্ঠিত করার চেষ্টার প্রতিরোধ তো আসলে মাতৃশক্তির পুজো।

প্রতিবাদের নামে সেই পুজো থেকে কাউকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্যোগটাই বরং ভয়ংকর পাপ। পৃথিবীজুড়ে ক্ষমতার আস্ফালন চলছে। পরিণামে রক্তের স্রোত নামছে দেশে দেশে। এই নৃশংসতার প্রতিবাদের সঙ্গে অশুভ শক্তি বিনাশ জড়িয়ে দিতে আপত্তি কী! আরজি কর মেডিকেলের তরুণী চিকিৎসক, কুলতলির নাবালিকাকে খুন-ধর্ষণ কিংবা উত্তরবঙ্গের গত কয়েকদিনে কত কত ধর্ষণ-শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করতে উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার অর্থ স্বাভাবিকতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

উৎসব ও প্রতিবাদকে আলাদা করার চেষ্টার মধ্যে স্বাভাবিকতা নেই। আছে দুই শিবিরের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। সেই দ্বন্দ্বের উৎস ক্ষমতা, সেই দ্বন্দ্বের প্রেরণা ভোট রাজনীতি। দ্বন্দ্ব নয়, বরং উৎসব-প্রতিবাদের মেলবন্ধন প্রয়োজন।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই এক-মাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

আলোচিত

বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের মধ্যে রোমান্টিক বা বৈবাহিক সম্পর্ক কেন টিকছে না? মিলন থাকলে বিচ্ছেদ থাকে, এর নতুন কিছু নয়। কিন্তু দুই দেশের মানুষের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় হলে অসাম্প্রদায়িকতার নিদর্শন চমৎকার হতে পারত।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল

তামিলনাড়ুর মাদুক্কুরে একটি দোকানে নিষিদ্ধ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রির তদন্তে গিয়েছিলেন সাব-ইনস্পেকটর জীবনানন্দম। প্রবীণ দোকানদার অভিযোগ অস্বীকার করেন। বৃদ্ধকে চড় মারেন পুলিশ আধিকারিক। ভিডিও ভাইরাল হতেই জীবনানন্দমের ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আজ

১৯২৯

শিল্পী সুধীন দাশগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৭

বিপ্লবী চে গেভারা প্রয়াত হন আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

শিব ব্রহ্মাকেই উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আপনিই তাকে বরদান করে বাড়িয়ে তুলেছেন। আবার বলেছেন, সে পুরুষবধ্য নয়। এক নারীর হাতেই তার মৃত্যু হবে। তা সে নারী কোথায় পাব! আমার স্ত্রী কিংবা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে তো এই যুদ্ধ হবে না।

মধুমদ্য পান করে দেবী চণ্ডীর চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ভগবদ্গীতায় 'যদা যদা হি ধর্মস্য' নামে একটি প্রাবাদিক শ্লোক আছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'যখন যখন ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হবে, তখন তখনই আমি আবির্ভূত হব'— এই রকম একটি প্রতিজ্ঞা ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত বিখ্যাত দুর্গাসপ্তশতীর মধ্যেও ভগবতী মহামায়ার অনুরূপ একটি প্রতিজ্ঞা আছে এই মর্মে যে, যখন যখনই অসুর-দানবেরা শুভশক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণ হয়ে শত্রু বিনাশ করব— ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।/ তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।

বস্তুত, এই প্রতিজ্ঞাত সত্য প্রকট করার জন্যই সেই মহাশক্তি ভক্তানুগ্রহে এবং শিষ্টপালনের জন্য নানারূপে আবির্ভূত হন। ভগবতী চণ্ডী সেই রকমই এক দেবীরূপ, যিনি মহিষাসুর বধের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কীভাবে দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকার আবির্ভাব ঘটল, তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিবরণ আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক অধ্যায়গুলিতে। লক্ষণীয়, মহিষাসুর বধের জন্য চণ্ডীর আবির্ভাবের আগে সপ্তশতী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে সুরথ রাজা এবং সমাধি বৈশ্য নিজেদের আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বনে এসেছেন এবং তারপর সেখানে এসে সেই আত্মীয়স্বজনের জন্যই দুঃখ পেতে থাকলেন। এই অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে মেধস মুনির দেখা হয়। তিনি তাঁদের জগন্মোহিনী মহামায়ার তত্ত্ব বুঝিয়ে বলেন। বুঝিয়ে বলেন সৃষ্টির আদিস্থিত সেই পরমা প্রকৃতির কথা। অবশেষে সেই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি থেকে যেভাবে ব্রহ্মার সৃষ্টি হল, সেই প্রসঙ্গে যোগনিদ্রায় শায়িত নারায়ণের নাভিকমল থেকে জন্মানো ব্রহ্মা এবং তাঁকে বধ করার জন্য উদ্যত মধু-কৈটভ নামে দুই অসুরের নিধন করার কথা এল। এই খানেই ভগবান ব্রহ্মার একটা স্তুতি আছে এবং সেই স্তুতি কিন্তু যোগনিদ্রার উদ্দেশে। এই যোগনিদ্রাই কিন্তু সেই মহাপ্রকৃতি, তিনিই সেই পরাশক্তি মহামায়া অথবা যোগমায়া। তাঁর অনন্ত বিভূতির মধ্যে যেমন জগন্মোহিনী মায়ার ভূমিকা আছে আবার তিনি পরমা শক্তিরূপে জগতের যোগক্ষেম বহন। আবার তাঁর আত্মস্বরূপ যদি চিনতে পারে কেউ তাহলে তার মুক্তির পথ তৈরি হবে।

সম্পূর্ণ প্রথম অধ্যায়জুড়ে এই মহাপ্রকৃতি-মহাশক্তির স্বরূপ বর্ণনা করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই মহাশক্তির অপার প্রভাব বলতে আরম্ভ করলেন। ঠিক এখানেই চণ্ডীর প্রসঙ্গ আরম্ভ হল। চণ্ডীর উদ্ভবের কাহিনীটা সেখানে এইরকম— দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে একশো বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে অসুরদের অধিপতি ছিলেন মহিষাসুর এবং দেবতাদের অধীশ্বর ছিলেন ইন্দ্র। স্বর্গের আধিপত্যকে কেন্দ্র করে দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ চলেছিল এক বছর। সেই যুদ্ধে অসুরদের কাছে দেবতারা পরাজিত হয়েছিলেন এবং মহিষাসুর স্বর্গে ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন।

পরাজিত দেবতারা এবার সকলে মিলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তারপর ব্রহ্মাকে সামনে রেখে উপস্থিত হলেন মহাদেব এবং বিষ্ণুর কাছে। দেবতাদের কাছে মহিষাসুরের অত্যাচারের কথা শুনে ভগবান শ্রীহরি, ব্রহ্মা এবং শঙ্কর মহাদেবের চক্ষু দুটি ক্রোধে কুটিল হয়ে উঠল এবং তাঁদের ক্রোধপূর্ণ বদনমণ্ডল থেকে বেরিয়ে এল মহাতেজ— ততো'তিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।/ নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।।

ইন্দ্র ইত্যাদি অন্য দেবতাদের শরীর থেকেও একইসঙ্গে তেজ নির্গত হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের তেজঃপুঞ্জের সঙ্গে মিলিত হল। সেই তেজঃপুঞ্জ এক জ্বলন্ত পর্বতের মতো দেখতে লাগল। সমস্ত দেবতার সম্মিলিত সেই তেজ থেকেই এক অপূর্ব নারীরূপ তৈরি হল।

শিবের তেজে তৈরি হল দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা ও উরূ, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হয়েছিল। অন্য দেবতাদেরও তেজ দেবীর অবয়ব গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তখন দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র, ভূষণ ও বাহনের দ্বারা দেবীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদগণ ধনু ও বাণপূর্ণ তূণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম দিলেন দণ্ড, হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন হিসাবে সিংহকে আর রত্নও তাঁকে দিলেন সাজসজ্জার জন্য, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্যসমস্তরোমকূপেনিজরশ্মিছড়িয়েদিলেন,কালদিলেন খড়্গ ও চর্ম অর্থাৎ ঢাল। এইভাবে দেবতারা সকলেই দেবীর আবির্ভাবে সহায়তা করেছিলেন। মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটল সকল দেবতার শক্তি বা তেজের সমবায়ে। এই মহাশক্তি দেবী চণ্ডী বা চণ্ডিকা। সিংহস্কন্ধে আরোহণ করে দেবতাদের পরম শত্রু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন দেবী চণ্ডিকা। মহিষাসুরের সৈন্য-সেনাপতি অনেক, অন্যদিকে দেবী চণ্ডী একাকিনী। দেবীর নিঃশ্বাস থেকে শত-সহস্র গণের আবির্ভাব ঘটল, তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিষাসুরের সৈন্যদের ওপর। দেবী চণ্ডী এবং তাঁর সহায়ক গণের সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। মহিষাসুরের সেনাপতিরা চিক্ষুর, চামর, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ ইত্যাদি অসুরদের সৈন্যদল দেবীর ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকল। দেবী চণ্ডী তাঁদের সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করে অসুর সৈন্যদের মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করতে লাগলেন ঠিক যেমন দাবাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে অরণ্যের

মধ্যে সেইভাবে। দেবীর নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে গণসৈন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তারা কুঠার, অসি এবং নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে অসুরসৈন্য বধ করতে লাগল। দেবী চণ্ডিকা নিজে ত্রিশূল, গদা এবং খড়্গ নিয়ে অসুরবধে প্রবৃত্ত হলেন। দেবীর বাহন সিংহও অসুর সংহারে সহায়তা করতে লাগল। এবার দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতি চিক্ষুর।

চিক্ষুর যুদ্ধে এসেই জলধারার মতো শরবর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন দেবী চণ্ডীর ওপর। তার শরবর্ষণ প্রতিহত করে দেবী নিজনিক্ষিপ্ত শরে চিক্ষুরাসুরের অশ্ব এবং সারথিকে বধ করলেন। চিক্ষুর বাণাহত অবস্থায় রথ থেকে নেমে খড়্গ আর ত্রিশূল নিয়ে ধেয়ে গেল চণ্ডীর দিকে। তার খড়্গ আর ত্রিশূলে কোনও কাজ হল না। বরং দেবীর ত্রিশূলে তার প্রাণান্ত হল। একে একে মহিষাসুরের অন্য সেনাপতিরাও যুদ্ধে নিহত হলে মহিষাসুর স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

এক মহিষের রূপ ধারণ করে মহিষাসুর দেবীর গণসৈন্যদের মনে রীতিমতো ভয় ধরিয়ে দিলেন। কাউকে মুখ দিয়ে, কাউকে খুর দিয়ে, কাউকে বা শিং দিয়ে পরপর আঘাত করতে লাগলেন মহিষাসুর। সমস্ত রণস্থলে সেই অসুর-মহিষ এমন বেগে বিচরণ করতে লাগল যে সকলেই ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। মহিষরূপী অসুর প্রথমে দেবীর সিংহকে আক্রমণ করলেন এবং তারপর শিং আর খুরের আঘাতে সব তছনছ করে দিলেন মহিষাসুর। দেবী চণ্ডী এবার সেই মহিষকে বধ করার জন্য পাশ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু পাশবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে মায়াবী মহিষাসুর এক সিংহের রূপ ধরে পালিয়ে গেলেন। আবার যুদ্ধে ফিরলেন তিনি। দেবী তাঁকে খড়্গ দিয়ে মারতে গিয়ে দেখোলেন মায়াবী অসুর ততক্ষণে এক খড়্গপাণি পুরুষের চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। চণ্ডী তাঁর ওপর শরনিক্ষেপ করলে সেই পুরুষ এক হাতিতে রূপান্তরিত হল এবং হস্ত্যাকৃতি অসুর এবার তাঁর শুঁড়ের ওপর খড়্গাঘাত করতেই অসুর আবার প্রথম আকৃতিতে ফিরে এসে মহিষের রূপ ধারণ করলেন।

মহিষাসুর ঘোর গর্জনে যুদ্ধলিপ্সু হয়ে দেবী চণ্ডীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেই তিনি শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং মহিষাসুরকে বললেন— তুই যত পারিস গর্জন কর। আমি এই মধুমদ্যের পাত্রটি শেষ করেই আসছি। এরপর যখন তোকে মারব, তখন দেবতারা এখানে গর্জন করবেন— গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।/ ময়া ত্বয়ি হতে' ত্রৈব গর্জিষ্যন্ত্যাশু দেবতাঃ।। মধুমদ্য পান করে দেবী চণ্ডীর চক্ষু আরক্ত হয়ে উঠল। পরিপূর্ণ ক্রোধে তিনি মহিষের কণ্ঠে পা দিয়ে বিচলিত করে বক্ষে শূলাঘাত করলেন। মহিষের কণ্ঠদেশ থেকে এবার বেরিয়ে এল এক পুরুষমূর্তি, কিন্তু পুরোপুরি নয়, সে পুরুষ অর্ধনিষ্ক্রান্ত হতেই শানিত তরবারির আঘাতে দেবী তাঁর শিরচ্ছেদ করলেন। মহিষাসুর মারা গেলেন। দেবী চণ্ডীর হাতে মৃত্যুবরণ করায় মহিষাসুর সাযুজ্য মুক্তি লাভ করলেন এবং পেলেন অমরত্ব। লক্ষণীয়, এখনও দেবী মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর পুজোর পরে মহিষাসুরও পুজো এবং ভোগ-নৈবেদ্য লাভ করেন।

মহিষাসুর নিহত হলে দেবতারা যে স্তব করেন, সেই স্তব আজও উচ্চারণ করি আমরা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে চণ্ডীর বর্ণনা আমরা পেয়েছি, সেখানে খুব লক্ষণীয় একটা ব্যাপার হল এই যে, এই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা সমস্ত দেবতেজসম্ভবা চণ্ডী। তিনি এখানে শিবজায়া শিবানীও নন, হিমালয়ের কন্যা উমাও নন। দেবীভাগবত পুরাণে মহিষাসুর বধের জন্য দেবতারা যখন ব্রহ্মাকে নিয়ে শিবের কাছে এসেছিলেন, তখন শিব ব্রহ্মাকেই উদ্দেশ করে বলেছিলেন, --আপনিই তাকে বরদান করে বাড়িয়ে তুলেছেন। আবার বলেছেন, --সে পুরুষবধ্য নয়। এক নারীর হাতেই তার মৃত্যু হবে। তা সে নারী কোথায় পাব! আমার স্ত্রী কিংবা আপনার স্ত্রীকে দিয়ে তো এই যুদ্ধ হবে না।

ব্রহ্মার এই বিসদৃশ বরদানের ঘটনা এবং শিবের বক্তব্য এবার দেবতারা নিবেদন করলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে এবং সমস্যার সমাধান চেয়ে বললেন— কোথায় পাব এই রকম এক নারী, যে এই মায়াবী অসুরটাকে মারবে? কে মারতে পারে তাকে— আমাদের উমা হৈমবতী, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী— কে পারে! বিষ্ণু সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন, আজ সমস্ত দেবতার তেজ এবং রূপসম্পদ দিয়ে সুন্দরী নারী তৈরি হবে, সেই নারী এই অসুরকে বধ করবে।

তিনিই চণ্ডী, তিনিই দুর্গা।

জনমত

ঢাকিদের ভালো থাকার রসদ পুজোয়

শরৎ মানে প্রকৃতিতে যেমন কাশফুলের সমারোহ, শরৎ মানে আকাশে নীলাভ মেঘের ঘটা আর শরৎ মানেই দেবীর আগমনীর সুর। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো, যেন ক্যালেন্ডারের পাতায় প্রতীক্ষার দিন গোনা। 'মা আসছেন'- নামটির মধ্যে যেন এক গভীর আবেগ জড়িয়ে আছে।

প্রতিবছর পুজোর এই দিনগুলোর জন্যে অপেক্ষায় থাকেন ঢাকিরা। তাঁরা করজোড়ে আজও বলেন, 'এই তো মা আসছেন'! সারাবছর প্রতীক্ষায় থাকেন এই বিশেষ দিনগুলির জন্য, যেন পুজোর দিনগুলোতে ঢাকিপাড়ার নিস্তব্ধতা সাময়িক কেটে যায়।

পঞ্চমী থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত প্যান্ডেলে চলে তাঁদের ঢাক বাজানো। পুজো মানেই তাঁদের কাছে আশার আলো, সারাবছর ভালো থাকার রসদ। অনেক ঢাকি এই সময় বাড়তি রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন। এবারও হয়তো অনেকেই গিয়েছেন। সবার পুজো ভালো কাটুক।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

চারদিকে প্রতিযোগিতার আবহ

তুলো তুলো কাশফুল আর টেডি বেয়ারের মতন মেঘ আশ্বিনের শুরুতেই জানিয়ে দেয় পুজো আসছে। শতশত সমস্যার মাঝেও একটা ভালোলাগা কাজ করে। আমি মফস্সলের মেয়ে। আমার ছোটবেলায় পুজো আর অমিতকুমারের বাংলা আধুনিক গান যেন সমার্থক ছিল। এখনও সাগরিকা অ্যালবামের গান কানে এলে মনে হয়, পুজো চলে এসেছে।

আগে পুজোর সময়ের অনুভূতিগুলোর মধ্যে একটা সাম্য ছিল। অর্থাৎ দেখতাম আমার মনের ভাব আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলে যেত। পুজোর ওই চারটে দিন বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনও জায়গায় চলে যাওয়ার কথা মাথাতেই আসত না। অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাওয়া, মণ্ডপে বসে থাকা মা-কাকিমা-দিদাদের নতুন শাড়ি থেকে লেবেলটা সযত্নে উঠিয়ে দেওয়া, টের পেয়েই তাঁদের তৃপ্তির হাসি আর গাল ছুঁয়ে একটু আদর করে দেওয়া। দশমীর দিন মা'র সঙ্গে পুজোমণ্ডপে সিঁদুর ছোঁয়াতে যাওয়া আর ওই দিন মা-কাকিমার আহ্লাদে গদগদ মুখখানা দেখতে কী যে ভালো লাগত! তার সঙ্গে বাড়তি পাওনা ছিল সিঁদুর লাগানো সন্দেশ বা লাড্ডু খাওয়া। তখন অবশ্য কার্তিক ঠাকুর বা অসুরকে মনের আনন্দে সিঁদুর লাগাতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, যা এখন দেখে প্রচণ্ড হাসি পায়। অসুর বেচারার মুখে গোঁজা গাদা গাদা লাড্ডু দেখেও আমার খুব হাসি পায়।

এখন পুজো মানেই যেন এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা। প্রচণ্ড ভিড়, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে ফোটো তোলার হিড়িক, ইচ্ছে না থাকলেও জোর করে মেলার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ বা প্রস্থানের পথ, যেতে হবেই। মেলা তোমাকে দেখতে হবেই। এ যেন ইচ্ছের প্রতিকূলে যাত্রা করা। এসব থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য চারটে দিন বাইরে কোথাও ঘুরতে চলে যাওয়াটাই নিরীহ বাঙালির কাছে এখন বিকল্প উপায় বলে বিবেচিত হচ্ছে।

যাইহোক তবু মা আসছেন। মা'র উপস্থিতির আলাদাই একটা মহিমা ও মর্যাদা আছে। মনের যত গভীর ইচ্ছা, অভাব-অভিযোগ মায়ের ওই চোখের দিকে তাকিয়ে বলে যাওয়া। মা ছাড়া আর কাকে বলবে তাঁর সন্তানরা!

শুভশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

স্তোত্রে মিশে যাক স্লোগান

এই অস্থির সময়ের সন্ধিক্ষণে এবারের অকালবোধন। একদিকে বিচার প্রয়োজন, অন্যদিকে আচার

আয়োজন। ট্রোলিংসর্বস্ব নেটিজেন পাড়ায় ইতিউতি ভেসে থাকার মাঝে একটি শিউলির আত্মকথা জানে, শরৎকাল আসলে বিয়োজিত আবেগ। অশুভ শক্তির বিনাশকালে আমাদের এখন মা-কেই প্রয়োজন।

স্তোত্রে মিশে যাক স্লোগান। পঞ্চপ্রদীপে জ্বলুক ভেতরের আগুন। এবারের পুজো একদম অন্যরকম। অদ্ভুত এক সময় যেখানে শিশির ব্রাত্য, পুজোর গান বলতে আলাদা কিছু নেই। বনেদিয়ানা ছলকে ওঠা পানশালার অন্ধকারে, ক্যামেরার শাটারে স্মৃতির বদলে শো অফ। কাশফুল মনের ভেতর আলাদা কোনও অনুভূতি তুলে ধরতে ব্যর্থ। পাটভাঙা জামার পরিপাটিতে বিষণ্ণতার গোটানো হাত। আনন্দ যেটা হওয়ার কথা সেটা আসলেই নেই।

তবু বাড়ি ফিরে কিশোর বালকের যেমন মায়ের উপস্থিতি চাই- এই চারটে দিনও ঠিক তেমনি। উৎসবের ব্যঞ্জনাকে সম্মান দিয়ে চারটে গরিব লোকের মুখে হাসি ফুটুক- এটুকুই চাওয়া। বেলুনওয়ালার সুতো ছুঁয়ে যাক শিশুর সারল্য। ফাস্ট ফুডের দোকানে ভিড় বাড়ুক প্রথম প্রেমিক দলের। সেই প্রশ্নটা সকলের শৈশব ঘিরে জেগে থাকুক যে- 'ক'টা ঠাকুর দেখা হল?' ঢাকের আওয়াজে ধরা পড়ুক আর্তনাদ। জনস্রোত ভাঙুক মিছিলে। প্রতিবাদ লেখা হোক প্যান্ডেলে। নৃশংসতাকে হারিয়ে শেষ হাসি না হাসা অবধি এই ভালো থাকার লড়াই।

গৃহবন্দি কনসেপ্টের বাইরে দাঁড়িয়ে আউট অফ দ্য বক্স একটু কিছু- এই ধরুন ভয়কে দিলেন খানিক বিসর্জন। উমার জেগে ওঠার আগে আরেকবার মানুষ হয়ে বেঁচে ওঠা। মানবতার সেলিব্রেশনে মায়ের আগমন। মা সকলকে ভালো রাখুক, একটা সুস্থ সমাজ ফুটে উঠুক মানসচিত্রে।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫৯

পাশাপাশি : ২। সব দেবী ও দেবতার মা ৫। জলাশয় বা ভেড়ি ৬। সুরলোকের সুন্দরী ৮। যেসব শস্যে মূল খাওয়া হয় ৯। গাছের পাতা ১১। পুরুষের স্বভাব ১৩। মেয়েদের হাতের গয়না, বালা বা কঙ্কন ১৪। মহেশ্বর শিবের প্রিয় যে দেবী।

উপর-নীচ : ১। সব দেবীর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ ও মহান ২। একের অধিক দুইয়ের কম ৩। সম্মানীয় মুসলিম ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির সমাধিক্ষেত্র ৪। অষ্টনায়িকাদের একজন ৬। যে দৈত্য বধের জন্য তিলোত্তমার সৃষ্টি ৭। মূল্যবান ধাতু ৮। পাপ বা দোষ ৯। নিজের লোক নয় ১০। তিন চোখের দেবী ১১। চ্যবন ঋষির মা ১২। শিকে সেঁকা মাংসের পদ ১৩। জাহাজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

সমাধান ■ ৩৯৫৮

পাশাপাশি : ১। মহাশ্বেতা ৩। সুলভ ৫। দানবদলনী ৬। বীজন ৭। নায়িকা ৯। বাহনকেশরী ১২। বলদ ১৩। কপালিনী।

উপর-নীচ : ১। মহাদেবী ২। তার্পিন ৩। সুখদ ৪। ভবানী ৫। দান ৭। নারী ৮। কাত্যায়নী ৯। বাসব ১০। ননদ ১১। শম্বুক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ভূস্বর্গে ক্ষমতায় এনসি-কংগ্রেস

জম্মুতে বিজেপির জয়জয়কার উপত্যকায় ধরাশায়ী পিডিপি

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর : ২০১৪-র পর '২৪। এক দশকে একাধিক পটপরিবর্তনের সাক্ষী জম্মু ও কাশ্মীর। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ, বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা খারিজ, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, লাদাখের বিচ্ছেদ... তালিকাটা ছোট নয়। তবে মঙ্গলবার প্রকাশিত বিধানসভা ভোটের ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক মেরুকরণের সেই চেনা ছবিটাই ফের সামনে এল। ১০ বছর আগের মতোই জম্মুতে দেখা গেল বিজেপির অবিসংবাদী দাপট। আর উপত্যকায় লড়াই সীমাবদ্ধ রইল ইন্ডিয়া জোটের দুই যুযুধান শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (পিডিপি) মধ্যে।

কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতির পিডিপিকে ধরাশায়ী করে নিজেদের শক্তি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে ফারুক-ওমর আবদুল্লার এনসি। তাদের হাত ধরে কিছু আসনে জয় পেয়েছে কংগ্রেসও। জম্মুতে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের ফল শোচনীয়। আবার ভোট শতাংশ বাড়লেও কাশ্মীর থেকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে বিজেপিকে। নির্বাচন কমিশনের হিসাব বলছে, ৯০ আসনের জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ৪১টি আসনে এগিয়ে বা জয়ী হয়েছেন এনসি প্রার্থীরা। জোট সঙ্গী কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে ৭টি আসন। বিজেপি জিতছে ২৯টি কেন্দ্রে। পিডিপি বিধায়কের সংখ্যা ৪-এ নেমে এসেছে। কুলগাঁওয়ে পঞ্চমবার জয়ী হয়েছেন সিপিএম নেতা ইউসুফ তারিগামি। ছোট দল এবং নির্দলদের দখলে গিয়েছে ৭টি আসন। ডোডায় জিতে চমক দিয়েছেন আপ প্রার্থী মেহরাজ মালিক। দাগ কাটতে পারেনি ইঞ্জিনিয়ার রসিদ এবং গুলাম নবি আজাদের দল।

এদিন গণনা শেষ হওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পুত্র ওমরের নাম ঘোষণা করে দেন ফারুক আবদুল্লা। তিনি বলেন, 'মানুষ ওমর আবদুল্লার পক্ষে রায় দিয়েছে। ওমরই এবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কাশ্মীরবাসী যে বিজেপির নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোটের ফলে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা গান্ডেরবাল ও বাদগাম থেকে লড়াই করে ২টিতেই জয়ী হয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ কাশ্মীরের সব জেলাতেই বিপুল ভোট পেয়েছেন এনসি ও কংগ্রেস প্রার্থীরা। গত বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসা পিডিপি এবার প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। শ্রীগুফওয়াড়া-বিজবেহরা কেন্দ্রে এনসি প্রার্থীর কাছে হেরেছেন মেহবুবা-কন্যা ইলতিজা মুফতি। ২০১৪-র বিধানসভা ভোটের পর বিজেপির সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন মেহবুবা। এবারের নির্বাচনে কাশ্মীরে পিডিপিকে যার খেসারত দিতে হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেখানে পিডিপির ভোটের সিংহভাগ এনসির ঝুলিতে গিয়েছে।

ফল ঘোষণার পর মেহবুবা বলেন, 'কাশ্মীরে কারা এনসির বিরুদ্ধে লড়েছে? একমাত্র পিডিপি। আসন কমলেও কেউ আমাদের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারবে না।' ওমর আবদুল্লার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, '৫ বছর ধরে এনসিকে ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু যারা সেই চেষ্টা করেছে এবার তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' কেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন, আমরা জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেব। তিনি বলেননি যে একমাত্র বিজেপি ক্ষমতায় এলেই রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবে।'

আসন কম পেলেও বিজেপির জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠনের জন্য ঝাঁপানোর সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পর্যবেক্ষকদের মতে, ৯০ আসনে ভোটের নিরিখে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় জাদু সংখ্যা ৪৬। এনসি, কংগ্রেস, সিপিএমের মোট আসন ৪৯। কিন্তু লেফটেন্যান্ট গভর্নর ৫ মনোনীত বিধায়কের নাম ঘোষণার পর জাদু সংখ্যা হয়ে যাবে ৪৮।

সেক্ষেত্রে বিজেপি, পিডিপি, ছোট দল ও নির্দলদের মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৭। তখন এনসি, কংগ্রেস বিধায়কদের একাংশকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করতে পারে বিজেপি। যদিও ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের পর আয়োজিত প্রথম বিধানসভা ভোটে জম্মু ও কাশ্মীরে যে এনসি-কংগ্রেসের পাল্লা ভারী তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

মানুষ ওমর আবদুল্লার পক্ষে রায় দিয়েছে। ওমরই এবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন। কাশ্মীরবাসী যে বিজেপির নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোটের ফলে সেটা স্পষ্ট।
- ফারুক আবদুল্লা

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমরা জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেব। তিনি বলেননি একমাত্র বিজেপি ক্ষমতায় এলেই রাজ্যের মর্যাদা ফেরানো হবে।
- ওমর আবদুল্লা

কাশ্মীরে কারা এনসির বিরুদ্ধে লড়েছে? একমাত্র পিডিপি। আসন কমলেও কেউ আমাদের শক্তিকে অস্বীকার করতে পারবে না।
- মেহবুবা মুফতি

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা

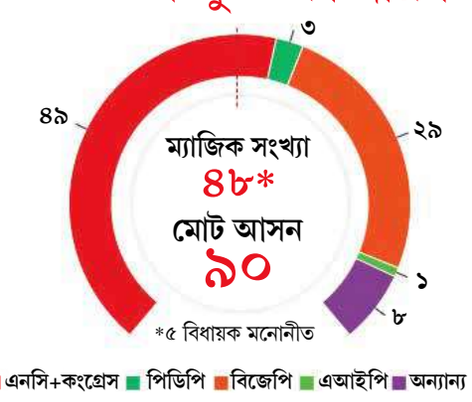

দল	জয়
এনসি+কংগ্রেস	৪৯
পিডিপি	৩
বিজেপি	২৯
এআইপি	১
অন্যান্য	৮

কংগ্রেস পরজীবী আক্রমণ মোদির

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের ফলাফলে মুষড়ে পড়া বিজেপিকে চাঙ্গা করল হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনাদেশ। যা দেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সহ দলের সর্বস্তরের সাধারণ কর্মী-সমর্থক রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। দলের ফলাফলে দৃশ্যতই সন্তুষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর কংগ্রেসকে পরজীবী দল বলে আক্রমণ করেছেন।

হরিয়ানায় বিজেপি প্রথম রাজনৈতিক দল যারা রাজ্যে সরকার গঠনে হ্যাটট্রিক করল। অপরদিকে ৩৭০ পরবর্তী জম্মু ও কাশ্মীরে এবার সরকার গঠন করতে না পারলেও বিজেপির আসনসংখ্যা বেড়ে ২৯ হয়েছে। ভোট শতাংশেও ব্যাপক বৃদ্ধি হয়েছে তাদের। সামনেই মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি বিধানসভা ভোট রয়েছে। ওই তিনটি বিধানসভা ভোটের আগে মঙ্গলবারের ফল যথেষ্ট অক্সিজেন দিয়েছে বিজেপির পালে। ফল ঘোষণার পর সন্ধ্যায় বিজেপির সদরদপ্তরে দলীয় কর্মীদের সম্বোধন করেন মোদি। সেখানে তাঁকে বিজয়ীর সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ঢাকঢোল বাজিয়ে, মিষ্টিমুখ করিয়ে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা উল্লাস করেন। রীতিমতো উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয় বিজেপির সদরদপ্তরে।

কংগ্রেস ও গান্ধি পরিবারকে বিঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস মিথ্যার বিষ ছড়াচ্ছে। যাঁরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্মের পর পাঁচতারা জীবনযাপন করেন তাঁরা জাতির নামে লড়াই করাচ্ছেন। দলিত, পিছড়েবর্গের ওপর সবথেকে বেশি অত্যাচার করেছে। কংগ্রেসের পরিবার দলিত, আদিবাসী, পিছড়েবর্গদের ঘৃণা করে। হরিয়ানায় দলিত, ওবিসিদের শরিক হতে দেননি। শাহি পরিবার সংরক্ষণ শেষ করে দিতে চায়।' মোদির তোপ, 'আজকের ফল থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেস আজ পরজীবী পার্টি হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস হরিয়ানায় একা লড়েছে। তাই ওরা হেরেছে। লোকসভায় সহযোগীদের কারণে ওরা জিতেছিল। কংগ্রেসের খারাপ ফলের দায় শরিকদের নিতে হয়েছে। ওরা শরিকদেরই গিলে ফেলে।' তিনি বলেন, 'দেশের

> আজকের ফল থেকে স্পষ্ট, কংগ্রেস আজ পরজীবী পার্টি হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস হরিয়ানায় একা লড়েছে। তাই ওরা হেরেছে।
> নরেন্দ্র মোদি

নির্বাচন কমিশন, সেনা, পুলিশ, আদালত সব প্রতিষ্ঠানের ওপর দাগ লাগাচ্ছে কংগ্রেস। ভারতের সংস্কৃতিকে অপমান করেছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে।'

হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরের সাফল্যের জন্য দলীয় কর্মী, সমর্থকদের সাধুবাদ দিয়ে মোদি বলেন, 'বিজেপির কাছে দেশ প্রথম। বিজেপির বিরুদ্ধে একটিও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। হরিয়ানায় মিথ্যাচারের ওপর বিকাশের রাজনীতির জয় হয়েছে। হরিয়ানায় ১৩টি নির্বাচনের মধ্যে রাজ্যের মানুষ ১০ বার পাঁচবছর অন্তর সরকার বদলে দিয়েছেন। এবার অভূতপূর্ব হয়েছে। প্রথমবার দুটি পূর্ণ মেয়াদ থাকা কোনও সরকারকে তৃতীয়বার সুযোগ পেল। আমাদের আসন, ভোট শতাংশ দুটোই বেশি পেয়েছি। বিজেপি বিশ্বের সবথেকে বড় দল নয়, সবথেকে বেশি মানুষের মনেও রয়েছে।' মোদির কটাক্ষ, 'দেশে বেশ কয়েকটি রাজ্য রয়েছে যেখানে ৫০-৬০ বছর আগে কংগ্রেস সরকার ছিল। কিন্তু এখন সেই সমস্ত রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে নো এন্ট্রি জানিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস ক্ষমতাকে নিজেদের জন্মগত অধিকার বলে মনে করে। জল ছাড়া মাছের অবস্থা হয় ওদের।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৩৭০ রদের পর কাশ্মীরে হিংসার আগুন জ্বলেনি। বরং অনেক সুন্দর হয়েছে। মানুষ রেকর্ড সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, কার্ফিউ থেকে বেরিয়ে এসেছে। কৃষক, মহিলা, গরিব এবং তরুণদের ওপর বিকাশ হচ্ছে। হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন হবে। ভারতের বিকাশ হবে।' এদিন অমিত শা বলেন, 'হরিয়ানার মানুষ রাহুল গান্ধিকে উচিত শিক্ষা দিয়েছেন।' নাড্ডার তোপ, 'কংগ্রেস মানেই দুর্নীতি, পরিবারতন্ত্র। কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে। হরিয়ানার মানুষ কংগ্রেসকে শিক্ষা দিয়েছে। হরিয়ানার কৃষক, মহিলা, তরুণ সবার পছন্দের দলের নাম বিজেপি।'

বিজেপির সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী। নয়াদিল্লি।

হরিয়ানা বিধানসভা

দল	জয়
বিজেপি	৪৮
কংগ্রেস	৩৭
আইএনএলডি	২
জেজেপি	০
অন্যান্য	৩

জম্মুতে খাতা খুলল আপ

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর : হরিয়ানা থেকে খালি হাতে ফিরতে হলেও জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা ভোটে চমক দিল আম আদমি পার্টি (আপ)। বিজেপির শক্তঘাঁটি জম্মুর ডোডা আসনে জয় পেয়েছেন আপের মেহরাজ মালিক। বিজেপির গজরাজ সিং রানাকে ৪,৫৩৮ ভোটে পরাজিত করেছেন তিনি। বর্তমানে দিল্লি, পঞ্জাবে ক্ষমতায় রয়েছে আপ। গুজরাট ও গোয়াতেও তাদের বিধায়ক রয়েছে। এবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভাতেও নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিল কেজরিওয়ালের দল। ডোডা জয়ের জন্য মেহরাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপিকে হারিয়ে ডোডায় বিপুল জয়ের জন্য আপ প্রার্থী মেহরাজ মালিককে শুভেচ্ছা জানাই। আপনি নির্বাচনে দারুণ লড়াই করেছেন।'

ভোটে শূন্য হাত জামাতের

শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর : দশ বছর পর জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে নিষিদ্ধ জামাত যোগ দিয়ে একটিও আসন ছিনিয়ে নিতে পারেনি। জামাত-ই-ইসলামি নির্দল হিসেবে প্রার্থী দিয়েছিল। তাতেও সুরাহা হল না। খাতা খুলতে পারল না। শুধু জামাত-ই-ইসলামি নয়, গুলামনবি আজাদের বহু চর্চিত ডেমোক্র্যাটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টিরও শূন্য হাত। আজাদের দলের একজনও জেতেনি।তবে ইঞ্জিনিয়ার রশিদের ভাই আওয়ামি ইত্তেহাদ পার্টির খুরশিদ আহমেদ শেখ ল্যাংগেট আসনে জয়ী হলেন।

সবচেয়ে ধনী মহিলা জয়ী

চণ্ডীগড়, ৮ অক্টোবর : দেশের সর্বাপেক্ষা ধনী মহিলা ও জিন্দাল পরিবারের কর্ত্রী সাবিত্রী জিন্দাল এবারও হরিয়ানার হিসার আসনে জয়ী হলেন। তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয় পেয়েছেন। এই নিয়ে তিনবার হিসারের জনতার রায় সাবিত্রী জিন্দালের পক্ষে গেল। তিনি বিজেপির কমল গুপ্তাকে হারিয়েছেন। হিসারে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন রামনিবাস রারা। শিল্পপতি নবীন জিন্দালের মা ৭৪ বছরের সাবিত্রী জয়ী হয়ে এক্স হ্যান্ডেলে হিসারের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পদার্থবিদ্যায় দুই বিজ্ঞানীকে নোবেল

স্টকহোম, ৮ অক্টোবর : চলতি বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন মার্কিন বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড এবং কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জিওফ্রে হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কারণে তাঁদের এই পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সুইডেনের স্টকহোম থেকে এবছরের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে

এআই গবেষণা

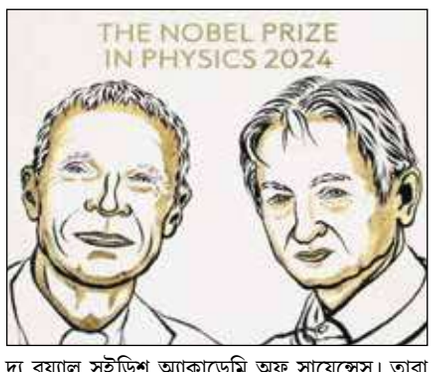

দ্য রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস। তারা জানিয়েছে, 'এবছর পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত দুই বিজ্ঞানী হপফিল্ড এবং হিন্টন পদার্থবিদ্যার সরঞ্জাম ব্যবহার করে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যা বর্তমানের শক্তিশালী মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ভিত্তি তৈরি করেছে। তাঁদের গবেষণা মেশিন লার্নিং ও এআই তথা কৃত্রিম মেধার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।'

অ্যাকাডেমির বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, হপফিল্ড এমন একটি গঠন বানিয়েছেন, যা তথ্য জমা করে রাখার পাশাপাশি আবার পুনর্গঠনও করতে পারে। আর হিন্টন এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যা স্বাধীনভাবে তথ্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারে। বর্তমানে ব্যবহৃত নিউরাল নেটওয়ার্কগুলির নেপথ্যে দুই বিজ্ঞানীর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

অ্যামাজনে মিলবে এনসিইআরটির বই

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : এবার থেকে বেসরকারি পুঁজিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এনসিইআরটি (জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ)-র পাঠ্যবই মিলবে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন-এ। শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সহজে এবং দ্রুত বইয়ের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কেন্দ্র এই উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, এনসিইআরটি এবং অ্যামাজনের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরে বসেই এনসিইআরটি-র বই পেয়ে যাবেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য হল এনসিইআরটির বইয়ের প্রকাশনা বাড়ানো এবং সেগুলি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্যোগের ফলে এবছর থেকে এনসিইআরটি তিনগুণ বেশি বই প্রকাশ করবে। নার্সারি থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সমস্ত শ্রেণির বই এবার থেকে পাওয়া যাবে অ্যামাজনে। এটি দেশের প্রায় ২০ হাজার পিন কোডে ঠিক সময়ে বই পৌঁছোনোর সুযোগ করে দেবে। প্রধানের কথায়, 'অ্যামাজন এবং এনসিইআরটির এই অংশীদারিত্ব কেন্দ্রের

তরফে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ব্যবস্থায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে।'

অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, নির্বাচন সংক্রান্ত শিক্ষা বা ভোটার শিক্ষা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ইতিমধ্যে এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

দুর্গাপুজোর ছুটি বাড়ল বাংলাদেশে

ঢাকা, ৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজোয় ছুটির মেয়াদ বাড়াল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মঙ্গলবার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে দুর্গাপুজোর সময় একদিন ছুটি দেওয়া হত। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই ছুটি বাড়িয়ে ২ দিন করা হয়। তবে হিন্দু সংগঠনগুলি ৪ দিন ছুটির দাবি জানিয়েছিল। সেই দাবি মেনে বৃহস্পতি ও শুক্রবারের পাশাপাশি শনি এবং রবিবারও দুর্গাপুজোর ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

৫ অগাস্টের পর ঘটা হিংসায় ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন আজাদ।

চড়ল বাজার

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : টানা ছয়দিন পতনের পর অবশেষে ঘুরে দাঁড়াল শেয়ার বাজার। ফের ২৫ হাজারে উঠে এল নিফটি। অন্যদিকে সেনসেক্সও ৮১৫০০-এর ওপরে বন্ধ হয়েছে। মঙ্গলবার হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের ভোট ফল দেখে ঘুরে দাঁড়ায় শেয়ার বাজারও। দিনের শেষে নিফটি ২১৭.৪০ (+০.৮৮ শতাংশ) পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ২৫০১৩.১৫ পয়েন্টে। একইভাবে ঊর্ধ্বমুখী ছিল আর এক সূচক সেনসেক্সও। ৫৮৪.৮১ পয়েন্ট উঠে সেনসেক্স থিতু হয়েছে ৮১৬৩৪.৮১ পয়েন্টে।

হেরে কমিশনকে দুষছে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : যত দোষ, নন্দ ঘোষের। হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে লাগাতার তিনবার পরাজিত হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের দিকেই যাবতীয় অভিযোগের আঙুল তুলেছে কংগ্রেস। যদিও সেই অভিযোগগুলির একটিও মানতে চায়নি নির্বাচন কমিশন। ফলস্বরূপ প্রশ্ন উঠেছে, কংগ্রেস কি নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই কমিশনকে ঢাল করছে? কারণ, কংগ্রেসের নেতানেত্রীরা তো বটেই, রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ধরেই নিয়েছিল, হরিয়ানায় এবার পালাবদল হচ্ছেই। সেরকম পূর্বাভাস দিয়েছিল বুথফেরত সমীক্ষাগুলিও। কিন্তু দিনের শেষে বিজয়ীর মুকুটের বদলে পরাজয়ের গ্লানি জুটেছে কংগ্রেসের।

এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের শীর্ষনেতাদের কেউই সাংবাদিক বৈঠকে আসেননি। তাঁদের বদলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দুই মুখপাত্র জয়রাম রমেশ এবং পবন খেরা। রমেশ বলেন, 'হরিয়ানার জনাদেশ অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্যজনক। আমরা কিছুতেই এই পরাজয় মেনে নিতে পারছি না।' পবন খেরার অভিযোগ, 'যে সমস্ত ইভিএমের ব্যাটারির চার্জ ৯৯ শতাংশ ছিল সেগুলিতে জিতেছে বিজেপি। কিন্তু যেখানে ব্যাটারির চার্জ কম ছিল সেগুলিতে কংগ্রেস জিতেছে। এটা অন্তত তিন-চারটি জেলায় ঘটেছে। এমনটা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না।' এদিন সকাল থেকেই হরিয়ানার বেশ কিছু আসনে গণনায় বিলম্বের অভিযোগ তোলে কংগ্রেস। সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হরিয়ানায় প্রতি রাউন্ড গণনার খবর ওয়েবসাইটে আপডেট করায় বিলম্বের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনকে চিঠিও লেখেন রমেশ। যদিও সেই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করে দেয় কমিশন। রমেশ জানিয়েছেন, আগামীকাল অথবা পরশু বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা।

হরিয়ানা

কিন্তু রমেশ যাই বলুন, হরিয়ানার কংগ্রেসের পরিস্থিতি ভিন্ন বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। একটি মত বলছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার সঙ্গে দলের দলিত নেত্রী কুমারী শৈলজার বিরোধ কংগ্রেসের হারের প্রধান কারণ। এদিন ফলপ্রকাশের পর শৈলজা বলেন, 'কংগ্রেস হাইকমান্ড হারের কারণগুলি খুঁজে দেখবে। কীভাবে দলের পুনরুজ্জীবন করা হবে সেই পরিকল্পনাও তৈরি করবে দল।'

হুডা চেয়েছিলেন জাঠ ভোটব্যাংককে কবজা করতে। কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গিয়ে অ-জাঠ এবং দলিত ভোট হাতছাড়া হয়েছে কংগ্রেসের। আর তাতেই বাজিমাত করেছে বিজেপি। জাঠবিরোধী ভোটব্যাংকের প্রায় পুরোটাই গিয়েছে বিজেপির পক্ষে। শৈলজা প্রচারে সেইভাবে না থাকায় সুবিধা হয় গেরুয়া শিবিরের। অথচ হরিয়ানার দলিতরা গোড়ায় কংগ্রেসের সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রচারকে সমর্থন করেছিলেন। হুডা তাঁর অনুগামীদের প্রার্থী করেছিলেন এবার। তাতে শৈলজা এবং রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা শিবিরের গোসা হয়েছিল। এর ফায়দা তুলেছে বিজেপি।

হুডা অবশ্য দাবি করেছেন, কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধভাবেই লড়েছে এবার। গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি জানিয়েছেন, বুধবার কংগ্রেস শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ভোট কাটাকুটিকেও অনেকে দায়ী করেছেন। এবার কংগ্রেসের সঙ্গে আপের জোটের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আসনবণ্টন ঘিরে সমস্যার জেরে সেই সম্ভাবনা ভেস্তে যায়। আপ নেতা সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, জোট হলে হরিয়ানার ফল অন্যরকম হত। আপ, বসপা, আইএনএলডির মতো দলগুলি বিজেপিবিরোধী ভোটব্যাংকে থাবা বসানোয় কংগ্রেসের ফল খারাপ হয়েছে।

'সত্যের জয়' জিতে হাসি ভিনেশের

চণ্ডীগড়, ৮ অক্টোবর : হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জিতলেন ভিনেশ ফোগট। তিনি বিজেপি প্রার্থী যোগেশ কুমারকে ৬,০১৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। জিন্দ জেলার এই আসনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল প্রার্থী সুরেন্দ্র লাথার।

জীবনের প্রথম নির্বাচনি যুদ্ধে জেতার পর ভিনেশ বলেন, 'সত্যের জয় হয়েছে। জুলানার মানুষ আমার ওপর গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁদের আস্থার মর্যাদা দেব। কাজ করব হরিয়ানার মানুষের জন্য। কুস্তির দুনিয়ায় আমাদের যে অপমান সহ্য করতে হয়েছে, পরবর্তী প্রজন্মকে যাতে তা না করতে হয়, সেটাও দেখব।'

ভিনেশের জয়ে উচ্ছ্বসিত আর এক কুস্তিগির কংগ্রেস নেতা বজরং পুনিয়া এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে 'ভারতকন্যা' সম্বোধন করে লেখেন, 'অজস্র অভিনন্দন। এই লড়াই নিছক জুলানা আসনের জন্য ছিল না। ভিনেশের লড়াই ছিল প্রবল শক্তিধর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে সে প্রথম রাউন্ডে জিতেছে।'

নির্বাচনে জিতে হাসিমুখে ভিনেশ ফোগট। আশীর্বাদ করছেন দলীয় কর্মীরাও।

ভিনেশের জয় নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি জাতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন প্রধান ব্রিজভূষণ শরণ সিং। তাঁর মন্তব্য, 'ভিনেশ জিতলেও কংগ্রেস হেরেছে। ভিনেশ যা ছোঁবেন, তা-ই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।'

অলিম্পিয়ান কুস্তিগির জিতলেও মঙ্গলবার ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত টানটান উত্তেজনা ছিল। প্রথম দিকে ভিনেশ এগিয়ে ছিলেন। বেলা গড়াতেই পিছিয়ে যান। খেলা ঘোরে নবম রাউন্ডে। ফের চার হাজার ভোটে এগোন তিনি। পঞ্চদশ তথা শেষ রাউন্ড পর্যন্ত তার হেরফের হয়নি। বিজেপিকে হারিয়ে জুলানায় শেষ হাসি হাসেন দঙ্গলকন্যা।

বাড়তি নিরাপত্তা রেল ও পুলিশের

উৎসবের সময় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উদ্যোগ

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৮ অক্টোবর : পুজোর দিনগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার জেলা পুলিশ এবং রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। কোচবিহারের চার শহরে র‍্যাফ নামানো হচ্ছে। তার সঙ্গে কোচবিহারের পাশাপাশি জেলার অন্য শহরগুলোতেও নারীদের নিরাপত্তা মজবুত করতে উইনার্স টিম নামানো হচ্ছে। সীমান্তে নজরদারি রাখতে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে পুলিশ। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আরপিএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট সিকিউরিটি কমিশনার সৌরভ দত্ত বলছেন, 'পুজোয় স্পেশাল নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়োজনে মালিগাঁও থেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী আনা হতে পারে।'

একইসঙ্গে অসম সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়াতে ধুবড়িতে কোচবিহার পুলিশের সঙ্গে ধুবড়ি পুলিশের বিশেষ বৈঠক হয়েছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সব বড় রেলস্টেশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হচ্ছে। থাকছে বিশেষ টিম। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দুত্যিমান ভট্টাচার্য বলছেন, 'বাইরে থেকে ৪০ জন র‍্যাফকে জেলায় আনা হয়েছে। তাদের কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা এবং তুফানগঞ্জ শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রাখা হবে। তার সঙ্গে অসমের দিকেরও নিরাপত্তা ঠিক রাখতে ধুবড়ি পুলিশের সঙ্গে কোচবিহার পুলিশের ট্রাফিক ডিএসপি এবং তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈঠক করেছেন।' সীমান্ত এলাকাগুলোও পরিদর্শন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

কী ব্যবস্থা

- কোচবিহারের চার শহরে র‍্যাফ নামছে
- নারীদের নিরাপত্তা মজবুত করতে উইনার্স টিম মোতায়েন
- সীমান্তে নজরদারি রাখতে বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ পুলিশের

বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার সপ্তমী থেকে এই ভিড় আরও বাড়বে। আর এর সুযোগে যাতে কোনও অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে, সেজন্য পুলিশ- প্রশাসন থেকে রেল কর্তৃপক্ষ, সকলেই তৎপর।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বড় রেলস্টেশন, যেমন নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, আলিপুরদুয়ার জংশন, হাসিমারা, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি সহ অন্যান্য রেলস্টেশনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বুধবার থেকে বড় রেলস্টেশনগুলোতে ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা হবে। এছাড়া, আরপিএফ এবং জিআরপি নিজেদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন। শুধু বড় স্টেশন নয়। রেলট্র্যাক, ট্রেন এবং রেলসেতুতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার থেকে কোচবিহারের সমস্ত শহরে বিকেল চারটে থেকে 'নো এন্ট্রি' জোন করা হয়েছে। শহরের ভিতর যান নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বেলা দুটো থেকে শহরে ভারী যান ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। শহরের চাপ কমাতে কোচবিহারের ছয়টি স্থানে বড় যানবাহন আটকানো হচ্ছে। অসম থেকে বহু মানুষ কোচবিহারে পুজো দেখতে আসেন। সেইসময় যাতে কোচবিহার-ধুবড়ি সড়কপথে নিরাপত্তায় কোনও খামতি না থাকে, সেটা দেখা হবে।

দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের ভিড়। ছবি : মৃণাল রানা

পর্যটনের ঢাকে কাঠি

আসছে পর্যটক, হাসছে পাহাড়

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : দুর্যোগের আশঙ্কা দূর। ভারী বর্ষণের সতর্কতা উড়িয়ে মনোরম হাওয়ার পূর্বাভাসও মিলছে। মেঘ-রোদের লুকোচুরির মাঝে কয়েকদিনের বিরতিতে হাসি ফিরেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। মহাপঞ্চমীর ভিড় দেখে হাসি ফিরছে পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীদের মুখেও। কেননা, পুজোকে কেন্দ্র করে শৈলরানিতে পা রাখা শুরু হয়েছে পর্যটকদের। সময়ের সঙ্গে কালো মাথার ভিড় আরও বাড়বে, নিশ্চিত পর্যটন মহল।

আস্তাবলে আর আটকে নেই ঘোড়াগুলি। সাতসকালেই ম্যালে হাজির সাদা-কালো, বিভিন্ন রংয়ের ঘোড়া। সময়ের সঙ্গে ম্যালে ভিড় বেড়েছে পর্যটকদের। সওয়ারি পেয়েছে ঘোড়াগুলি। শুরু হয়েছে মহাকাল মন্দিরের রোড ধরে রাজভবনকে ডানদিকে রেখে চক্কর। সকাল ডিঙিয়ে ঘড়ির কাঁটা যত দুপুরের দিকে গড়িয়েছে, মোটরস্ট্যান্ড, চকবাজার, চৌরাস্তায় বেড়েছে ভিড়। বাঙালি মুখের সংখ্যাই বেশি। ভিনরাজ্যের বাসিন্দারা যে একেবারে নেই, তা নয়। তবে অন্য বছরের তুলনায় অনেকটাই কম।

বিজনবাড়ি থেকে সিটং, লোলেগাঁও থেকে কোলাখাম, হোমস্টেগুলিতেও ভিড়টা মন্দ নয়। ষষ্ঠী থেকে দশমী, ভিড়টা আরও বাড়বে, মনে করছেন স্থানীয় হোমস্টেগুলির কর্ণধাররা। শুধু দার্জিলিং বা কালিম্পং নয়, দেরিতে হলেও কিছু মানুষ সিকিমমুখী হয়েছেন। কেউ রাবাংলা, কেউ আবার গ্যাংটকের পাশাপাশি পেলিং, নামচির মতো জায়গাগুলি বেছে নিয়েছেন।

দিনের পর দিন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল হয়ে থাকা, প্রবল বর্ষণ এবং পুজোর সময় দুর্যোগের আশঙ্কা, সবমিলিয়ে এবারের পুজো-পর্যটন কার্যত চলে গিয়েছিল খাদের কিনারায়। হোটেল বুকিংয়ের হার দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু পুজোয় পাহাড় থেকে কী দূরে থাকা যায়, বার্তা দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন পর্যটকরা। 'হয়তো গত কয়েক বছরের তুলনায় কম, কিন্তু যতটা খারাপ হবে ভাবা হয়েছিল, ততটা নয়', বললেন দার্জিলিং চকবাজারের ব্যবসায়ী সুরজ প্রধান।

এবছর ফ্লাইং ট্যুরিস্ট বেশি, বললেন কালিম্পং হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিদ্ধান্ত সুদ। তাঁর বক্তব্য, 'এদিন প্রচুর পর্যটক হোটেলে এসে ঘরের খোঁজ করেছেন। তাতে বোঝা যাচ্ছে বুকিং না করে আবহাওয়া এবং পাহাড় পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েই তাঁরা বেড়াতে এসেছেন।'

একই বক্তব্য পাওয়া গেল বিজনবাড়ির একটি হোমস্টের কর্ণধার প্রেক্ষা শর্মার কাছে। কোলাখাম হোমস্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনিল গুরুংয়ের বক্তব্য, 'সাধারণত বুক করেই পর্যটকরা বেড়াতে আসেন। কিন্তু এবছর অনেকেই বেড়াতে এসে ঘরের খোঁজ করছেন। আশা করছি বুধ-বৃহস্পতিবার আরও লোক আসবে।'

এখন নতুন করে কিছু বুকিং হচ্ছে বলে জানালেন সিকিমের হোটেল ব্যবসায়ী কল্পক দে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, '১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ অন্য রাস্তাগুলি ভালো হয়েছে। আবহাওয়াও রয়েছে অনুকূল। যে কারণে পর্যটকরা আসছেন। আশা করছি, দীপাবলি পর্যন্ত পাহাড়ি পর্যটন সুখদায়ক হবে।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলে ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি

ফের আক্রান্ত ডাক্তার, নার্স

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৮ অক্টোবর : আরজি কর আন্দোলনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তেজনা রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিছুদিন আগে সাগর দত্তের মতো এখানেও ফিমেল মেডিসিন ওয়ার্ডে হামলার অভিযোগ উঠেছে। সোমবার গভীর রাতে মৃত রোগীর পরিবারের ১৫ জনের একটি দল হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে চিকিৎসক এবং নার্সদের উপর চড়াও হয়। পরিস্থিতি এভাবে লাগামছাড়া হলে তাঁরা ধর্মঘটের পথে হাঁটবেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এমনই দাবিতে মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেলের এমএসভিপিকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, যতক্ষণ না পর্যন্ত সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে।

মৃতের নাম নুরনেহার খাতুন (৬২)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার কুমারজোল গ্রামে। সোমবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। তার পরেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে মৃতের পরিবার পরিজনেরা তাঁদের হুমকি দেয় বলে ডাক্তার ও নার্সদের দাবি।

কর্তব্যরত মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক তন্ময় মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'সিনিয়ার ডাক্তার থেকে শুরু করে ইন্টার্নরা প্রত্যেকেই ওই রোগীকে বাঁচাতে সমস্তরকম চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যান। আমরা বাঁচাতে পারিনি। এরপরেই আমাদের ওপর রোগীর পরিবারের লোকেরা চড়াও হয়। আমাদের যে ইন্টার্ন ডাক্তার, নার্স ছিলেন তাঁদের উপরে চড়াও হয়। আমরা এই ঘটনায় তীব্র ধিক্কার জানাই।'

তাঁর আরও অভিযোগ, আরজি কর কাণ্ডের পরেও এত সরকারি আশ্বাস সত্ত্বেও আমরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছি। আমরা চাইছি যত দ্রুত সম্ভব প্রশাসন একটা ব্যবস্থা নিক। নচেৎ আমাদের ফের ধর্মঘটের পথে যেতে হবে।'

কর্তব্যরত নার্স ঈশিতা জানার অভিযোগ, 'চিকিৎসক প্রথমেই জানিয়েছিলেন রোগী খারাপ অবস্থায় রয়েছেন। পরিবারের লোককে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। যেমন চিকিৎসা চলার কথা ঠিক তেমনি চলছিল। রাতে মৃত্যু হয় ওই রোগীর। আমরা ডিউটিতে আসার পরেই জানতে পারি রোগী মারা গিয়েছেন। এরপরে আচমকা রোগীর পরিবারের লোকেরা বলেন, চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হয়েছে। কোনও কথা না শুনেই মৃতের পরিবারের লোকজন আমাদের উপর চড়াও হয়। সিকিউরিটি, পুলিশ কেউ ছিল না। এমনিতেই ফিমেল ওয়ার্ডে মেল পেশেন্ট পার্টিকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তারপরেও কি করে দশ থেকে পনেরো জন ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ছে? মনে হচ্ছে ২৪ ঘন্টার ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। সিকিউরিটির লোকজন কোনও সময় থাকে না। ফের রোগীর পরিবারের লোকেরা এভাবে ঢুকে পড়ছে ওয়ার্ডে। আমরা চাইছি হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানো হোক।'

দেবী বরণ। শিবমন্দিরের কদমতলায় দিলীপ দে সরকারের তোলা ছবি। মঙ্গলবার।

পদ্মে আস্থা হরিয়ানার, ভূস্বর্গে ধাক্কা ৩৭০-এর

প্রথম পাতার পর

হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীর-দুই রাজ্যেই বিধানসভার আসন সংখ্যা ৯০। হরিয়ানায় বিজেপি এবং কংগ্রেসের আসনের ফারাক বেশি হলেও ভোটপ্রাপ্তির ব্যবধান সামান্য। বিজেপি পেয়েছে ৩৯.৯০ শতাংশ ভোট। কংগ্রেসের ঝুলিতে ৩৯.১০ শতাংশ। ২০১৯ সালে বিজেপি জিতেছিল ৪০টি আসনে। কংগ্রেসের ছিল ৩১টি। দুষ্যন্ত চৌতালার জেজেপি ১০টি আসন থেকে শূন্যে নেমে এসেছে।

মঙ্গলবার ভোটগণনার শুরুতে অবশ্য ছবিটা এমন ছিল না। বরং হরিয়ানায় জয়ের পথে তরতর করে এগোচ্ছিল কংগ্রেস। কিন্তু বেলা গড়াতে সেই ছবিটা ১৮০ ডিগ্রি উলটে যায়। মাত্র ২০০ দিনের মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির হাতেই আবার সম্ভবত হরিয়ানা তুলে দিচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির জেতা ২৯টি আসনই জম্মু অঞ্চলের।

১০ বছর আগে সরকার গড়লেও মেহবুবা মুফতির পিডিপি মাত্র ৩টি আসন জিতে একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে গেল। পিপলস কনফারেন্সের সাজ্জাদ গনি লোন একটি আসনে জিতেছেন। তবে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম খাতা খুলল আপ। ন্যাশনাল কনফারেন্সের শীর্ষনেতা ফারুক আবদুল্লা ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ছেলে ওমরই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫ মনোনীত সদস্যকে ধরে এই রাজ্যে বিধানসভার আসন বেড়ে ৯৫ হওয়ায় নতুন ম্যাজিক সংখ্যা ৪৮-ও ছুঁয়ে ফেলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস-সিপিএম জোট।

তবে সরকার গঠনে পিডিপি-র সমর্থনপ্রত্যাশী ফারুক। হরিয়ানার জনাদেশ মানছে না কংগ্রেস। বরং ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানিয়েছে। দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেন, 'হরিয়ানার রায় অপ্রত্যাশিত, আশ্চর্যজনক।' ধীরগতির গণনা, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য আপডেটে বিলম্বের অভিযোগও তুলেছে কংগ্রেস। কিন্তু কমিশন কোনও অভিযোগই মানেনি।

কৃষক বিক্ষোভ, বেকারত্ব, দুর্নীতি ইত্যাদি অনেক ফ্যাক্টর থাকলেও হরিয়ানার জনাদেশ কংগ্রেসের পক্ষে না যাওয়ার পিছনে ভূপিন্দর সিং হুডা বনাম কুমারী শৈলজার মধ্যে ব্যাপক গোষ্ঠীকোন্দল দায়ী বলে মনে করা হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই থেকে প্রচার কৌশল, সবেতেই হুডা শিবিরের প্রাধান্য থাকায় শৈলজা কার্যত ব্রাত্য ছিলেন। প্রচার থেকে দূরে ছিলেন রণদীপ সিং সুরযেওয়ালা এবং তাঁর অনুগামীরা। রাহুল গান্ধির সভায় হুডা-শৈলজা একমঞ্চে থাকলেও দুই শিবিরের সম্পর্কে উষ্ণতা ফেরেনি।

আপের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট না হওয়াও ফ্যাক্টর বলে মনে করা হচ্ছে। আপ অবশ্য হরিয়ানায় একটিও আসনেও জেতেনি। কিন্তু ভোট পেয়েছে ১.৭৯ শতাংশ। কংগ্রেস সংরক্ষণ বিরোধী বলে প্রচারও বিজেপিকে সাহায্য করেছে বলে জাতপাতের সমীকরণে কংগ্রেসের তীরে এসে তরী ডুবেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটের আগে স্বঘোষিত ধর্মগুরু রাম রহিমের প্যারোলে মুক্তিও অনেকের কাছে একটি ফ্যাক্টর।

কাকভেজা পঞ্চমী

প্রথম পাতার পর

এদিন হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে অনেককেই। প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরেছেন একরাশ আক্ষেপ নিয়ে, আফসোস করতে করতে। বৃষ্টি থামলেও তাঁরা আর বাড়ির বাইরে পা রাখার সাহস দেখাননি।

সন্ধেতেও ফুলেশ্বরীতে ছিল তীব্র যানজট, যা সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। কিন্তু সাড়ে আটটার সময় রাস্তা ফাঁকা। যান নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশের ব্যারিকেডের পাশে দু'-তিনটি মোটরবাইক দাঁড় করানো। 'কোনওরকমে বাইক রেখে এখানে ঢুকতে পেরেছি', পাশের একটি দোকানে দাঁড়িয়ে কথাগুলি বললেন মিলনপল্লির বিক্রমজিৎ ঘোষ। তাঁর মতো কয়েকশো মানুষ দাঁড়িয়ে ফুলেশ্বরী বাজারের রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে। প্রত্যেকের নজর আকাশে। অপেক্ষা বৃষ্টি কমার। দু'-তিনবার বৃষ্টির তীব্রতা কমতে দেখে অনেকেই ফের রওনা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পুরোনো জায়গায় ফিরে আসতে হয়েছে মুহূর্তের মধ্যে বৃষ্টির গতি বেড়ে যাওয়ায়।

দাদাভাই ক্লাবের পাশের রাস্তা দিয়ে দুই তরুণী হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে 'ইশ পুজোর শাড়িটাও ভিজে গেল' -এক তরুণের কথা ছুড়ে দেওয়া। যদিও ওই তরুণের উদ্দেশ্য সফল হয়নি মেয়েগুলি নীরবতা বজায় রেখে সামনের পথ ধরায়। রাতভর বৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। কিন্তু বাগডোগরা থেকে শান্তিনগর, শক্তিগড় থেকে সুকনা, কোথাও আর পুজোমণ্ডপে প্রত্যাশিত ভিড়টা জমাট বাঁধেনি। অনেক রাতে আকাশে নজর রেখে কিছু মানুষ চার চাকার গাড়ি অথবা টোটোয় সওয়ার হয়ে পুজো পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন বটে। কিন্তু তাতে ছিল না পঞ্চমীর আমেজ। শুরুতেই যেন উৎসব ধাক্কা খেল হঠাৎ বৃষ্টিতে।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

কিশনগঞ্জ, ৮ অক্টোবর : আরারিয়ার কোডরকাট্টায় গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতের নাম মহম্মদ নবাব। রবিবার রাতে কোডরকাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের মরঙ্গি বাঙালিটোলা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিচয় লুকিয়ে সেখানকার এক তরুণীকে বিয়ে করেছিল নবাব। প্রায় পাঁচ বছর এলাকায় থেকে অবৈধভাবে আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। আরারিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রামপুকার সিং জানান, এক অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ব্রাউন সুগার আটক, ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ৮ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্ত থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হল। সোমবার রাতের ঘটনা। ধৃতের নাম সুসন মগর। সে নেপালের ঝাপা জেলার বাসিন্দা। এসএসবির ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ান ও দিঘলব্যাংক থানার পুলিশকর্মীরা কাজলা চকে অভিযান চালিয়ে তাকে ৫০.৩৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করেন।

গণ ইস্তফায় সিনিয়াররা

প্রথম পাতার পর

ডাক্তাররা প্রতিবাদ করছেন। বিজেপিও প্রতিবাদ করছে। ডাক্তারদের প্রতিবাদকে আমরা সমর্থন করি।'

রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোনও মন্তব্য করা না হলেও নবান্নে মঙ্গলবার একটি বৈঠক হয়। সিনিয়ার ডাক্তারদের গণ ইস্তফার আবহে ডেকে পাঠানো হয় আরজি কর মেডিকেলের অধ্যক্ষ মানস মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর প্রতি জুনিয়ার ডাক্তাররা আস্থা প্রকাশ করেন। আন্দোলনের অন্যতম নেতা কিঞ্জল নন্দের বক্তব্য, 'জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে প্রকৃত অভিভাবকের মতো রয়েছেন নতুন অধ্যক্ষ।'

মানস ছাড়াও মঙ্গলবার নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ও স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের সঙ্গে ওই বৈঠকে ছিলেন এসএসকেএম, কলকাতা মেডিকেল সহ মোট ৪টি কলেজের অধ্যক্ষ। বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরাও বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন। বৈঠক হচ্ছে জেনে কিঞ্জল বলেন, 'আশা করি, আমাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হবে। সরকারের সদর্থক সাড়া না মিললে আন্দোলন আরও তীব্র করা হবে।'

মঙ্গলবার রাতে জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার জানান, বুধবার তাঁরা আরজি কর ও জয়নগরের দুই নির্যাতিতার প্রতিকী মূর্তি নিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে যাবেন। তাঁদের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'অভয়া পরিক্রমা।'

আরজি করের প্রায় ৫০ জন সিনিয়ার ডাক্তার জানিয়েছেন, প্রয়োজনে প্রত্যেকে পৃথকভাবে ইস্তফাপত্র পাঠাবেন। লাইন দিয়ে ইস্তফাপত্রে সই করে বেরিয়ে আসার সময় জুনিয়ার ডাক্তাররা হাততালি দিয়ে তাঁদের 'গার্ড অফ অনার' দেন।

শিলিগুড়ির একটি মণ্ডপ ঘুরে দেখছেন বিচারকরা। মঙ্গলবার।

শারদ সম্মান ১১ই

নিউজ ব্যুরো

৮ অক্টোবর : পঞ্চমীতে পুজোর মেজাজ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যজুড়ে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মঙ্গলবার গৌড়বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে মণ্ডপ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের বিচারকরা। এবছর উত্তরবঙ্গ সংবাদ আয়োজিত শারদ সম্মান প্রতিযোগিতায় ২৫২টি পুজো কমিটি অংশ নিয়েছে। গতবারের থেকে এই সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হবে ট্রফি ও ১৫,০০০ টাকা। দ্বিতীয় পুরস্কার ট্রফি ও ৭৫০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ট্রফি ও ৫০০০ টাকা। এছাড়া প্রতি জেলার কম বাজেটের তিন সেরা পুজো পাবে ট্রফি ও ৫০০০ টাকা।

এবার পুজোর মধ্যেই বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে। সেইসঙ্গে ১১ অক্টোবর বেলা ৩টেয় প্রতিটি জেলা সদর থেকে শারদ সম্মান পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বিজেতাদের হাতে।

সিপিএমের সম্মেলন

জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : উৎসবমুখর পরিবেশে সিপিএম জনসংযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এরিয়া সম্মেলন থেকে শুরু করে জেলা সম্মেলন করছে জলপাইগুড়ি জেলাতে। দলে তরুণদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরিয়া সম্মেলনগুলি সম্পন্ন করে জেলা সম্মেলন করা হবে। ধূপগুড়িতে দলের একটি এরিয়া কমিটির সম্মেলন হয়েছে।

জেলার খেলা

কণিকার সোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ইস্ট জোন অ্যাথলেটিক্সে অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে কণিকা বৈদ্য সোনা পেয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের এই অ্যাথলিট ছুড়েছে ৩৯.০৩ মিটার।

উত্তরবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে বসবেন অভিষেক

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ জয়ে এবার জেলাভিত্তিক সমীকরণ কষে এগোতে চাইছে তৃণমূল। কলকাতাকেন্দ্রিক রাজ্যস্তরের নেতাদের ছড়ি ঘোরানো বন্ধ করতে অনেকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ নিয়ে আলাদা ভাবনাচিন্তা করছেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নবজোয়ার যাত্রার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার লড়াইয়ের ব্লু প্রিন্ট প্রাথমিকভাবে ছকে রেখেছেন তিনি। অভিষেকের নির্দেশেই উত্তরবঙ্গের যে জেলায় যে স্থানীয় নেতার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বেশি তাঁদের সঙ্গেই সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন আইপ্যাকের প্রতিনিধিরা। আইপ্যাকের সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ের ছক কষা শুরু হবে। জানা গিয়েছে, বারবার ভোটে উত্তরবঙ্গবাসীর প্রত্যাখ্যান মোটেই খুশি করতে পারেনি মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বারবার উত্তরবঙ্গে ছুটে গিয়েও তাঁর ও দলের তেমন কোনও লাভ এতদিনে হয়নি বললেই হয়। তাই অভিষেককে এই ব্যাপারে পুরো দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ব্যাপারে প্রাথমিক কথাও তাঁদের মধ্যে হয়ে গিয়েছে। পুজোর পর অভিষেক কলকাতায় ফিরলে আবার কথা হবে তাঁর সঙ্গে।

নারী-লাঞ্ছনার প্রতিবাদে পুজো বন্ধ

প্রথম পাতার পর

অথচ সেই অশুভ শক্তি এখনও সমাজে লাঞ্ছনা করে চলেছে নারীদের। এর প্রতিবাদে রুখে না থাকলে এ জিনিস সংক্রামকের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

প্রায় সাত বছর ধরে পুজো করে আসছেন তনুশ্রী। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সরস্বতীপুজো দিয়ে শুরু করেছিলেন নতুন পথ চলা। এবার রায়গঞ্জ সহ শিলিগুড়ির একাধিক পুজো করার ডাকও পেয়েছিলেন। তবে নিজের হাতে মাকে বরণ করার শক্তি নেই তাঁর। তনুশ্রী বলছিলেন, 'দুর্গাপুজো তো বছরে একবারই আসে, তা অবশ্যই বুঝি। তবে এ বছর কিছুতেই পুজো করতে মন সায় দিচ্ছে না।' তাঁর এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন পরিজনরাও।

কুদোয় দেশের প্রতিনিধিত্ব তাবাস্মীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : কুদোর ইউরো-এশিয়া কাপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে শিলিগুড়ির তাবাস্মী দত্ত। ১৮-২০ অক্টোবর আর্মেনিয়ায় এই প্রতিযোগিতা হবে। কুদো ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজক। তাতে অংশ নিতে ১৪ অক্টোবর আর্মেনিয়ার উদ্দেশে রওনা হবে মাটিগাড়ার সেন্ট জোসেফ স্কুলের নবম শ্রেণির এই ছাত্রী। তার সাফল্যে খুশি বাবা প্রদ্যুৎ দত্ত, মা দেবনীতা দত্ত, কোচ শিহান সহদেব বর্মন সহ অন্যরা।

পুজোর মধ্যেও জোরকদমে প্রস্তুতি সারছে তাবাস্মী। তাবাস্মী জানায়, চার বছর বয়সে মার্শাল আর্টে হাতেখড়ি তার। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কুদোয় মিলেছে সাফল্য। এবার সুযোগ এসেছে ইউরো-এশিয়া কাপে দেশের প্রতিনিধিত্বের। সেখানে ১৭টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেবেন।

> চার বছর বয়সে মার্শাল আর্টে হাতেখড়ি আমার। জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কুদোয় মিলেছে সাফল্য। এবার সুযোগ এসেছে ইউরো-এশিয়া কাপে দেশের প্রতিনিধিত্বের। ১৭টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নেবেন। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সকলেরই মার্শাল আর্ট শেখা প্রয়োজন।
>
> **তাবাস্মী দত্ত**

কুদোর ইউরো-এশিয়া কাপের জন্য এখন দিনে ছয় ঘণ্টা করে অনুশীলন করছে তাবাস্মী। তাঁর কথায়, 'বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে সকলেরই মার্শাল আর্ট শেখা প্রয়োজন।' ২০২৪-এ হিমাচলপ্রদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কুদো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে রৌপ্যপদক জিতেছে তাবাস্মী। সে দেশের নাম উজ্জ্বল করবে, এমনই আশা সকলের।

পকসোতে সশ্রম কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর : প্রতিবেশী নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক তরুণকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালতের বিচারক ইন্দিবর ত্রিপাঠী এই সাজা ঘোষণা করেছেন। ২০১৫ সালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ভক্তিনগর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সময় নাবালিকার বয়স ছিল ১৪ বছর। এই মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, 'সাতজনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুজোয় শিলিগুড়ি শহরের
পথ নির্দেশিকা

এই কয়েকদিন দেবীদর্শনে ব্যস্ত থাকবে শহর। বড় থেকে ছোট রাস্তাতেও গিজগিজে ভিড় চোখে পড়বে। যানজট ঠেকাতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। সন্ধান দিলেন **মিঠুন ভট্টাচার্য**

বিধান রোডে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশকর্মীরা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

মঙ্গলবার থেকে শিলিগুড়িতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ শুরু করেছে পুলিশ। চলবে সোমবার ভোর পর্যন্ত। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে থাকবে আংশিক নিয়ন্ত্রণ। জরুরি এবং আপৎকালীন ক্ষেত্রে অসুবিধে হবে না বলে দাবি পুলিশের। ড্রোনেও নজরদারি চালানো হবে শহরজুড়ে।

মঙ্গল ও বুধবার বিকেল চারটে থেকে রাত দুটো পর্যন্ত যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকছে। বৃহস্পতি থেকে রবিবার পর্যন্ত বিকেল চারটে থেকে পরদিন ভোর চারটে অবধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে যানবাহন। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস ছাড়ার জায়গাও বদলাচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত সময়ে শহরে সমস্ত রকম পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী বড় গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। পাশাপাশি একাধিক রাস্তায় টোটো চলতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে পুলিশ। বাকি রুটেও টোটো সহ বিভিন্ন গাড়ি চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে। খুব বেশি যানজট না হলে বাইক এবং ছোট চারচাকার গাড়ি শহরের রাস্তায় চলতে দেওয়া হবে। ট্রাফিকের তরফে অতিরিক্ত পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকছে।

এছাড়া প্রতিটি পুজোমণ্ডপ এবং রাস্তায় নজর রাখবে সাদা পোশাকের পুলিশ। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে 'পূজা গাইড ম্যাপ শিলিগুড়ি পুলিশ' নামে একটি অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে।

বাস পরিষেবা

▶ এই কয়েকদিন বিহার, কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত বেসরকারি বাস পিসি মিত্তাল বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়বে

▶ গৌড়বঙ্গের রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদার পাশাপাশি এদিকের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার যাওয়ার বাস ছাড়বে নৌকাঘাট থেকে

নিয়ন্ত্রণ

(মঙ্গলবার ও বুধবার- বিকেল চারটে থেকে রাত দুটো পর্যন্ত)

(বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার- বিকেল চারটে থেকে পরদিন ভোর চারটে পর্যন্ত)

- দার্জিলিং মোড় - মাল্লাগুড়ি থেকে জলপাই মোড়
- দার্জিলিং মোড় - মাল্লাগুড়ি থেকে আলো চৌধুরী মোড়
- দার্জিলিং মোড় - মাল্লাগুড়ি থেকে সেবক মোড় হয়ে পায়েল সিনেমা মোড়
- দার্জিলিং মোড় - মাল্লাগুড়ি থেকে ঘোগোমালি মোড়

পণ্য পরিবহণ

▶ সিকিম থেকে আসা পণ্যবাহী গাড়িগুলোকে ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে গোড়া মোড়, ক্যানাল রোড হয়ে জলপাইগুড়ির দিকে পাঠানো হবে। ইসলামপুরের দিকে যেতে হলে ক্যানাল রোড, ফুলবাড়ি-ঘোষপুকুর হয়ে জাতীয় সড়কে উঠতে হবে

▶ ইসলামপুরের দিক থেকে আসা সমস্ত গাড়ি ঘোষপুকুর-ফুলবাড়ি হয়ে চলাচল করবে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন

▶ ইস্টার্ন বাইপাস ও বর্ধমান রোড ধরে যেতে হবে

অগ্রগামী সংঘের পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীরা। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

এবার স্টাইলিশ জুতোর কেনাকাটা হবে
FNI FEET N INCH
CITY CENTRE : NEAR MINISO, (MUFTI BYLANE) OPP. METRO ESCALATOR
PLANET MALL : GROUND FLOOR OPP.COSMOS MALL, SILIGURI
Ph: 90026 83693, 89824 80048

আমরা চেষ্টা করছি শহরকে সচল রাখতে। একইসঙ্গে মানুষের চলাফেরায় বিঘ্ন না ঘটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চলছে। আপৎকালীন পরিষেবায় ব্যবস্থা নেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি থাকবে।

বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, *ডিসিপি (ট্রাফিক) শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট*

এবার পুজোর স্পেশাল ডিসকাউন্ট
World Class Sport Shoes
ABROS
SPORTS ★ SNEAKERS ★ CLOGGS
Only at:
LIBERTY MULTIBRAND STORE
H.C. ROAD
(OPP. MEGHDOOT CINEMA) SILIGURI
Also Available
LIBERTY power | FNI Exclusive Ladies Collection | Bata SCHOOL SHOES
89824 80048, 94340 68100

শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজো
উপলক্ষ্যে বড়দের প্রণাম ও ছোটদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো সকলের আনন্দে কাটুক এই কামনা করি
শিবেশ ভৌমিক
সভাপতি, বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতি

শুভ শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজোর
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, বড়দের প্রণাম ও ছোটদের ভালোবাসা এবং অভিনন্দন জানাই
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো
সকলের আনন্দে কাটুক এই কামনা করি
চন্দ্রমোহন রায়
সহসভাপতি, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব আনন্দে কাটুক সকলের
শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষ্যে
বড়দের প্রণাম ও ছোটদের শুভেচ্ছা জানাই
উৎসবের দিনে গাড়ি চালান সাবধানে
SAFE DRIVE, SAVE LIFE
রিনা এক্কা
সভাপতি, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতি

আনন্দে কাটুক বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব
শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজো
উপলক্ষ্যে বড়দের প্রণাম ও ছোটদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই
চন্দন কুমার রায়
সভাপতি, ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস

আরজি কর -এ কর্তব্যরত চিকিৎসকের নৃশংস হত্যায় প্রকৃত দোষীদের দ্রুত শাস্তি চাই
১৪৩১-এর শারদীয়ার প্রাক্কালে সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই
সবাই নিরাপদে এবং সুস্থ থাকুন এই কামনা করি
পীযূষ সিং
সমাজসেবী ও প্রাক্তন প্রধান
বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত

অনুষ্ঠান আয়োজনে সমন্বয়ের বার্তা

কলেজের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ গৌতম

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি কলেজে বছরভর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা আদৌ সফল হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার ছিল কলেজের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এদিনই উদযাপনের সূচনা হয়। পুজোর ছুটির কারণে বন্ধ থাকলেও একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেখানে অংশ নিয়ে গৌতম বলেন, 'সারাবছরের অনুষ্ঠান নিয়ে উদ্যম, উদ্যোগ এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা কম হয়েছে। অনুষ্ঠান নিয়ে কলেজ পিছিয়ে। দেখতে দেখতে দিন চলে যাবে এবং দায়সারা অনুষ্ঠান হবে। একা অনুষ্ঠান করা যায় না। দলগতভাবে কাজ করতে হবে।' লক্ষ্মীপুজোর পর নিজেদের মধ্যে একটি গ্রুপ তৈরি করে অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনার পরামর্শ দেন মেয়র। নয়তো সবটা খাপছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিন প্রথমে পতাকা উত্তোলন হয়। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে কলেজের একটি ঘরে। মেয়র ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি জয়ন্ত কর সহ অধ্যাপক এবং পড়ুয়ারা। শিলিগুড়ি কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের একাংশের সঙ্গে পরিচালন সমিতির সভাপতির দ্বন্দ্ব চরমে। প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনে সেই দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়বে না তো, প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বিভিন্ন মহলে। মেয়র এদিন টিচার্স কাউন্সিল এবং পরিচালন সমিতিকে অনুষ্ঠান নিয়ে বাড়তি দায়িত্ব নিতে বলেন।

মেয়রের পরামর্শ

- লক্ষ্মীপুজোর পর একটি গ্রুপ তৈরি করে অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা
- নয়তো সবটা খাপছাড়া হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা তাঁর
- টিচার্স কাউন্সিল ও পরিচালন সমিতিকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে বলেন
- স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ এবং তথ্যচিত্র তৈরি
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে 'থিম সং' বাঁধতে বলেছেন গৌতম

কলেজ প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর উদযাপনের অনুষ্ঠানকে রাজনীতির বাইরে রাখতে চাইছেন মেয়র। পরবর্তী অনুষ্ঠানের সূচনায় রাজনীতিকদের বদলে শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। কলেজের নিজস্ব স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ এবং তথ্যচিত্র তৈরি নিয়ে পরামর্শ দেন গৌতম। এসবের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে 'থিম সং' তৈরির আলোচনা শুরু হয়েছে। মেয়রের মত, 'বাইরে থেকে শিল্পীদের নিয়ে এসে কয়েকদিন ধরে গানবাজনা করালে প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান হয় না।'

শিলিগুড়ি কলেজের বহু প্রাক্তনী দেশের নানা প্রান্ত এবং বিদেশে কর্মরত। কলেজের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী করে যাতে প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, সেই চেষ্টা করা হবে। অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে নিয়ে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বৈঠকে বসা হবে। সপ্তম আঞ্চলিক সায়েন্স কংগ্রেস এবছর কলেজে হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ডিবেট, খেলাধুলো থাকবে সূচিতে। শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজকে সঙ্গে নিয়ে বছরভর অনুষ্ঠান হবে।'

পড়ুয়াদের অনুপ্রেরণা

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল (সিনিয়ার সেকেন্ডারি)-এ এসেছিলেন ভক্ত ভাগবত ও তাঁর গুরুজি। ব্যক্তিত্ব বিকাশ, মূল্যবোধ নিয়ে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের অনুপ্রাণিত করেন তাঁরা। ভক্ত ভাগবত এবং ডঃ বৃন্দাবনচন্দ্র দাসের এই সফর বহু প্রতীক্ষিত ছিল।

অধ্যক্ষ ডক্টর এসএস আগরওয়াল তাঁর বক্তৃতায় 'নেশন ফার্স্ট'-এর দর্শন তুলে ধরেন। যা সমষ্টিগত কল্যাণ এবং নৈতিক দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে। উপস্থিত অন্যদের মধ্যে ছিলেন আরসি গর্গ, রামগোপাল জাজোদিয়া, অশোক আগরওয়াল, বিপিন গুপ্ত, রাজকুমার আগরওয়াল, সবিতা আগরওয়াল, সুজিত দাস এবং শ্যামল বোস প্রমুখ।

অনুরোধ

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে রক্তদান শিবির আয়োজনের আহ্বান জানাল শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থা। সংস্থার তরফে গৌতম কর বলেছেন, 'রক্তের অভাবে এইসময় প্রত্যেক বছর সমস্যা হয়। তাই উদ্যোক্তাদের রক্তদান শিবির আয়োজন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

আজ শহরে

■ পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের দার্জিলিং জেলা কমিটির মুখপত্র 'সংবর্তিকা'র শারদ সংখ্যা প্রকাশ। প্রয়াত অধ্যাপক শংকরপ্রসাদ বসুর স্মরণে সংবর্তিকা স্মারক সম্মাননা (২০২৪) প্রদান। প্রাপক অধ্যাপক ইচ্ছামুদ্দিন সরকার। সন্ধ্যা সাতটায় হকার্স কর্নারে সংগঠনের কার্যালয়ে।

সংশোধনী

গত ৩০ সেপ্টেম্বর নয়ের পাতায় প্রকাশিত 'সবজি কিনে পকেট ফাঁকা' শীর্ষক প্রতিবেদনে অসাবধানতাবশত কয়েকটি সবজির দাম ভুল ছাপা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো
সকলের আনন্দে কাটুক এই কামনা করি
শারদীয়া দুর্গোৎসব, দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, বড়দের প্রণাম ও ছোটদের ভালোবাসা
বাংলার মুখ উজ্জ্বল হোক, মায়ের কাছে এই প্রার্থনা করি
কাজল ঘোষ
সভাপতি, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

ধর্ম যার যার, উৎসব সবার
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো
সকলে আনন্দে কাটুক এই কামনা করি
শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজো উপলক্ষ্যে বড়দের প্রণাম, ছোটদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই
মহম্মদ আইনুল হক
কর্মাধ্যক্ষ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
সহসভাপতি, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

মা দুর্গা তুমি জগৎ জননী
করেছো সবার ভালো
সকলের মনের কষ্ট দূর করে
দিও সুখের আলো
বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো
সকলের আনন্দে কাটুক এই কামনা করি
মহম্মদ আখতার আলি
সভাপতি, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

আড়ম্বরহীন প্রাচীনতম পুজো

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর : ব্রিটিশ রেল আধিকারিক এবং ভারতীয় রেলকর্মীদের উদ্যোগে শুরু হয় উমার আরাধনা। টয়ট্রেনে করে ভাসাতে নিয়ে যাওয়া হত প্রতিমা। ১০৭ বছরের পুরোনো পুজোর জৌলুস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমেছে। তবে নিয়মনিষ্ঠায় খামতি রাখতে নারাজ উদ্যোক্তারা। আড়ম্বরহীন পুজো আয়োজনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত চিন্ময়-শ্যামলী-অপর্ণারা যেন ঐতিহ্যের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ে নেমেছেন।

২০১৭ সালে ১০০ বছরে পা দিয়েছিল পুজো। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন দুর্গাপুজো কমিটির কর্তারা ঠিক করেছিলেন, সেটাই হবে শেষবারের আয়োজন। মূল সমস্যা ছিল, অর্থ ও কমিটিতে সদস্যের অভাব। পরের বছর থেকে রাজ্য দুর্গাপুজো কমিটিগুলোকে অনুদান দেওয়া শুরু করে। তাতেই যেন প্রাণ ফিরে পায় এই পুজো। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য এবং সরকারি অনুদান নিয়ে নতুন উদ্যমে আয়োজনে শামিল হন উদ্যোক্তারা।

আগে পুজো হত হাসমি চকে। তারপর সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। একমাত্র ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় পুজো হয়নি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হত পুজোর সময়। নাচ-গান-নাটকে জাঁকজমক থাকত মণ্ডপ চত্বর। সেসব এখন সোনালি অতীতের পাতায়। অর্থের অভাব কিছুটা কাটলেও নতুন প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব ভাবাচ্ছে বর্তমান কমিটির পদাধিকারীদের। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা চ্যালেঞ্জের মুখে।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন দুর্গাপুজো কমিটির মণ্ডপ।

১০৭ বছরে সাবেকিয়ানাই পুজোর ইউএসপি। নেই থিমের ছোঁয়া। পুজোর দিনগুলিতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কমিটির কোষাধ্যক্ষ চিন্ময় ঘোষের কথায়, 'শহরের প্রাচীন পুজোগুলোর মধ্যে এটা একটি। তাই একে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের দায়িত্ব।' একমত পুজো কমিটির সম্পাদক শ্যামল নন্দী। জাকজমক না থাকলেও চিন্ময় ঘোষ, শ্যামল নন্দী, অপর্ণা দলাই, সুপ্রভা পাল দাসের উৎসব কাটে মণ্ডপে। স্থানীয় সেজতী সাহা বলছিলেন, 'শিলিগুড়ির সবথেকে পুরোনো পুজোর এমন পরিস্থিতি দেখে সত্যিই খারাপ লাগে। এই পুজো নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখি না।'

শারদীয়া, দীপাবলি ও ছটপুজো
উপলক্ষ্যে বড়দের প্রণাম ও ছোটদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই
আনন্দময় বর্মন
বিধায়ক, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

সিট গঠন

কুলতলিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ৮ সদস্যের সিট গঠন করল রাজ্য সরকার। বারুইপুরের পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি এই সিটের নেতৃত্ব দেবেন।

অতিরিক্ত বাস

ষষ্ঠী থেকেই কলকাতায় সারারাত দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য বাস চালাবে পরিবহণ দপ্তর। হাওড়া, শিয়ালদা ও বারাসত থেকে বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত ৪০০ বাস চলবে।

নতুন বস্ত্র

সন্দেশখালিতে বন্যা পরিস্থিতিতে প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁদের জন্য মঙ্গলবার নতুন জামাকাপড় পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাসমান রেস্তোরাঁ

উত্তর ২৪ পরগনার টাকিতে ইছামতী নদীবক্ষে ভাসমান রেস্তোরাঁ চালু করা হল। টাকি পুরসভার পরিচালনায় এই রেস্তোরাঁ চলবে।

‘হুজুর আমি কিছু করিনি’

খুন-ধর্ষণ অস্বীকার সঞ্জয়ের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটে ধর্ষণ ও খুনে একা সঞ্জয় রায়কেই অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কার্যত কাকুতিমিনতি করে অস্বীকার করে সঞ্জয়। এই প্রথম বিচারকের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনে বক্তব্য জানাল ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। সিবিআইয়ের অভিযোগ নস্যাৎ করে শিয়ালদা আদালতে বিচারকের কাছে হাতজোড় করে সে দাবি করে, এই ঘটনা সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। তাকে বলতে দেওয়া হোক, নয়তো দোষী প্রমাণ করে দেওয়া হবে। এদিন সঞ্জয়কে শিয়ালদা আদালতে পেশ করা হয়। সিবিআইয়ের দেওয়া চার্জশিটের কপি দেখেই বিচারককে কিছু বলতে চায় সঞ্জয়। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলে তার বক্তব্য, ‘হুজুর আমি কিছু করিনি। এই ঘটনার বিষয়ে কিছু জানি না।’ যদিও সিবিআইয়ের আইনজীবী সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে সব তথ্যপ্রমাণ বিচারককে জানান।

সিবিআইয়ের দেওয়া প্রথম চার্জশিটে খুন ও ধর্ষণে সঞ্জয়কে একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪ (ধর্ষণ), ৬৬ (ধর্ষণ ও খুন অথবা এমন অত্যাচার করা যাতে নির্যাতিতা সংজ্ঞাহীন পর্যায়ে চলে যায়), ১০৩ (১) (খুন) ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।সিবিআইয়ের দাবি, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ভিডিও, ফরেন্সিক রিপোর্টের ভিত্তিতে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধেই ১১টি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সঞ্জয় ছাড়া অপর কারও প্রত্যক্ষ যোগ হাতে আসেনি তদন্তকারীদের।

চার্জশিটে সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ১১টি প্রমাণ উল্লেখ করে সিবিআইয়ের দাবি, ঘটনার দিন জরুরি বিভাগের চারতলায় সেমিনার হল অর্থাৎ মূল ঘটনাস্থলে গিয়েছিল সঞ্জয়। তার ফোনের লোকেশনে সেই প্রমাণ মিলেছে। নির্যাতিতার দেহ থেকে উদ্ধার হওয়া সিমেনের নমুনার সঙ্গে ধৃতের ডিএনএ মিলেছে। সঞ্জয়কে মেডিকেল পরীক্ষার সময় দেখা যায় তার শরীরে ক্ষতচিহ্ন ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ৮ অগাস্ট থেকে ৯ অগাস্টের মধ্যে তৈরি হয়েছে। ধৃতের প্যান্ট ও জুতো থেকে নির্যাতিতার রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া ছোট ছোট চুল অভিযুক্তর সঙ্গে মিলে গিয়েছে। সিএফএসএল কলকাতার রিপোর্ট অনুযায়ী সিবিআইয়ের দাবি, মৃতার অন্তর্বাসের সেলাই বলপূর্বক খোলার দিকেই ইঙ্গিত করেছে এবং নির্যাতিতার কোমরের কাছে কুর্তির দু’পাশ জোর করে খোলার কারণে ছিঁড়ে গিয়েছে। এমনকি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া সিমেন, লালারস ও ব্লুটুথ ইয়ার ফোন সঞ্জয়ের।

সিবিআইয়ের দাবি

- ঘটনার দিন জরুরি বিভাগের চারতলায় সেমিনার হলে গিয়েছিল সঞ্জয়
- তার ফোনের লোকেশনে সেই প্রমাণ মিলেছে
- নির্যাতিতার দেহ থেকে উদ্ধার হওয়া সিমেনের নমুনার সঙ্গে ধৃতের ডিএনএ মিলেছে

এদিন চার্জশিটের প্রতিলিপি সঞ্জয়ের আইনজীবীকে দেওয়া হয়। তাতে সই করে চার্জশিট গ্রহণ করে সঞ্জয়। তখনই সে বক্তব্য রাখার আর্জি জানাতে থাকে। শিয়ালদা আদালতে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের কাছে তাকে আনা হলে সে বলে, ‘আগের দিনও বলতে পারিনি। কিছু বলতে না পারলে সব দোষ আমার ওপর পড়বে।’ তাকে কাঠগড়ায় আনা হলে বিচারক জানান, আইনজীবী মারফত সে বক্তব্য জানাতে পারে।

সিবিআইয়ের আইনজীবী ‘ইন ক্যামেরা’ শুনানির আবেদন জানান। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখতে সন্দীপ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলেও জানায় সিবিআই। সঞ্জয়ের আইনজীবী আদালতে জানান, সিবিআই চার্জশিটে বেশ কিছু ছবির কথা উল্লেখ করেছে। সেগুলি এখনও তাঁরা হাতে পাননি। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চান। বিচারক লিখিত আবেদন জানাতে বলেন।

সিবিআইয়ে ভরসা রাখতে বলছেন শুভেন্দু

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডে প্রমাণ লোপাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার দাবিকেই অগ্রাধিকার দিতে চান শুভেন্দু। আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের মূল অভিযোগের বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের সাম্প্রতিক চার্জশিটের পর শুভেন্দু তথা বিজেপির এই অভিমুখ বদলকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সিবিআইয়ের চার্জশিটে আরজি করের ডাক্তার ছাত্রীর ধর্ষণ ও খুনের জন্য কেবল সঞ্জয় রায়ের নাম থাকায় অস্বস্তিতে পড়ে বিজেপি। সিবিআই তদন্তে প্রকৃত অপরাধী শেষপর্যন্ত ধরা পড়বে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। তারই প্রেক্ষিতে মঙ্গলবারও শুভেন্দু সিবিআইয়ের ওপর ভরসা রাখার আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন সন্দেশখালিতে সিবিআই তদন্তকে দরাজ শংসাপত্র দেওয়ার সঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, ‘সিবিআই যদি মনে করে সঞ্জয় ছাড়া আর কেউ ছিল না তাহলে তারা যা ঠিক বলে মনে করবে সেটাই করবে।’একই সঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, ‘আরজি করের ঘটনায় প্রমাণ লোপাটে যুক্ত সন্দীপ ঘোষ, বিনীত গোয়েলদের বিরুদ্ধে যেন সিবিআই কঠোর ভূমিকা নেয়। এটাই আমাদের প্রধান দাবি।’

সম্প্রতি আদালতে দেওয়া চার্জশিটে খুন ও ধর্ষণে সেই সঞ্জয়কেই চিহ্নিত করায় সিবিআই তদন্তের সাফল্য নিয়ে ফের সংশয় বেড়েছে। আর ঠিক তখনই প্রমাণ লোপাটকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শোনা গেল বিরোধী দলনেতার মুখে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, একদিকে খুন ও ধর্ষণের তদন্তে সাফল্য মেলার সম্ভাবনা ক্রমশই কমছে। আরজি কর ইস্যুতে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে গেলে খুনের অপরাধীকে কাঠগড়ায় তোলার চেয়ে সন্দীপ ও বিনীতদের নিশানা করাই শ্রেয় বিজেপির।

পঞ্চমীর বিভিন্ন মুহূর্ত

১) সপরিবারে দুর্গা। বেলেঘাটায় সূরা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোয়। ২) হিন্দুস্তান ক্লাবের আলোকসজ্জা। ৩) আহিরীটোলায় দর্শকদের ভিড়। এবং ৪) শিয়ালদায় বিভিন্ন জেলার ঢাকিরা। মঙ্গলবার কলকাতায় ছবিগুলি তুলেছেন রাজীব মণ্ডল এবং আবির চৌধুরী।

ফের উত্তপ্ত জয়নগর

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল জয়নগর। নির্যাতিতার দেহ নিয়ে মিছিল করেন গ্রামবাসীরা। তখনই এসডিপিও গ্রামে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন জয়নগরের গরানকাটি এলাকার বাসিন্দারা। তাঁর গাড়ির চাবিও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়। তখন এসডিপিও গাড়ি থেকে নেমে হেঁটেই গ্রামে ঢোকেন। এইসময়ই লাঠি, বাঁশ, লোহার রড দিয়ে পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ ওঠে। পুলিশের একটি গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। এরপর বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে ঢোকে। পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বাদানুবাদ শুরু হয়। পুলিশের পদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শনিবার কুলতলিতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ওঠে। সেদিন থেকেই উত্তপ্ত কুলতলি ও জয়নগর। পুলিশ গাফিলতি করায় ওই নাবালিকাকে খুন হতে হয়েছে বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। সোমবার কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে এইমস হাসপাতালের ডাক্তাররা ওই নির্যাতিতার ময়নাতদন্ত করেন।

নির্দেশ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে কুরুচিকর মন্তব্যের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুই তরুণী। পুলিশ তাঁদের হেপাজতে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মঙ্গলবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলেন।

মামলা

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার ভাদুলিয়া গ্রামে বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, ১৪ অক্টোবর পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের এজলাসে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা।

চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : আগরপাড়া জুটমিলের জমি দখল ও পণ্য পাচার সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি ভরদ্বাজ। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত আদালতে জানান, এফআইআর দায়ের করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

অসন্তোষ

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : কুলতলিতে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় কল্যাণীর এইমসে ময়নাতদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু পরিকাঠামো না থাকায় কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। মঙ্গলবার এইমসের পরিকাঠামো নিয়েই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। শেষ পাঁচ বছরে এইমসে এমবিবিএস করা পড়ুয়ারা ময়নাতদন্তের অভিজ্ঞতা ছাড়াই পাশ করবে কিনা তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন বিচারপতি।

আজ টিভিতে

নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোহকে উদ্ধার করল ময়না। ময়নাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত রোদ্দুর। **পুবের ময়না** – সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৬টায় **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি,

ষষ্ঠীর সকালে **গুড মর্নিং আকাশে** থাকবেন সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সপ্তক সানাই দাস। সকাল ৭টায় **আকাশ আটে**

সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পাখিবাড়ির দুর্গাপুজো, দুপুর ১.০০ সুলতান - দ্য সেভিয়ার, বিকেল ৩.৫০ ফোক ফেস্টিভাল, সন্ধ্যা ৬.০৫ অভিমন্যু, রাত ৮.৫৫ সতী বেহুলা, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, সন্ধ্যা ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ বগলা মামা যুগ যুগ জিও, বিকেল ৪.৩০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধ্যা ৭.৪৫ পাওয়ার, রাত ১১.০০ দাদা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফাইটার

সঙ্গী সন্ধ্যা ৭টায় কালার্স বাংলা সিনেমায়

পদ্মাবত দুপুর ১২.৩০ মিনিটে কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউডে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ স্টুডেন্ট নাম্বার ১, ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রেম ও পাপ

আইস এজ ২ : দ্য মেল্টডাউন সকাল ১১.১৫ মিনিটে মুভিজ নাও-তে।

অচল বাস বিক্রির ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : মেরামতির পয়সা নেই। তাই পুরোনো অচল হয়ে যাওয়া বাস মোটা টাকা খরচ করে সারানোর পক্ষপাতী নয় রাজ্য সরকার। তাই ওই বাসগুলি নিলামে বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন। কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণসচিবের বৈঠক হয়েছে। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থও উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, কর্মীদের বেতন, রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্যান্য খাতে প্রতিবছর পরিবহণ দপ্তরকে ৮০০ কোটি টাকা দেয় অর্থ দপ্তর। এরপরে বাসগুলি মোটা টাকা খরচ করে মেরামতির জন্য অর্থ দপ্তর আর টাকা দিতে পারবে না। তখনই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরোনো অচল বাসগুলি নিলামে বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন বাস কিনে নেওয়া হবে। কারণ, পুরোনো অচল বাস বারবার মেরামত করতে যে খরচ হচ্ছে, তা আর বহন করা সম্ভব নয়।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে ২৩০০ বাস পরিবহণ দপ্তরের হাতে রয়েছে। তার মধ্যে ১৭০০ বাস দৈনিক রুটে চলাচল করে। নতুন আরও ২০০ বাস কেনার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে কিছু বাস চলেও এসেছে। পুরোনো বাসের মধ্যে শ’দেড়েক বাস চলাচলের অযোগ্য। সেগুলি সম্পূর্ণ মেরামত করতে অন্তত ১০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই বাসগুলি মেরামত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে অর্থ দপ্তরের কাছে আর্জি জানানো হয়েছিল। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর কানে যেতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, এই বাস বারবার মেরামত করে খরচ করার কোনও যুক্তি হয় না। তার চেয়ে ওই ১৫০টি বাস বিক্রি করে সেই টাকায় নতুন বেশকিছু বাস কেনা সম্ভব হবে। নতুন বাসের মেরামত খরচও অনেক কম হবে। তাছাড়া যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়বে। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথা শোনার পরই পরিবহণ দপ্তর ওই বাসগুলি মেরামতের বদলে সেগুলি নিলামে বিক্রির প্রস্তুতি শুরু করেছে। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘পুরোনো অচল বাস বিক্রির টাকায় নতুন বাস কেনা হবে। আগেই আমরা ২০০ বাস কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যেই কিছু বাস চলেও এসেছে। পুজোর পরই আরও কিছু বাস আসবে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই সব বাস আমরা হাতে পেয়ে যাব।’

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর ক’দিন কলকাতায় সারারাত বাস চালানো হবে। কর্মীদের ৩ শিফটে ডিউটি করতে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মূলত হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনগামী বাসগুলি পর্যাপ্ত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবহণমন্ত্রী বলেন, ‘গণ পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

ছুটি শুরু, শুনসান হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : পঞ্চমীর পড়ন্ত বেলা। অন্য দিনের তুলনায় সময়ের আগেই বেশ ফাঁকা হাইকোর্ট চত্বর। নির্ধারিত সময়ের আগেই উঠে গিয়েছেন বিচারপতিরা। শেষমুহূর্তে দলিল দস্তাবেজ বাঁধতে ব্যস্ত মুহুরিরা। পুজোর আগে কোন কোন মামলার শুনানি হল বা হল না সেগুলি গুছিয়ে রাখতে ব্যস্ত তাঁরা। বুধবার থেকেই শুরু হাইকোর্টের পূজাবকাশ। এই ক’দিন আর ‘মাই লর্ড’ ধ্বনিতে মুখরিত হবে না এজলাসগুলি। প্রতিদিন হাজার হাজার মামলা-মোকদ্দমার অন্তরালে কত হাসি-কান্নার ছবি ছড়িয়ে থাকে হাইকোর্ট চত্বর। কিন্তু এই ক’দিন শুনসান থাকবে আদালতের অলিন্দ। ফাঁকা থাকবে চত্বরের চায়ের দোকানের আড্ডাও। তবে পূজাবকাশকালীন বেঞ্চ বসবে ৬ দিন।

হাইকোর্ট থেকে সদ্য জামিন পেয়ে এবছর বাড়িতেই পুজো কাটাবেন মানিক ভট্টাচার্য। আবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, শান্তিপ্রসাদ সিনহাদের অপেক্ষা করতে হবে নভেম্বরে হাইকোর্ট খোলা পর্যন্ত। তখন আবার বিচারপতিরা নতুন রোস্টার অনুযায়ী মামলা শুনবেন। ৪ নভেম্বর থেকে আদালতের কর্মপ্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হবে। তখন থেকে বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ পুলিশি সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত মামলা শুনবেন। জামিন সংক্রান্ত মামলা শুনবেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ, প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত মামলা উঠবে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে, উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত মামলা শুনবেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

১৪, ১৮, ২২, ২৫, ২৯ ও ৩০ অক্টোবর পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে শুনানি হবে বেশ কিছু মামলার। ১৪ অক্টোবর বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ এবং বিচারপতি বিভাসরঞ্জন দে, বিচারপতি পার্থসারথি সেনের একক বেঞ্চ বসবে। ১৮ অক্টোবর বসবে বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি সুপ্রতীম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক, বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর একক বেঞ্চ। ২২ অক্টোবর বসবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ও বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ এবং বিচারপতি কৌশিক চন্দ, বিচারপতি সৌগত মজুমদারের একক বেঞ্চ। ২৫ অক্টোবর বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি সুমন্ত সামন্তের একক বেঞ্চ বসবে। ২৯ অক্টোবর বসবে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য ও বিচারপতির মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ, বিচারপতি শম্পা দত্ত পাল, বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের একক বেঞ্চ। ৩০ অক্টোবর বসবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ।

তাপস, কৌশিককে জামিন আদালতের

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পেলেন মানিক ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল। ব্যাংকশাল কোর্ট থেকে মঙ্গলবার জামিন পেয়েছেন তিনি। ৫৯৫ দিন পেরিয়ে গিয়েছে অথচ বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। অবশেষে তাপস ও কৌশিক মাঝিকে জামিন দিল আদালত। সম্প্রতি এই মামলায় হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে কুন্তল ঘোষ গ্রেপ্তার হওয়ার পরই তাপস, কৌশিকদের সূত্র খুঁজে পান তদন্তকারীরা। সিবিআইয়ের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের সুযোগ করে দিয়েছিলেন তাপস। ২০১৪ সালে টেটের আসল ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য এস বসু রায় কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সংস্থার আধিকারিক ছিলেন কৌশিক মাঝি। এদিন তিনিও জামিন পেয়েছেন। ফলে পুজোর মুখে স্বস্তিতে তাঁরা। কিন্তু আইনজীবী মহলের মতে, এই জামিনের ফলে চাপের মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সম্প্রতি প্রাথমিকের দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অয়ন শীলকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ফলে তাঁদের ক্ষেত্রেও জামিন পাওয়ার পথ প্রশস্ত হল। তবে এদিন জেলে গিয়ে পার্থ, অয়নকে জেরা করার আবেদন জানায় সিবিআই। সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

আজই সিরিজ জয় লক্ষ্য সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : গোয়ালিয়র থেকে নয়াদিল্লি।

প্রতিপক্ষ সেই এক। টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্যও এক। ম্যাচ জয়ের পাশে সিরিজ জয় নিশ্চিত করা।

সেই লক্ষ্যপূরণে বুধবার রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচ খেলতে নামার আগে দলের কম্বিনেশন বদলের ভাবনা রয়েছে সূর্যকুমার যাদবদের অন্দরমহলে। গোয়ালিয়রে দুর্দান্ত অভিষেক হওয়া জোরে বোলার মায়াঙ্ক যাদবকে হয়তো বুধবার বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তাঁর পরিবর্তে হয়তো হর্ষিত রানাকে বল হাতে দেখা যাবে। আজ দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন থেকেও এমনই ইঙ্গিত সামনে এসেছে। আচমকা চোট পাওয়া শিবম দুবের পরিবর্তে তিলক ভার্মা আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে খেলতে পারেন বলে খবর। তিনি প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে নীতীশকুমার রেড্ডিকে বসতে হবে।

অধিনায়ক সূর্য, কোচ গৌতম গম্ভীররা আগামীর লক্ষ্যে তাঁদের কম্বিনেশনের ভাবনায় ডুবে থাকলেও ভারতীয় দলের আসল পরিকল্পনা লক্ষ্য সবই বছর শেষের মিশন অস্ট্রেলিয়াকে কেন্দ্র করে। সেই ভাবনা থেকেই মায়াঙ্কের পর আগামীকাল হর্ষিতকে দেখে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এমন কিছু বিষয় বাদ দিলে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। বরং ফুরফুরে মেজাজে থাকা হার্দিক পান্ডিয়া, সূর্য, সঞ্জু স্যামসনরা কালই সিরিজ জয় নিশ্চিত করতে চাইছেন। রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের বাউন্ডারি ছোট। ফলে মনে করা হচ্ছে, বড় রানের ম্যাচ হতে চলেছে আগামীকাল। শুধু তাই নয়, পরিসংখ্যান বলছে শেষ আইপিএলে রাজধানীর মাঠে সব ম্যাচেই ২০০ বা তার বেশি রান হয়েছিল। বাস্তব যাই হোক না কেন, টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর চলতি টি২০ সিরিজে নাজমুল হোসেন শান্তর বাংলাদেশ টিম ইন্ডিয়াকে চাপে ফেলতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইছে না।

রাজধানীর পরিবেশ এখন বেশ মনোরম। প্রবল গরম উধাও। বিকেল, সন্ধ্যার দিকে হালকা কুয়াশাও দেখা যাচ্ছে। তবে এসবের প্রভাব কালকের ভারত বনাম বাংলাদেশ টি২০-আসরে পড়বে না। বরং গোয়ালিয়রে কম রানের ম্যাচ হলেও আগামীকাল বড় রানের ম্যাচের অপেক্ষায় রাজধানীর ক্রিকেটমহল। তার মধ্যেই সাফল্যের সঞ্জীবনী সুধা খুঁজতে ব্যস্ত বাংলাদেশ। অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত তাঁর সতীর্থদের উদ্বুদ্ধ করতে মরিয়া। জানা গিয়েছে, দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর পাশে ভারসাম্যের লক্ষ্যে কাল মেহেদি হাসান মিরাজকে দিয়ে ওপেন করানোর কথা ভাবছে বাংলাদেশ টিম ম্যানেজমেন্ট। প্রাক্তন বাংলাদেশ ক্রিকেটার তামিম ইকবাল দাবি তুলেছেন, মেহেদির সঙ্গে অধিনায়ক শান্ত দলের ইনিংস ওপেন করুন।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সূর্যকুমারের টিম ইন্ডিয়াকে বেগ দিয়ে চাপে ফেলতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে ক্রিকেট সমাজ ধরেই নিয়েছে, কালই সিরিজের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর রেকর্ড ভাঙাগড়ার খেলায় অনায়াসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় নিশ্চিত করবে টিম ইন্ডিয়া। সিরিজ জয়ের হাতছানির মধ্যেই আর ৩৯ রান করলে টি২০-র ভারত অধিনায়ক সূর্য বিরাট কোহলির পর দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে আড়াই হাজার রান ক্লাবের সদস্য হয়ে যাবেন।

মায়াঙ্কের বদলি হয়তো হর্ষিত

অনুরাগীর সঙ্গে ছবি তুলে খোশমেজাজে সূর্যকুমার যাদব।

ভারত বনাম বাংলাদেশ

দ্বিতীয় টি২০

সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** নয়াদিল্লি

সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ নেটওয়ার্কে

সাফল্য উপভোগ করছেন অর্শদীপ

টি২০ থেকে এবার অবসর নিচ্ছেন মাহমুদুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : সাকিব আল হাসানের পর মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ। চলতি ভারত সফরে আরও এক বাংলাদেশি তারকা অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। জানিয়ে দিলেন, চলতি সিরিজের পর টি২০ ফরম্যাটকে বিদায় জানাবেন। ২০০৭-এ কেনিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক হয় মাহমুদুল্লাহর। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে সাকিব, সিন উইলিয়ামসনের (জিম্বাবোয়ে) পর তৃতীয় দীর্ঘতম টি২০ কেরিয়ার মাহমুদুল্লাহর। সেই কেরিয়ারে ইতি টেনে শুধুমাত্র ওডিআইয়ে ফোকাস রাখতে রাখতে চান।

মাহমুদুল্লাহ বলেছেন, 'ভারতে পা রাখার আগেই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অধিনায়ক, কোচ, বিসিবি সভাপতির সঙ্গে কথা বলে। সরে দাঁড়ানোর এটাই সঠিক সময়। ফোকাস এখন রাখতে চাই ওডিআইয়ে। সবচেয়ে হতাশার মুহূর্ত ছিল ২০১৬-র বিশ্বকাপে বেঙ্গালুরুতে ভারতের কাছে হার। সেরা মুহূর্ত নিদাহাস ট্রফি।'

মায়াঙ্ক যাদবের গতি নিয়ে দেখানো জুজুকে আবার পাত্তা দিচ্ছেন না বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত। দাবি করেন, 'আমাদের নেটে ওর (মায়াঙ্ক) মতো বেশ কিছু ফাস্ট বোলার রয়েছে। ওকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নই আমরা। তবে ও নিঃসন্দেহে ভালো বোলার।'

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে এসে নিজের কেরিয়ারের মন্ত্রের কথা শোনালেন অর্শদীপ সিং। বছর দুয়েক হল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রেখেছেন। ঝুলিতে ৫৫টি টি২০ ম্যাচ। দুটো বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা, বিশ্বজয়ের পালকও। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতিতে গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে ওপেনিং স্পেলে প্রতিপক্ষের কোমর ভেঙে দেন।

অভিষেক নায়ারের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে খুনশুটি হর্ষিত রানার। মঙ্গলবার।

আগামীকাল নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সিরিজ জয়ের হাতছানি। নতুন বলে সাফল্যের পুনরাবৃত্তিতে বদ্ধপরিকর বছর পঁচিশের অর্শদীপ। সাধারণত এখানকার বাইশ গজ হাইস্কোরিং ম্যাচের জন্য পরিচিত। বোলারদের কাজ কঠিন হতে চলেছে। যে প্রসঙ্গে অর্শদীপ বলেন, 'গত আইপিএলে এখানে খেলার সুযোগ পাইনি। আগামীকাল পিচ ও পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, তা দেখেই পরিকল্পনা ঠিক করব। কোচ, অধিনায়কও পিচ খতিয়ে দেখবেন। সেইমাফিক স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবেন।'

ছোট্ট কেরিয়ারে সাফল্যের পাশাপাশি সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে। অর্শদীপের কথায়, 'বর্তমানে বাঁচতে চাই। আমার জীবনের মূল মন্ত্র-কাল কী হবে, কাল দেখব। আজ যা পাচ্ছি, সেটাতেই ফোকাস রাখতে চাই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজের খেলা উপভোগ করছি। লক্ষ্য এখন তিন ফরম্যাটেই খেলা এবং ভারতীয় দলের জার্সিতে সেরাটা দেওয়া।'

পাশে ক্রীড়া পরামর্শদাতা

মিরপুরেই হয়তো সাকিবের বিদায়ি টেস্ট

ঢাকা, ৮ অক্টোবর : টেস্ট থেকে অবসরের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন দেশের মাটিতে সমর্থকদের সামনে মিরপুরে বিদায়ি টেস্ট খেলতে চান। দোলাচল থাকলেও সেই ইচ্ছেই সম্ভবত পূরণ হতে চলেছে সাকিব আল হাসানের। বাংলাদেশের যুব এবং ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সমর্থনের পর সেই সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল।

এক সাক্ষাৎকারে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, 'বাংলাদেশ ক্রিকেটে সাকিব আল হাসানের প্রচুর অবদান রয়েছে। যখন ও বাংলাদেশের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে, তখন ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, সেই সুযোগ ওর পাওয়া উচিত।' এখানেই থেমে থাকেননি আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। সাকিবের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাসও দিয়েছেন।

সাকিব আল হাসান

আসিফ বলেন, 'খেলোয়াড়দের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। যদি কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে সেটা ভিন্ন বিষয়। এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। সেটা আইনমন্ত্রকের এক্তিয়ারে। তবে একটা কথা পরিষ্কার, সাকিবের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতিকে সম্মান জানাব আমরা।'

সাকিবের খেলা নিয়ে ক্রীড়া উপদেষ্টার জোরালো সমর্থনের পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিবি) নিজেদের অবস্থান বদলেছে। বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেছেন, 'সাকিবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। ঘরের মাঠে ওর অবসরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। টিম হোটেল, স্টেডিয়ামে সাকিবের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের। তবে আইন সংক্রান্ত বিষয়টি সরকার, আইনমন্ত্রক বুঝবে।' সূত্রের খবর, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে সাকিবের খেলার বিষয়টি আগামী এক-দুইদিনের মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গে দীনেশ কার্তিক।

ভারতের বিরুদ্ধে শুধুই ব্যাটার গ্রিন

সিডনি, ৮ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর।

নভেম্বরে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ক্যামেরন গ্রিনের খেলার সম্ভাবনা প্রবল। পিঠের চোটের জন্য আপাতত মাঠের বাইরে। ভারতের বিরুদ্ধে খেলা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়। তবে চিকিৎসকদের দাবি, বোলিং করতে না পারলেও বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলতে সমস্যা হবে না গ্রিনের।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের সময় পিঠে চোট পান গ্রিন। চলতি সপ্তাহে শুরু হতে চলা শেফিল্ড শিল্ডে প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে পারছেন না। দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। অজি শিবিরের জন্য অবশ্য সুখবর, নভেম্বরেই মেলবোর্নে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচ দিয়েই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে গ্রিনের।

আর এই সম্ভাবনাই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে গ্রিনের খেলার বিষয়টি আরও উজ্জ্বল করছে। 'এ' দলের ম্যাচ প্রস্তুতি সেরে হয়তো সরাসরি টেস্ট দ্বৈরথে ব্যাটার গ্রিনকে দেখা যাবে। অস্ট্রেলিয়া দলের প্রাক্তন চিকিৎসক পিটার ব্রুকনারও এমন সম্ভাবনাই উসকে দিয়েছেন। বলেছেন, 'চাপটা মূলত বোলিং করার সময় বেশি থাকে। ব্যাটিং, ফিল্ডিংয়ে শরীরের ওপর সেই চাপ পড়ে না। ফলে ব্যথা যদি কমে যায়, ব্যাটিং, ফিল্ডিং করতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

বোলিং ঝুঁকিপূর্ণ হবে সেই কথাও একই সঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন চিকিৎসক ব্রুকনার। বলেন, 'বোলিংয়ের চাপ নিলেই বিপদ। ১০০ ভাগ নিশ্চিত না হয়ে ১০ ওভার বল করবে ভাবলে বিপদ। চোট আবার ফিরে আসবে, বেড়ে যাবে। ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করতে হবে। একসঙ্গে বেশি চাপ ফেলা যাবে না শরীরের ওপর। ভারটা আস্তে আস্তে সতর্কভাবে বাড়াতে হবে।'

সরকারের কাছে ৫ কোটি ও ফ্ল্যাট চান স্বপ্নিলের বাবা

পুনে, ৮ অক্টোবর : কর্মস্থলে পদোন্নতি হয়েছে। পুরস্কৃত করা হয়েছে মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে। প্যারিস অলিম্পিকে ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ের পর দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন স্বপ্নিল কুশালে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন স্বপ্নিলের বাবা।

স্বপ্নিলের বাবা সুরেশ কুশালের প্রত্যাশা আরও অনেক বেশি। তাঁর দাবি, 'হরিয়ানা সরকার অলিম্পিক পদকজয়ীদের ৫ কোটি টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দিচ্ছে। অথচ মহারাষ্ট্র সরকারের নীতি ব্রোঞ্জ জিতলে ২ কোটি টাকা দেওয়া হবে।' একই সঙ্গে বৈষম্যের অভিযোগেও সরব হয়েছেন সুরেশ কুশালে। বলেছেন, 'এই রাজ্যের দ্বিতীয় অ্যাথলিট হিসাবে অলিম্পিকে পদক জিতেছে স্বপ্নিল। ও সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছে বলেই কি এই বৈষম্য? যদি কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ক-পুত্র পদক জিততেন তাহলেও কি পুরস্কার মূল্য একই থাকত? এমন জানলে স্বপ্নিলকে অন্য খেলায় কেরিয়ার গড়তে বলতাম।'

পাশাপাশি অনুশীলনের সুবিধার্থে পুনের বালেওয়াড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাছে স্বপ্নিলের একটি ফ্ল্যাট পাওয়া উচিত বলেও মনে করেন সুরেশ। যদিও তাঁর এই দাবি নিয়ে ভিন্ন মত তৈরি হয়েছে।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা

স্থান : দুবাই

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে

বন্ধুর বিদায়ে আবেগপ্রবণ লিও মেসি

আবু ধাবি, ৮ অক্টোবর : স্পেনের সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের একজন তিনি। বার্সেলোনার সোনালি সময়ের সৈনিক। লিওনেল মেসির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। সেই আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা বিদায় জানালেন পেশাদারি ফুটবলকে।

অবসর ইনিয়েস্তার

তাঁর জার্সি নম্বর ৮। সেই ৮ তারিখেই বুটজোড়া তুলে রাখলেন ইনিয়েস্তা। বিশ্বকাপ জিতেছেন দেশের হয়ে। ২০০২ থেকে ২০১৮ টানা ১৬ বছর বার্সেলোনার সিনিয়ার দলের হয়ে খেলেছেন। অসংখ্য ট্রফি জিতেছেন। তাঁর উঠে আসাও বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে। এদিকে, বার্সা ছাড়ার পর জে লিগের ক্লাব ভিসেল কোবের হয়ে ক্লাব ফুটবলে নিজের শেষ মরশুমটা খেলেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব এমিরেটস এফসি-তে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে ইনিয়েস্তা বিদায় জানান ২০১৮ সালে। এবার অবসর ঘোষণা করলেন ক্লাব ফুটবল থেকেও। ভিডিওবার্তায় চোখের জলে বুটজোড়া তুলে রাখার কথা আরও একবার জানান তিনি। সেই ভিডিওতেই ইনিয়েস্তাকে বার্তা দিয়েছেন তাঁর প্রাক্তন কোচেরা। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পেপ গুয়ার্দিওলা, লুইস এনরিকে, ভিসেন্তে দেল বস্করা।

বন্ধুর বিদায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন লিওনেল মেসিও। এলএম টেন লিখেছেন, 'আমার অন্যতম সতীর্থ। যাঁর পায়ে জাদু আছে। যাঁর সঙ্গে খেলা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করতাম। ফুটবল তোমায় মিস করবে।'

আজহারকে জেরা ইডি-র

হায়দরাবাদ, ৮ অক্টোবর : প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ৩ অক্টোবর দেখা করার জন্য সমন পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। আজহার যার প্রেক্ষিতে নতুন দিন চেয়ে আবেদন করেন। সেই অনুযায়ী আজ ইডি দপ্তরে গিয়ে প্রশ্নবাণের মুখোমুখি হন আজহার। ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে, 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট' অনুযায়ী আজহারের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। সকাল এগারোটা নাগাদ ব্যক্তিগত আইনজীবী দল নিয়ে হায়দরাবাদের ফতেহ ময়দান রোডের ইডি অফিসে হাজির হন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোর পর রাজনীতিতে পা রাখেন আজহার। কংগ্রেসের টিকিটে মোরাদাবাদ থেকে সাংসদও হন। সভাপতির দায়িত্ব পান হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থারও। কিন্তু সভাপতি পদে থাকাকালীনই আজহারের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সংস্থার ২০ কোটি টাকা তছরুপ করেছেন বলে দাবি করা হয়। তারই প্রেক্ষিতে সমন এবং এদিনের জেরা।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

ফাইনাল হয়তো দুবাইয়ে

দুবাই, ৮ অক্টোবর : হাইব্রিড মডেলের পথেই ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। লাহোর, করাচি, রাওয়ালপিন্ডি — প্রাথমিকভাবে তিনটি কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে আয়োজক পাকিস্তানের তরফে। শুরু ১৯ ফেব্রুয়ারি। ৯ মার্চ ফাইনাল। সূত্রের খবর, পাকিস্তানের মাটিতে খেলবে না ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত খেলবে কোনও নিরপেক্ষ দেশে। দৌড়ে এগিয়ে দুবাই। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা যদি ফাইনালে ওঠে, তাহলে খেতাবি যুদ্ধও অনুষ্ঠিত হবে দুবাইয়ে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, লাহোরে ফাইনাল হওয়ার কথা। কিন্তু পুরোটাই নির্ভর করবে ভারতীয় দলের পারফরমেন্সের ওপর। একই কথা প্রযোজ্য সেমিফাইনালের ক্ষেত্রে। ভারত খেললে সেমিফাইনালও সরানো হবে পাকিস্তান থেকে।

রানের পাহাড় নিয়ে লড়ছে ইংল্যান্ড

মুলতান, ৮ অক্টোবর : প্রথম ইনিংসে পাকিস্তানের পাহাড় প্রমাণ ৫৫৬ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ৯৬/১। ক্রিজে রয়েছেন জ্যাক ক্রলি (৬৪) ও জো রুট (৩২)। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে লড়াইয়ে টিকে রইল ইংল্যান্ড। পাকিস্তানের আবরার আহমেদের ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাম হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পান ইংলিশ ওপেনার বেন ডাকেট। ফলে এদিন ক্রলির সঙ্গে ওপেন করতে নামেন অধিনায়ক ওলি পোপ। পোপ যদিও দ্বিতীয় বলেই শূন্য রানে আউট হয়ে ফেরেন। মিড উইকেটে অসাধারণ ক্যাচ ধরেন আমির জামাল। তারপর ক্রলি-রুটের অপরাজিত ৯২ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়ে ইংল্যান্ড।

প্রথম দিনে শতরান করেছিলেন পাকিস্তানের শান মাসুদ ও আবদুল্লাহ শফিক। মঙ্গলবার শতরান করেন সলমান আলি আঘা (১০৪)। তিনি শাহিন শা আফ্রিদি (২৬) ও সাউদ শাকিলের (৮২) সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে ৫৫৬ রানে পৌঁছে দেন।

শতরানের পর পাকিস্তানের সলমান আলি আঘা। মুলতানে।

ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ আগেই জানানো হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ হতে চলেছেন অস্কার ব্রুজোঁ। মঙ্গলবার হেডকোচ হিসেবে তাঁর নামে সিলমোহর দিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ।

ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে অস্কারের। এশিয়ান প্রতিযোগিতাতে কোচিং করানোরও অভিজ্ঞতা রয়েছে। বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসকে কোচ হিসাবে সাফল্য এনে দিয়েছেন। সেই কথা মাথায় রেখেই অস্কারকে দায়িত্ব দিল ইস্টবেঙ্গল। নামিদামি ফুটবলারদের নিয়ে দল গড়েও ইস্টবেঙ্গল মুখ থুবড়ে পড়েছে। চাপে পড়ে কার্লোস কোয়াদ্রাত কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোয় বেশ বেকায়দায় পড়ে যায় লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। নতুন কোচ হিসাবে একাধিক নাম আলোচনায় উঠে এলেও তাঁদের বেশিরভাগ কোথাও না কোথাও চুক্তিবদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে ফ্রি থাকা অস্কারকেই চূড়ান্ত করে ইস্টবেঙ্গল।

অস্কার ব্রুজোঁ

নতুন লক্ষ্য নিয়ে কলকাতায় আসার আগে ৪৭ বছর বয়সি স্প্যানিশ কোচ বললেন, 'ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবের দায়িত্ব পাওয়া সম্মানের। ম্যানেজমেন্ট আমার জন্য যে লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছে, সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব। আইএসএল তো আছেই পাশাপাশি এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগেও সাফল্য পেতে আত্মবিশ্বাসী।' আইএসএলে বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এই পরিস্থিতিতে দলে কিছু ট্যাকটিকাল পরিবর্তন করতে চান অস্কার।

এদিকে, কলকাতা লিগে খেতাবের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের বিরুদ্ধে সুপার সিক্সের ম্যাচে কিছুক্ষণের জন্য একজন ভূমিপুত্র কম খেলানোর অভিযোগ উঠেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সেই নিয়ে আলোচনায় বসে আইএফএ-র শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। বৈঠকে সাদা-কালোর বিরুদ্ধে নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। ফলে মহমেডানের সেই ম্যাচে পাওয়া ১ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হয়েছে। ওই ম্যাচের পুরো পয়েন্ট পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। এখন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ব্যবধান বেড়ে ৪ পয়েন্ট হল। খেতাবি দৌড়ে লাল-হলুদ যে অনেকটাই এগিয়ে গেল তা বলাই যায়। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে ইস্টবেঙ্গল বনাম ডায়মন্ড হারবার ম্যাচটি হবে ১৪ অক্টোবর ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে।

অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক দেখছেন ওয়াটসন

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : ঘরের মাঠে বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত টিম ইন্ডিয়া। তার মধ্যেই চলছে বছর শেষের মিশন অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনাও।

ভারতীয় দলের সেই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত কীভাবে বাস্তব রূপ পাবে, সময় বলবে। তার আগে রোহিত শর্মাদের জন্য মিশন অস্ট্রেলিয়ায় বাড়তি অনুশীলন ম্যাচের ব্যবস্থা করছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। জানা গিয়েছে, রোহিতদের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় ভারতীয় 'এ' দলও স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সিরিজ খেলবে। সেই ভারতীয় 'এ' দলের বিরুদ্ধে চার দিনের অনুশীলন ম্যাচের ব্যবস্থা প্রায় পাকা করে ফেলেছে বিসিসিআই। ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া। তার আগেই এই অনুশীলন ম্যাচ হবে বলে খবর।

রোহিতদের জন্য ইনট্রা স্কোয়াড অনুশীলন ম্যাচ নিয়ে যখন ডুবে বিসিসিআই, তখন স্যর ডনের দেশ থেকেই টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের নিশ্চয়তা দেখছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় দলের ভারসাম্য দুর্দান্ত। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে বোলিংয়ে রয়েছে রবিচন্দ্রন অশ্বীন-রবীন্দ্র জাদেজারাও। পাশাপাশি রোহিত-বিরাট কোহলিদের নিয়ে গড়া ব্যাটিংও শক্তিশালী। আমার মনে হয়, ভারতীয় দল যদি নিজেদের সঠিকভাবে মেলে ধরতে পারে, তাহলে সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক না হওয়ার কোনও কারণ নেই।' ওয়াটসন যখন টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ জয়ের হ্যাটট্রিক দেখছেন, তখন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা তরুণ প্রতিভা যশস্বী জয়সওয়ালকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'যশস্বী অসাধারণ প্রতিভা। হতে পারে ভারতের তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ, পিচ আলাদা। কিন্তু আমার মতে, যশস্বী সব পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিয়ে পারফর্ম করতে জানে। আমি নিশ্চিত, ও ভালো করবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

রোহিতদের বাড়তি অনুশীলন ম্যাচ

টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া নিয়ে আজ মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়োন মরগ্যানও। কানপুরে যে আগ্রাসন নিয়ে খেলে রোহিতরা বাংলাদেশকে উড়িয়ে দিয়েছেন, জিতেছেন টেস্ট সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্যাট কামিন্স, নাথান লায়োনদের বিরুদ্ধেও তেমনটা করতে পারলে দারুণ হবে বলে মনে করছেন তিনি। যদিও কাজটা সহজ নয় বলে জানিয়ে মরগ্যান বলেছেন, 'কানপুরে ভারতের জয়ের প্রশংসা করতেই হবে। তবে এমন আগ্রাসন নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ভারত খেলবে কি না, জানি না। খেললে কামিন্স-লায়োনদের বিরুদ্ধে ভারত কেমন পারফর্ম করে, সেদিকে নজর থাকবে। আর ক্রিকেটে অজি আধিপত্যও নষ্ট হবে।'

আন্তর্জাতিক মাস্টার্স লিগের উদ্বোধনে ব্রায়ান চার্লস লারার সঙ্গে শচীন তেন্ডুলকার। প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়া মাস্টার্সের নেতৃত্ব দেবেন শচীন।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **পর্ণাভ দাস (জোজো) :** স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, সকল আশা পূরণ হোক। দুঃখগুলো দূরে যাক, সুখে জীবনটা ভরে যাক। জীবনটা হোক ধন্য, শুভ কামনা করি তোমার জন্য। শুভ জন্মদিন। **মা-অনিন্দিতা কুণ্ডু দাস, বাবা-পার্থ দাস, দাদান-প্রদীপ দাস।** শিলিগুড়ি।

☺ **মুনমুন (তৃষা) :** তোমার জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা। **-বাবা, মা, মানু, রাই, গুনগুন।** কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি।

ইনিয়েস্তার বিদায়ে আবেগপ্রবণ মেসি

ইস্টবেঙ্গলের নয়া কোচ অস্কার

-খবর এগারোর পাতায়

এএফসি-র কাছে আবেদনে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এএফসি-র কাছে শাস্তি তুলে নেওয়ার আবেদন করতে চলেছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

চতুর্থীর দিনই এএফসি-র শাস্তির খাঁড়া নেমে এসেছে গতবারের আইএসএল লিগ-শিল্ড জয়ীদের উপর। ইরানের ট্র্যাক্টর এফসি-র বিরুদ্ধে ওদেশের তাবরিজ শহরে খেলতে না যাওয়ায় মোহনবাগান নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বলে মনে করছে এএফসি। তারা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর আর কোনও ম্যাচ খেলতে পারবে না, এই কথাও জানিয়েছে এএফসি। এহেন শাস্তির পর প্রাথমিকভাবে বাগান ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা এই বিষয়ে আইনি পরামর্শ নিচ্ছে। সেই পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় যে আগে এএফসি-র আপিল কমিটির কাছে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হবে। ফুটবলারদের নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখাই যে উদ্দেশ্য ছিল, এই কথাই জানানো হবে আবেদনে। তাছাড়া ম্যাচের দিন সকাল থেকেই ইরান সরকার তাদের প্রতিটি বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়। ফলে পৌঁছানোর পর ফিরে আসাও আর সম্ভব হত না মোহনবাগানের পক্ষে। তারপরই পরবর্তী ভাবনা ভাবা হবে বলে ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য। এর আগে ২০১২ সালে প্রায় একইরকম পরিস্থিতিতে পড়ে ইস্টবেঙ্গলও। সেই সময় তাদের এএফসি কাপের ম্যাচ ছিল ওমান ও ইরাকের দুইটি ক্লাবের বিরুদ্ধে। ওই দুই দেশেরই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঠিক ছিল না বলে এএফসির কাছে

সব ভুলে এবার ডার্বিতে নজর মোলিনা বাহিনীর

> মহমেডানের বিরুদ্ধে ভালো খেলে জিতেছি মানে এই নয় যে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ সহজ হয়ে গেছে। ওটা সম্পূর্ণ অন্য ম্যাচ। এর কোনও প্রভাব এই ম্যাচে পড়বে না।
>
> **শুভাশিস বসু**

ইস্টবেঙ্গলের তরফে বিষয়টি জানিয়ে অন্য কোনও নিরপেক্ষ জায়গায় ম্যাচ দুটি করার আবেদন জানানো হয়। সেবার ওমানের ম্যাচ জর্ডনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলেও ইরাক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করায় ম্যাচ সেদেশেই হয়। কিন্তু ম্যাচটা খেলতে ট্রেভর জেমস মরগ্যান ও টোলগে ওজবে যেতে পারেননি কারণ অস্ট্রেলিয়া সরকার তাঁদের বিরতি থাকতে বলায়। পরবর্তীতে এই ঘটনার জের টেনে ইস্টবেঙ্গল দাবি করে, তাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গ্রুপে দেওয়ার জন্য।

এদিকে, এই ঘটনার জন্য অবশ্য থেমে নেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রস্তুতি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে বহুদিন বাদে ভালো খেলেছে দল। আর ওই ম্যাচের পরই আন্তর্জাতিক অবকাশের জন্য বন্ধ আছে টুর্নামেন্ট। আগামী ১৯ অক্টোবরের আগে কোনও ম্যাচ নেই। সেদিন কলকাতা ডার্বি দিয়ে আবার শুরু হচ্ছে আইএসএল। ইতিমধ্যেই কলকাতাজুড়ে শারদীয়ার উন্মাদনা। কিন্তু সবুজ-মেরুন শিবিরের ভাবনায় এখন শুধুই ডার্বি। অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলছেন, 'মহমেডানের বিরুদ্ধে ভালো খেলে জিতেছি মানে এই নয় যে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ সহজ হয়ে গেছে। ওটা সম্পূর্ণ অন্য ম্যাচ। এর কোনও প্রভাব এই ম্যাচে পড়বে না। ইস্টবেঙ্গল যদি বাকি সব ম্যাচ হেরেও যায়, বড় ম্যাচ জিততে বাড়তি উদ্যমে নেমে পড়বে। তাছাড়া যারা অনেক ম্যাচ হেরেছে, তারা ওই ম্যাচে জিততে মরিয়া থাকবে এবং আত্মবিশ্বাস ফেরাতে চাইবে।' ফলে ডার্বি ঘিরে কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাইছেন না ফুটবলাররা।

মেহতাবের বাড়িতে দেবী দুর্গার আবাহন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ অক্টোবর : এই অস্থির সময়ে এক পশলা বারিধারার মতোই যেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক সৌহার্দ্য ও শান্তির বার্তা।

মেহতাব হোসেন নামটা কারওই অচেনা নয়। অন্তত এদেশের ফুটবল মহলের তো নয়ই। মেহতাবের স্ত্রী মৌমিতাও খুব একটা অচেনা নয় কলকাতা ময়দানের লোকজনের কাছে। স্বামীর খেলা থাকলেই তাঁকে দেখা যেত গ্যালারিতে গলা ফাটাতে। সেই মৌমিতা আদতে হিন্দু পরিবারের সন্তান। কিন্তু দুই ধর্মের সমন্বয়ের রাস্তাটা ওঁরা এত মজবুত রেখেছিলেন যে দুইজনকে সবরকম পুজো-আচ্চা থেকে ইদ, সবেতেই পাওয়া যেত একইভাবে। বাড়িতে গেলে দেখা মিলত পুত্র জিদানের সরস্বতী পুজো করার নানা সরঞ্জামের। তবে এবার এই দম্পতি যা করে দেখালেন, তাঁর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত প্রতিনিয়ত ধর্মের জিগির তুলে সাধারণ মানুষকে বিপথে ঠেলে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির।

মৌমিতা এখন তাঁর ভাই দেবাশিস রায়ের সঙ্গে সান কনস্ট্রাকশনস বলে একটি কোম্পানি চালান। হঠাৎই দুইজনের মনে হয় এই অস্থির সময়ে মা দুর্গার আবাহন করলে কেমন হয়? দুইজনেই গিয়ে হাজির হন মেহতাবের কাছে। এরপর

নিজের বাড়ির দুর্গাপুজোয় স্ত্রী মৌমিতার সঙ্গে মেহতাব হোসেন।

কি হল জানতে চাইলে সম্ভবত সর্বশেষ তারকা বাঙালি মিডফিল্ডার বললেন, 'পরিকল্পনাটা ওদের ছিল। আমার কাছে এসে বলতেই জানিয়ে দিলাম, এগিয়ে চলো। সঙ্গে আছি।'

তারপরেই ভাই-বোনের সঙ্গে কোমর বেঁধে মেহতাব লেগে পড়েছেন মায়ের পুজোর কোনও ত্রুটি যাতে না হয় সেটা দেখতে। এদিন থেকেই নিউটাউনের বাড়িতে সেজে উঠেছে মণ্ডপ। পাঁচদিনই ভোগ রান্নাসহ বাকি সব আয়োজন থাকছে। মেহতাব-মৌমিতা চান, দেবীর কৃপায় যেন শুদ্ধ হয়ে ওঠে এই পৃথিবীর মানুষের মন।

চমক ঐহিকার

আস্তানা, ৮ অক্টোবর : এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার পদক নিশ্চিত করল ভারতীয় মহিলা দল। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে। ভারতের জয়ের বড় কারিগর ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। টাইয়ে তিনি জোড়া ম্যাচে জয় পেয়েছেন যথাক্রমে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ৮ ও ১৬ নম্বরে থাকা প্যাডলারের বিরুদ্ধে। শুরুতে তিনি ও মণিকা বাত্রা পরপর জিতে ভারতকে ২-০ লিড এনে দেন। কিন্তু এরপরই শ্রীজা আকুলা ও মণিকা ম্যাচ হেরে বসায় দক্ষিণ কোরিয়া টাইয়ে সমতা ফেরায়। নির্ণায়ক ম্যাচে ঐহিকা বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ১৬ নম্বরে থাকা জিওন জিহির বিরুদ্ধে প্রথম গেম হেরেও ৩-১ ব্যবধানে জয় তুলে নেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম : ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫
মৃত্যু : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

'কে বলে গো এই প্রভাতে নেই তুমি'
তুমি চিরদিন থেকে যাবে
আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়,
আমাদের ধ্যানে-জ্ঞানে-স্মরণে,
কর্মে ও মননে।
যেখানেই থাকো ভালো থেকো

শোকাহত
শিপ্রা গঙ্গোপাধ্যায় (স্ত্রী)
সায়ন গঙ্গোপাধ্যায় (পুত্র)
অভ্রিকা গঙ্গোপাধ্যায় (পুত্রবধূ)

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ৮ অক্টোবর : দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় উৎসব। দুর্গোৎসবে আবেগে ভেসে যায় গোটা বাংলা।

আর এই আবেগকে সম্মান করে কোকাকোলা।

আর এই কারণেই শতাব্দী প্রাচীন কোকাকোলা কোম্পানি বাঙালির দুর্গোৎসবে আত্মার সাথী হয়।

শুধু দুর্গাপুজোই নয়, বিশ্বব্যাপী যে কোনও উৎসবকেই সবসময় প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের প্রোডাক্টকে আরও বেশি করে গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে কোকাকোলা। প্রতিবছরের মতো এবছরও উত্তর পূর্বাঞ্চলের তাক লাগানো দুর্গাপূজা মণ্ডপ গুলির পাশে কোকাকোলা ঝাঁ চকচকে স্টল উপহার দিয়েছে আমজনতাকে। লক্ষ্য একটাই, পুজোর কটা দিন আনন্দ উৎসবের রকমারি স্বাদের ঠাণ্ডা পানীয়তে মেতে থাকুক দর্শনার্থীরা। পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য লাকি ড্র-এর ভিত্তিতে কলকাতার বড় বড় পূজা পরিক্রমারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি গোটা উত্তরবঙ্গের বেশ কিছু নামী রেস্তোরাঁতে তাদের নিজেদের গ্রাহকদের রসনা তৃপ্তির জন্য ফ্রি কোক কম্বো মিলেরও ব্যবস্থা করেছে। Advt.

২০২৭ বিশ্বকাপেও রোহিত, দাবি কোচের

মুম্বই, ৮ অক্টোবর : রোহিত শর্মাকে নিয়ে বড় দাবি ছোটবেলার কোচ দীনেশ লাডের।

ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর আগে ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের আক্ষেপ মেটাতে আরও একবার নাকি প্রয়াস চালাবেন রোহিত। লক্ষ্য ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ। ৫০-এর ফরম্যাটে ফোকাস রাখতে টেস্টকে আগেভাগে বিদায় জানানোর মতো সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা নন রোহিত।

আগামী বছর লর্ডসে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। অপরদিকে, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের আয়োজক দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়ে। বিশ্বকাপের সময় চল্লিশের কোঠায় পা রাখবেন হিটম্যান। যদিও লাডের দাবি, টেস্টকে বিদায় জানালেও ২০২৭ বিশ্বকাপে রোহিতের খেলার ব্যাপারে তিনি একশো ভাগ নিশ্চিত। প্রিয় ছাত্রকে

আগামী বছর হয়তো টেস্টকে বিদায়

নিয়ে তিনি বলেছেন, 'বলছি না, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পরই টেস্টকে বিদায় জানাবে রোহিত। তবে সেই সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ, রোহিতের বয়স হচ্ছে। সেক্ষেত্রে টেস্টকে আগেই হয়তো বিদায় জানাবে।'

নিজের এই ভাবনার কারণও ব্যাখ্যা করেন দীনেশ লাড। রোহিতের কোচের যুক্তি, 'সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে এই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য ক্রিকেট খেলছে রোহিত। ওডিআই ক্রিকেটের জন্য নিজেকে ফিট রাখতে বদ্ধপরিকর। আমি নিশ্চিত, ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে ও খেলবেই। নিজের ওপর ধকল কমাতেই টেস্ট থেকে আগে সরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা ওর।'

কিছুদিন আগে রোহিত শর্মা বলেছিলেন, বয়স নিয়ে ভাবতে রাজি নন। মনের দিক থেকে তিনি তরুণই। যুক্তি দেখান, নিজেকে তরতাজা রাখতে মনকে ভালো রাখা দরকার। 'আমি এখনও তরুণ', এই মানসিকতা রাখা উচিত। তাহলে মানসিকভাবে অনেক বেশি তরুণ থাকা যায়। কেরিয়ারকে দীর্ঘ করতে যা জরুরি। রোহিতের কথায়, ফিটনেস অনেকাংশে মানসিক ব্যাপারও। আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এক্ষেত্রে। সবসময় মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। তবে বেশিরভাগ সময় সেটা করে থাকেন। রোহিতের মানসিকভাবে তরুণ থাকার সেটাই নাকি মূল কারণ।

হরিব্রত ভট্টাচার্য
প্রয়াণ: বিশ্বকর্মা পুজো, ১৯৮৬

অনুপমা ভট্টাচার্য
প্রয়াণ: মহাষষ্ঠী, ১৯৮৬

বাবা-মা,
তোমাদের ভুলিনি।

TATA MOTORS
Connecting Aspirations

TATA

TATA MOTORS FESTIVAL OF CARS

BIG PRICE DROPS, BIGGER CELEBRATIONS

India's No.1 Selling SUV* Now Loaded with New Premium Features at Unbelievable Prices

PUNCH

NOW WITH NEW PREMIUM FEATURES

1st in Segment 26.03 cm Touch Screen Infotainment | Wireless Charger
Rear AC Vent | Grand Floor Console with Armrest

Now Price Starts at ₹6.12 Lakh^^

Additional Benefits up to ₹28,000*

India's First Twin Cylinder CNG Technology | Also Available In Petrol & CNG | Up to 100% on-road Financing* | tata punch

NORTH BENGAL: SILIGURI: Lexican Motors: 7506017275. Rangeet Auto: 7506017249. NOUKAGHAT: Rangeet Auto: 9619187814. COOCH BEHAR: Rangeet Auto: 7506015383. BIRPARA: Rangeet Auto: 7506015383. MALDA: Lexican Motors: 7506017220. BALURGHAT: Lexican Motors: 9167528535. GANGTOK: Rangeet Auto: 9167986441. ISLAMPUR: Rangeet Auto: 8291093108. JAIGAON: Rangeet Auto: 9152101462. JALPAIGURI: Rangeet Auto: 9152101467. RAIGANJ: Rangeet Auto: 8291094961. DARJEELING: Rangeet Auto: 7045208391. JORTHANG: Rangeet Auto: 9167528366. ALIPURDUAR: Rangeet Auto: 8879518024. MALBAZAR: Rangeet Auto: 9619185907.

Terms and Conditions apply. *Benefits up to differs from model to model and is inclusive of consumer offer, exchange bonus and maximum corporate offer. All offers are valid for limited period or till stocks last. ^Warranty cover for 3 years/ 1 Lakh km, whichever ends earlier. Images and Illustrations are indicative and for information purposes only. All features/ specifications are not available in all variants and may vary for different variants. Specifications/features are subject to change without prior information. Colours may vary due to printing limitations. ^^Price mentioned is Punch Pure MT ex-showroom Delhi. Local taxes extra. Offer valid till 31st Oct 2024 only.*Price reduction varies for each variant and is included in the new ex-showroom prices. *Punch is the highest selling SUV in India from Apr-June'24 as per SIAM data. *Punch offers 1st in Segment 26.03cm infotainment below 3850mm length SUV.

12222227